উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

সেনসেক্স : ৮৩,৯৩৮.২৮ (+১,৫০২.২৯)

নিফটি : ২৫,৮১৯.২৫ (+৪৬৯.৬০)



ভারতীয় পণ্যে ফের ট্রাম্পের শুল্ক-কাঁটা ৮



শত্রু বামপন্থীরা, ‘দয়ায়’ ঋত-তৃণমূল ৮

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৯°	১৬°	২৯°	১৫°	২৯°	১৪°	২৯°	১৪°



যুবরাজের ফোনেই বাজিমাত বৈভবের ১১

৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 26 November 2026 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 187



কোহিনুর চা বাগানের বন্ধ ফ্যাক্টরি।

চার কোটির ক্ষতি, কাঠগড়ায় শ্রমিকরা

রাজু সাহা

শামুকতলা, ২৫ নভেম্বর : বকেয়া মজুরি, বোনাস, প্রভিডেন্ট ফান্ড ও অবসরকালীন প্রাপ্য মেটেনি। তার ওপর দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ বাগান খোলার দাবিতে আন্দোলন চালাচ্ছেন কোহিনুর চা বাগানের শ্রমিকরা। তাঁদের দাবি, বর্তমান মালিককে সরিয়ে নতুন মালিকের হাতে বাগানের দায়িত্ব তুলে দিতে হবে। কিন্তু বাগান খোলার প্রশ্নে এবার উলটপুরাণ। শ্রমিকদের বঞ্চনার অভিযোগের জবাব দিতে গিয়ে বাগানের উৎপাদন ক্ষতির জন্য তাঁদেরই কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন বর্তমান মালিক কেশব সিনহা। শুধু তাই নয়, শ্রমিকদের অসহযোগিতায় প্রায় ৪ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করে সেই ক্ষতি তাঁদের কাজের মাধ্যমেই পুষিয়ে নেওয়ার কথা জানিয়েছেন তিনি। মালিকপক্ষের এই বক্তব্য ঘিরে নতুন করে তীব্র বিতর্ক শুরু হয়েছে চা বলয়ে।

গত ২৩ নভেম্বর আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসক ও ডেপুটি লেবার কমিশনারকে পাঠানো চিঠিতে কোহিনুর টি কোম্পানি লিমিটেড বাগানের উৎপাদন বিপর্যয়ের জন্য শ্রমিকদের একাংশের অনিয়মিত হাজিরা, পর্যাপ্ত কর্মঘণ্টার অভাব, শ্রমিক অসন্তোষ এবং কাজে অসহযোগিতাকে দায়ী করেছে। কর্তৃপক্ষের দাবি, এর জেরে প্রায় ৪ কোটি টাকার উৎপাদন ক্ষতি হয়েছে। এমনকি, বাগানের প্রায় ৭৫ শতাংশ চা গাছ নষ্ট হয়ে গিয়েছে বলেও দাবি মালিকের।

কোম্পানির মালিক কেশবের বক্তব্য, গত পাঁচ বছর বাগান তাঁর নিয়ন্ত্রণে ছিল না। সেই সময় বাগানের পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। বহিরাগতদের প্রবেশ ও হস্তক্ষেপে বাগানের পরিবেশ এবং পরিকাঠামোর ক্ষতি হয়েছে বলেও অভিযোগ তাঁর।

এরপর দশের পাতায়

SUBHAM HOSPITAL
বুকে ব্যথা? হার্টের সমস্যা নয় তো?
এনজিওগ্রাফি • এনজিওপ্লাস্টি
পেসমেকার প্রতিস্থাপন
98005 22229 / 81700 54106

অনুপ্রবেশে কড়া শুভেন্দু

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৫ নভেম্বর : ‘উন্নয়ন হবে, হিসেবও হবে’– রাসমেলার মঞ্চ থেকে ঠিক এই ভাষাতেই হুঁশিয়ারি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। কোচবিহারে থাকা বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী মুসলিমদের খুঁজে খুঁজে বের করে তাঁদের ফেরত পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। শুভেন্দু বিরোধী দলনেতা থাকাকালীন কোচবিহারের খাগড়াবাড়িতে তাঁর কনভয়ে হামলা চালায় তৃণমূল। সেই ঘটনা মনে করিয়ে দিয়ে শুভেন্দুর হুঁশিয়ারি, ‘আমি অনেক সহ্য করেছি। খাগড়াবাড়িতে আমার গাড়িতে পেট্রোল ঢালা হয়েছিল। সেই ছবিগুলি আমার গোছানো আছে। উন্নয়ন হবে, হিসেবও হবে।’

বুধবার দুপুরে রাসমেলা উদ্বোধন করার পর সেই মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী একদিকে যেমন এখানকার কৃষ্টি-সংস্কৃতির উন্নয়নের দিকে জোর দিয়ে বক্তব্য রেখেছেন, তেমনই তাঁর ভাষণে বারবার হুঁশিয়ারির সুর ফুটে উঠেছে। কখনও তৃণমূলের দিকে, কখনও অনুপ্রবেশকারীদের দিকে, আবার কখনও মা-বোনেদের দিকে আঙুল তোলা দুষ্কৃতীদের নিশানা করেছেন তিনি। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে মুসলিমদের অনুপ্রবেশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী পুলিশ সুপার মণীশ যোশির উদ্দেশে কড়া বার্তা দিয়েছেন। বলেছেন, ‘পুলিশ সুপার শুনে রাখুন। এই জেলায় বাংলাদেশ থেকে অবৈধ মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের খুঁজে খুঁজে বের করতে হবে। যে রাস্তা দিয়ে ওরা এসেছে, ওই রাস্তা দিয়েই বের করতে হবে, তাড়াতে হবে। আর যাঁরা ধর্ম বাঁচানোর জন্য প্রাণ বাঁচাতে এসেছেন, সেই হিন্দুরা অনুপ্রবেশকারী নন, তাঁরা শরণার্থী। তাঁদের আশ্রয় দিতে হবে।’



মদনমোহনবাড়িতে রাসচক্র ঘোরাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। ছবি : জয়দেব দাস

> আমি অনেক সহ্য করেছি। খাগড়াবাড়িতে আমার গাড়িতে পেট্রোল ঢালা হয়েছিল। সেই ছবিগুলি আমার গোছানো আছে। উন্নয়ন হবে, হিসেবও হবে।
> -শুভেন্দু অধিকারী

বিএসএফের সঙ্গে পুলিশের সম্পর্ক আরও ভালো করার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। এই প্রসঙ্গে শুভেন্দুর বক্তব্য, ‘সীমান্তে বিএসএফের সঙ্গে আরও নিবিড় সম্পর্ক গড়তে হবে। সেখানে জমি দিয়েছি। যতটা বাকি ছিল, বেড়া দেওয়া হচ্ছে। সীমান্ত এলাকায় অবৈধ মাদ্রাসা থেকে শুরু করে গাঁজা চাষ, নকল টাকা, কাফ সিরাপ, মাদক- সব পাচার বন্ধ করতে হবে।’

তৃণমূলের আমলে তো বটেই, রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পরেও কোচবিহার জেলায় একাধিক

এরপর দশের পাতায়



অমল স্মৃতি পুরস্কার পাচ্ছেন কার্টুনিস্ট অভি

কলকাতা, ২৫ নভেম্বর : প্রয়াত বর্ষীয়ান ব্যঙ্গচিত্রী অমল চক্রবর্তীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ‘অমল স্মৃতি কার্টুনমেলা’। দ্য বেঙ্গল স্টোরের আয়োজনে ও কার্টুনদলের উদ্যোগে আগামী ২৮ নভেম্বর থেকে ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে এই ব্যতিক্রমী আসর। ‘উত্তরবঙ্গ সংবাদ’-এর পাঠকদের জন্য এবারের আয়োজন বিশেষভাবে গর্বের।

দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে ‘উত্তরবঙ্গ সংবাদ’-এর পাতায় জনপ্রিয় পকেট কার্টুন ‘বিন্দুবিসর্গ’ এঁকে চলেছেন ব্যঙ্গচিত্রী মলয় মুখার্জি ওরফে ‘অভি’। তাঁর দীর্ঘ সৃজনশীল কাজকে উদযাপন করার উদ্দেশ্যেই এবারের মেলা নিবেদিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, এবছর প্রথমবার প্রবর্তিত ‘অমল স্মৃতি পুরস্কার’ তুলে দেওয়া হবে কার্টুনিস্ট অভির হাতে।

দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়াহাট রোডে দ্য বেঙ্গল স্টোরে প্রতিদিন সকাল ১১টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত মেলা চলবে। ব্যঙ্গচিত্রপ্রেমীদের জন্য অন্যতম বড় আকর্ষণ এর সমৃদ্ধ সংগ্রহশালা। মূল শিল্পকর্মের পাশাপাশি প্রদর্শনীতে থাকছে প্রফুল্লচন্দ্র লাহিড়ীর আসল কার্টুন। এছাড়া ‘শঙ্কর’স উইকলি’-র মতো দুষ্প্রাপ্য পত্রিকা এবং কার্টুনের দুর্লভ বইয়ের এক অসামান্য মহাফেজখানা ঘুরে দেখার সুযোগ পাবেন দর্শকরা।

মেলার আবহে প্রকাশিত হতে চলেছে দুটি বিশেষ বই- প্রখ্যাত কার্টুনিস্ট সতীশচন্দ্র সিংহের কাজ নিয়ে সংকলন ‘সতীশচন্দ্র সিংহ’ এবং ব্যঙ্গচিত্রী অভির ভাবনার খাতা ‘অভিভাবনীয়’। কার্টুনের ঐতিহ্য, সূক্ষ্ম রসবোধ আর স্মৃতিচারণার টানে নয়দিন ধরে জমজমাট হয়ে উঠবে দক্ষিণ কলকাতার এই ঠিকানা।

সাদা চোখে সাদা কথায়

কে যে কখন কার জোটে, গুলিয়ে যায় হালহকিকতে

গৌতম সরকার

সকালে জমা, বিকেলে খরচ। কথাটা শুধু মানুষ খালাসের প্রসঙ্গে সত্য নয়, আরও অনেক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সকালে কেউ ‘ক’ দলে থাকলে বিকেলে দেখা যাবে ‘খ’ দলে। ‘ক’ আর ‘খ’ দলের অবস্থানে হয়তো অনেক ফারাক। তাতে কী! দলগত ভোল বদলে কখনও কারণ ক্ষমতার গুড় খাওয়া। কখনও দলীয় স্বার্থসিদ্ধি। ব্যক্তিগত ডিগবাজিতে আবার শুধুই ধান্দাবাজি আর পদের আসক্তি।

কৃষি ও কৃষক প্রসঙ্গে বিজেপি ও অকালি দলের মতপার্থক্য আকাশপাতাল। তিনটি কৃষি বিলের বিরোধিতায় পদ্মবৃত্ত থেকে নিজেকে অতীতে সরিয়ে নিয়েছিল অকালি। আন্দোলনের চাপে কেন্দ্রীয় সরকার বিল তিনটি প্রত্যাহার করলেও বিষয়টি নিয়ে তাদের মনোভাবের বদল ঘটেনি। তা সত্ত্বেও ক্ষমতা বড় বালাই আর পদের মোহ চিটেগুড়ের মতো। লাগলে পড়ে ছাড়ে না।

চিটেগুড়ের মতো স্বভাবদোষে জনগণ প্রত্যাখ্যান করলেও অনেকে সহজে ক্ষমতা ও পদ ছাড়তে চান না। তামিলনাড়ুতে গত বিধানসভা

এরপর দশের পাতায়



রাসমেলা উপলক্ষ্যে কোচবিহার রাজবাড়িতে। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

বাঁধ সংস্কারে বাধা, বন্ধ বোটিং

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২৫ নভেম্বর : আলিপুরদুয়ার জেলার পর্যটন মানচিত্রে অন্যতম পরিচিত নাম সিকিয়াঝোরা। অনেকের কাছেই এই পর্যটনকেন্দ্র ‘উত্তরের আমাজন’ নামে পরিচিত। গভীর জঙ্গলে বোটিং করার সময় আমাজন জঙ্গলের অভিজ্ঞতা পাওয়া যায় বলেই মনে করেন পর্যটকরা। কিন্তু অতুল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিয়েও ওই পর্যটনকেন্দ্র প্রায় চার মাস ধরে হতাশায় ডুবে রয়েছে। নদীর বাঁধ ভেঙে যাওয়ায় বোটিং বন্ধ। প্রশাসনের কাছে এই বিষয়টি জানানোর পরও এতদিনে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

বোটিং চালানোর দায়িত্বে থাকা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে বাঁধ সংস্কারের কাজ শুরু করলেও সেই কাজে বাধা দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। আর অভিযোগের তির স্থানীয় বিজেপি নেতাদের দিকে। যদিও বিজেপি

সিকিয়াঝোরা

নেতাদের দাবি, এতদিন ওই জায়গায় আর্থিক তছরুপ হয়েছে। অভিযোগ-পালটা অভিযোগে ডুবছে সিকিয়াঝোরার ভবিষ্যৎ। প্রায় প্রতিদিনই সেখান থেকে ফিরে যাচ্ছেন পর্যটকরা। আলিপুরদুয়ার-২ ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে সিকিয়াঝোরা বায়োডাইভার্সিটি পার্ক তৈরি করে স্থানীয় ৯টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের সেই পার্ক চালানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়। সিকিয়াঝোরায় বোটিং করার সুবাদেই ওই জায়গার পরিচিতি বেড়েছিল। সেই সিকিয়াঝোরায় বোটিং বন্ধ প্রায় পাঁচ মাস ধরে। জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে ঝোরায় জল বেড়ে বাঁধ ভেঙে যায়। ঝোরায় বাঁধ দিয়ে জল আটকে উলটো দিকে বোটিং চলত। তবে সেই বাঁধ ভেঙে যাওয়ায় জল আটকে থাকছে না। ঝোরায় স্বাভাবিকভাবেই জল বইছে। সেই স্রোতে বোটিং সম্ভব নয়।

প্রায় পাঁচ মাস ধরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার ক্ষেত্রে প্রশাসনের কোনও উদ্যোগ দেখা যায়নি। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যা মারিয়াম কিসকু বলেন, ‘প্রশাসনের থেকে কোনও সাহায্য না পাওয়ায় আমরা নিজেরা চাঁদা তুলে বাঁধ সংস্কার শুরু করি। কেননা এতদিন উপার্জন বন্ধ থাকায় সমস্যা হচ্ছে। এই সময়ই পর্যটক বেশি আসে। বাঁধ সংস্কার হলেই ঝোরার জল আটকে যাবে।

এরপর দশের পাতায়

পরিবর্তন কেমন লাগছে?
এই বাংলায় কত ঘর, কত গল্প কত আশা, কত অপেক্ষা
সরকার বদলের ছ’মাসে উত্তরবঙ্গের মানুষ কী ভাবছেন? তাঁদের কাছে পৌঁছোনোর, তাঁদের কথা জানার এক আন্তরিক প্রয়াস
ঘরে বসে মনগড়া কথা নয়
মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে, মানুষের মুখোমুখি
উত্তরবঙ্গের এই বিশেষ অনুসন্ধান
শীঘ্রই আসছে
উত্তরবঙ্গ সংবাদের পাতায়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
খবরের দায়বদ্ধতা আমাদের।।
In association with Maxwell HOSPITAL & RESEARCH CENTRE



রাজকীয়

বাংলা ভাসছে রাজ আবেগে



সৌভিক সেন

রাজবীর, নাম তো সুনাহি হোগা!

বিধান মার্কেট থেকে শেঠ শ্রীলাল মার্কেটের দিকে এগোলে রাস্তার বাঁদিকে মাঝারি মাপের একটি দোকান। ভিতরে দুজন কর্মী ক্রেতাদের সামলাতে ব্যস্ত। দোকানের একেবারে পিছনে ছোট্ট টেবিল। তার ওপারে বসে এক ভদ্রমহিলা। মাথা নীচু করে স্মার্টফোনে চোখ রেখেছেন। কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই মুখ তুলে হাসলেন। ফোনের পর্দায় তখন একটি রিলস। বাংলা টেলিভিশনের এই মুহূর্তের অন্যতম চর্চিত মুখকে নিয়ে তৈরি। আঙুলের এক ছোঁয়ায় পরের ভিডিও। সেখানেও সেই তরুণ। তার পরেরটিতেও। যেন ফোনের অ্যালগরিদমও জানে, এই মুহূর্তে তাঁর সবচেয়ে বড় আগ্রহ কোথায়।

রিতা দে। রাজবীর দে-র মা।

দোকানে বসে মিনিট কুড়ি কথা হল। এর মধ্যে অন্তত পাঁচজন এসে বলে গেলেন, ‘আমি কিন্তু রাজবীরের ফ্যান, কাকিমা। এদিক দিয়েই যাতায়াত করি। আজ ভাবলাম, বলে যাই একবার।’ কেউ কেনাকাটা করতে এসেছেন, কেউ হয়তো শুধু এইটুকু জানাতে। প্রত্যেকের কথা শুনে একগাল হাসছেন রিতা। মাথা নেড়ে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন। চোখে চশমা, মাথাভর্তি পাকা চুল। ছেলের জনপ্রিয়তার এই নতুন ঠিকানায় বসে তিনি যেন নিজেই একটু অবাক।

রাজবীরের নাম এখন আর শুধু শিলিগুড়ির পরিচিত মহলে সীমাবদ্ধ নেই। বিগ বস বাংলার ঘরে উপস্থিতি তাঁকে পৌঁছে

এরপর দশের পাতায়

রাসমেলার উদ্বোধনে আমল দিলেন না শুভেন্দু

প্রশাসনিক বৈঠকে ডাক নেই নগেন্দ্রর




কোচবিহার এমজেএন স্টেডিয়ামে মেলা উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী। - জয়দেব দাস

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৫ নভেম্বর : তিনি রাজবংশী নেতা। কিন্তু রাজবংশীদের নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকে ডাক পেলেন না বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ নগেন্দ্র রায়। রাসমেলার উদ্বোধন মঞ্চে তাঁর উপস্থিতি ঘটলেও বাকি অতিথিদের মতো তাঁর নাম উল্লেখ করলেন না শুভেন্দু অধিকারী। তবে অনুষ্ঠানের শেষলগ্নে নগেন্দ্রকে কাছে ডেকে একটি উত্তরীয় পরিয়ে দেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান শুভেন্দু। যাতে কিছুটা মানরক্ষা হল বটে, কিন্তু দূরত্ব কতটা ঘুচল, তা নিয়ে সংশয় থেকেই গেল।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সম্পর্কে বেফাঁস মন্তব্য করে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের রোষানলে পড়া নগেন্দ্র যে এখনও নিজের গুরুত্ব পুনরুদ্ধার করতে পারেননি, এদিনের ঘটনায় তা নতুন করে স্পষ্ট হয়েছে। যদিও এটি নতুন কোনও ঘটনা নয়। রাজবংশীদের কোনও বৈঠকেই এখন আর তাঁকে আমন্ত্রণ জানান না বিজেপি নেতৃত্ব। রাজনৈতিক মহলের মতে, নিজের অস্তিত্ব নিয়ে এখন সংকটে রয়েছেন নগেন্দ্র। সেজন্য বিজেপির বিরুদ্ধে বারবার তোপ দাগলেও অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে এদিন মেলার উদ্বোধনে হাজির ছিলেন তিনি। নগেন্দ্র বলেছেন, 'আমাকে বৈঠকে ডাকা হয়নি, তাই যাইনি। মেলার উদ্বোধনে ডেকেছে, তাই এসেছি। রাসমেলাতে সবাই আসতে পারে।'

২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচন থেকেই বিজেপির সঙ্গে নগেন্দ্রর দূরত্ব তৈরি হয়েছে। তারপর থেকে দলের কর্মসূচিতে তাঁকে খুব একটা দেখা যায় না। আবার বিজেপির সাংসদ হয়েও বারবার প্রকাশ্যেই বিজেপির বিরুদ্ধে কথা বলতে দেখা গিয়েছে তাঁকে।

এমনকি নগেন্দ্র ঘোষণা করেছিলেন যে, একমাত্র প্রধানমন্ত্রী বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সভা হলে তবেই তিনি সেখানে যাবেন, নচেৎ নয়।

> **আমাকে বৈঠকে ডাকা হয়নি, তাই যাইনি। মেলার উদ্বোধনে ডেকেছে, তাই এসেছি। রাসমেলাতে সবাই আসতে পারে।**
> **নগেন্দ্র রায়,** সাংসদ

এ বছরের বিধানসভা নির্বাচনে নগেন্দ্র-ঘনিষ্ঠ হরিহর রায়কে শীতলকুচি থেকে প্রার্থী করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। নির্বাচনের আগে তৃণমূলের সরকার নগেন্দ্রকে 'বঙ্গরত্ন' সম্মানও দেয়। বিষয়গুলি বিজেপি যে ভালোভাবে নেয়নি, তা স্পষ্ট হতে বেশিদিন লাগেনি। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে বিজেপি ক্ষমতায় এসে সেই 'বঙ্গরত্ন' কেড়ে নেয়। যদিও নেতাজিকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের জেরেই তা কেড়ে নেওয়া হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট মহলের দাবি। উত্তরবঙ্গে একাধিকবার রাজবংশীদের নিয়ে বৈঠক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। কোনও বৈঠকেই নগেন্দ্র ডাক পাননি। তিনি প্রচারে না থাকলেও এবারের নির্বাচনে কোচবিহারে ভালো ফল করেছে বিজেপি। আবার রাজবংশী সংগঠনে নগেন্দ্রর প্রতিদ্বন্দ্বী বংশীবদন বর্মনকে বিজেপি গুরুত্ব দেওয়ায় নগেন্দ্র বেশ চাপেই রয়েছেন।

এদিন মেলা চত্বরে ঢুকে রাজ্যসভার এই সাংসদ প্রথমে নীচের আসনেই বসেছিলেন। এরপর আয়োজকরা তা দেখে নগেন্দ্রকে মঞ্চে নিয়ে যান। তিনি মঞ্চের দ্বিতীয় সারিতে বসেছিলেন। সেই মঞ্চে বংশীবদন বর্মনও ছিলেন। চারদিক থেকে কোণঠাসা হতে থাকায় এদিন সেই ড্যামেজ কন্ট্রোল করতেই তিনি রাসমেলার উদ্বোধনে হাজির হয়েছিলেন বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

রাজবংশী ভাষার স্বীকৃতির আশ্বাস

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২৫ নভেম্বর : রাজবংশীদের সামগ্রিক উন্নয়নের আশ্বাস দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার কোচবিহারের জেলা শাসকের দপ্তরের ল্যান্সডাউন হলে ৩৬টি রাজবংশী সংগঠনের ১৩১ জন প্রতিনিধির সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। তাঁদের অভাব, অভিযোগ ও সমস্যার কথা শুনে সমাধানের আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি রাজবংশী ভাষাকে অষ্টম তফশিলে অন্তর্ভুক্তি প্রসঙ্গে বলেন, 'অষ্টম তফশিলে অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে দিল্লিকে জানিয়েছি, সেখান থেকেই দ্রুত সিদ্ধান্ত হবে।'

বৈঠকে গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের নেতা বংশীবদন বর্মন, কামতাপুরি স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিলের তপতী রায় মল্লিক, দ্য রয়্যাল ফ্যামিলি সাকসেসর্স ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সভাপতি কুমার জীতেন্দ্রনারায়ণ, দি কোচবিহার ক্ষত্রিয় সোসাইটির রাজশেখর অধিকারী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। বংশীবদন বর্মন বলেন, 'রাজবংশী স্কুলগুলির পরিকাঠামোর উন্নয়নের কথা মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছি। অন্যান্য জায়গায় পার্শ্বশিক্ষকদের বেতন বেড়েছে, তাহলে রাজবংশী স্কুলগুলির ক্ষেত্রে তা হবে না কেন?'

কোচবিহার রয়্যাল ফ্যামিলি সাকসেসর্স ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের মুখপাত্র কুমার মৃদুলনারায়ণ বলেন, 'দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের শুধু একটি মন্দিরের উন্নয়ন হলেও বাকি ২৮টির হয় না। সেগুলির উন্নয়নের দাবি করেছি। পাশাপাশি বোর্ডের মন্দিরের পুজো সহ কোনও অনুষ্ঠানে আমাদের আমন্ত্রণ না জানানোর কথা তুলেছি। তিনি পরের মিটিংয়ে এ নিয়ে জানাবেন বলেছেন। এছাড়া অষ্টম তফশিলে ভাষার দ্রুত অন্তর্ভুক্তির দাবি জানিয়েছি।' এদিন তাঁর লেখা একটি বইও উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। বৈঠক সূত্রে খবর, তপতী রায় মল্লিক বলেছেন, ভাষা কামতাপুরি (রাজবংশী) কিংবা রাজবংশী (কামতাপুরি) যা-ই হোক, তাঁদের সমস্যা নেই।

প্রায় ৫০ মিনিট বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ওঁদের সব কথা শুনেছি। বাইরে থাকা পরিযায়ী শ্রমিকদের বাড়ি ফিরিয়ে কাজ দেওয়ার চিন্তাভাবনা হচ্ছে। লোকশিল্পীদের কিছু ভাতার সমস্যা রয়েছে, সেগুলি দেখা হচ্ছে।' তাঁর সংযোজন, '২০১৯ সাল থেকে রাজবংশীরা নরেন্দ্র মোদির প্রতি আস্থা রেখেছেন। তাঁদের ভাষা, সংস্কৃতি, আর্থিক সুরক্ষা ও রাজনৈতিক অংশীদারিত্ব নিয়ে আমরা যত্নবান।' এছাড়া হেরিটেজ কমিটি গঠন সহ বিভিন্ন বিষয়েও তিনি বলেন।

অতিরিক্ত স্টপ ৫ স্পেশালের

মালদা, ২৫ নভেম্বর : বোল্লা কালীপুজো উপলক্ষ্যে মালদার একলাখি স্টেশনে অতিরিক্ত ট্রেনের স্টপ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পূর্ব রেল। ভক্তদের সুবিধার্থে রেলের পক্ষ থেকে একলাখি স্টেশনে পাঁচটি স্পেশাল ট্রেনের অতিরিক্ত স্টপ দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। ট্রেনগুলি ওই স্টেশনে দু'মিনিট করে দাঁড়াবে। ট্রেনগুলি হল— ডিব্রুগড়-কলকাতা-ডিব্রুগড় স্পেশাল, হাওড়া-লামডিং-হাওড়া স্পেশাল, হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি-হাওড়া, কলকাতা-নিউ জলপাইগুড়ি-কলকাতা স্পেশাল এবং কলকাতা-নিউ কোচবিহার-কলকাতা স্পেশাল।

বাংলাদেশি বৃদ্ধা আটক

হিলি, ২৫ নভেম্বর : সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখে বুধবার দুপুরে হিলি থানার খারুন এলাকা থেকে বাংলাদেশের এক বৃদ্ধাকে আটক করল পুলিশ। ধৃত সাহার বানু (৬৫) রংপুরের বদরগঞ্জ থানা এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে খবর, বছরখানেক আগে বালুরঘাটের এক উন্মুক্ত সীমান্ত দিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশ করেন তিনি। তাঁকে হোল্ডিং সেন্টারে পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, জিজ্ঞাসাবাদে নিজেকে বাংলাদেশি নাগরিক বলে স্বীকার করেছেন বৃদ্ধা।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
E-NIT NO-CMOH/CBR/2026-2027/NTEP/42(3rd Call)
E-Tender is hereby invited for Desk Top computer, Printer under DH&FW Samiti, CoB for details please visit www.tenders.wb.gov.in, www.coochbehar.gov.in & www.wbhealth.gov.in Sd/- CMOH & Secretary, DH & FW Samiti, CoB. ICA-T20204(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM
Last date of bid submission for e-NIT No. WBPWD/SE&BEC/eNIT-04/2026-2027, Tender ID: 2026_WBPWD_5082200_1 is extended upto 04/12/2026 upto 02.00 p.m. Details information may be had from the Office of the undersigned on any working days & Website: www.pwdwb.in Sd/- S.E., N.B.E.C., P.W.D., GOVT. OF W.B. ICA-T20232(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
NIeT NO-CMOH/CBR/2026-2027/NVBDCP/41
Sealed Tender are hereby invited for Supply Entomological laboratory items under DH&FW Samiti, CoB for details please visit www.coochbehar.gov.in, www.wbhealth.gov.in, www.tenders.wb.gov.in Sd/- CMOH & Secretary, DH & FW Samiti, CoB. ICA-T20203(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
AE, Malda Sub-Division, SS, P.W.Dte., invites Online e-Tender WBPWD/AE/MSD/SS/NI(e)T-04/2026-2027 for "One no new Deep tubewell with 3HP Submersible pump at Malda Social Sector(pwd) office compound, in the dist of Malda." Bid submission Closing Date on 09.12.2026 at 2:00 PM, Tender ID: 2026_WBPWD_5088725_1. Intending bidders are requested to visit the website https://wbtenders.gov.in and this office notice board. Sd/- Assistant Engineer, Malda Sub-Division, Social Sector, P.W. Dte. ICA-T20231(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
EE, PWD, Cob. Divn. invites online e-tender (e-NIT 30). Tender Id: 2026_WBPWD_5088829_1, 2026_WBPWD_5088829_2, 2026_WBPWD_5088829_3, 2026_WBPWD_5088829_4 & 2026_WBPWD_5088829_5. Bid submission start date: 30.11.2026, 10.30 hrs. & Bid submission closing date: 07.12.2026, 18.30 hrs. (Sl. No. 1 to 3) & 14.12.2026, 18.30 hrs. (Sl. No. 4 & 5) respectively. Downloaded from: http://tenders.wb.gov.in Sd/- EE, PWD, COB. DIVN. ICA-T20236(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM NOTICE
Corrigendum Notice to e-N.I.T No - WBIW/EE/NDID/e-NIT-11 of 2026-27, Irrigation & Waterways Directorate/ Govt. of W.B. Executive Engineer, North Dinajpur Irrigation Division, Raiganj Uttar Dinajpur Invites Corrigendum Notice to e-N.I.T No - WBIW/EE/ NDID/ e-NIT-11 of 2026-27, Sl. No. 01, Vide Memo no – 937 dated. 20.11.2026 of the EE/NDID. Change of Document Download end date & bid submission end date in 02.12.2026 at 17.00 Hrs. instead of 20.11.2026 at 17.00 hrs. Technical bid opening date is 03.12.2026 at 14.00 hrs. instead of 23.11.2026 at 14.00 hrs. For details please visit website www.tenders.wb.gov.in. & www.iwd.wb.gov.in Sd/-Executive Engineer North Dinajpur Irrigation Division. ICA-T20193(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
NIeT NO-CMOH/CBR/2026-2027/FOOD SAFTY/44 (3RD Call)
E-Tender is hereby invited for various laboratory items for DH&FW Samiti, CoB for details please visit www.tenders.wb.gov.in, www.coochbehar.gov.in & www.wbhealth.gov.in Sd/- CMOH & Secretary, DH & FW Samiti, CoB. ICA-T20205(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
P.W.D. TENDER NOTICE
Tender Ref No : WBPWD/EE/CED/eNIT-63/2026-2027 (Tender ID: 2026_WBPWD_5089088_1)
EE, CED, P.W. Dte invite online e-tender for the following work : Name of Work : (1) Urgent Electrical Repair and Renovation of Meeting Hall of Uttar Lata Bari RH in the district of Alipurduar. Bid Submission Start Date : 01.12.2026 at 09:00 A.M. Bid submission Closing Date : 14.12.2026 at 12:00 P.M. Bid Opening Date : 16.12.2026 after 01:00 p.m. Details of NIT and tender documents may be downloaded from https://tenders.wb.gov.in Sd/- Simson Thakur, Executive Engineer, P.W.D. Cooch Behar Electrical Division. ICA-T20228(3)/2026

Notice
E-Tender is being invited from the bonafied Suppliers vide e-NIQ No.: 01/VB-G RAM G/Phd/2026-27(3rd call), Dated:- 19/11/2026, Memo No:- 425/1(15)VB-G RAM G/Phd/2026-27, Date:- 19/11/2026, Last date for Submission of Bids- 26/11/2026 up to 6.00 PM. Other details can be seen from the Notice Board of the undersigned in any working days.
Sd/-
Programme Officer
&
Block Development Officer
Phansidewa Development Block

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
Recruitment of Staff at R-SETI Alipurduar in Coochbehar Region.
Available vacancies in R-SETI are as under-

R SETI Name	Faculty	Office Assistant (OA)	Attender
Alipurduar	2	2	1

The last date for receipt of application will be 15.12.2026.
Sd/- (Vikram Vishwakarma), Chief Manager

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL
OFFICE OF THE REGISTRAR
Accredited by NAAC with Grade B++
ADMISSION TO POSTGRADUATE DIPLOMA COURSE IN TEA MANAGEMENT
Applications are invited from candidates having Bachelor's Degree in any discipline, obtained under 10+2+3 system for admission one year Postgraduate Diploma in Tea Management (PGDTM) Course.
For details visit University's Website : www.nbu.ac.in
Advt. No. 15/R-2026, Dated : 26.11.2026 Registrar (Addl. Charge)

Government of West Bengal
Office of the District Magistrate, Jalpaiguri
(Nezarath Section)
e-tender is invited by the District Magistrate, Jalpaiguri, online Item Wise / percentage rate / two bid system tender at https://tenders.wb.gov.in/ for the following work :
NIT No. 2575/NZT **Date : 25/11/2026**
Tender ID : **2026_DMJ_5089320_1 Date : 25/11/2026**
Name of Work : **SUPPLY OF FOOD INCLUDING TEA TIFFIN LUNCH DINNER FOR THE DISTRICT MAGISTRATE JALPAIGURI.**
Earnest Money - **Rs. 10,000/-**

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Executive Engineer, Survey Division-VI, P.W. (Raods) Dte., Malda Abridge Notice Invites online e-quotation for the Providing for 24 hrs (round the clock) security services by deploying 03 (Three) nos. Security personnel (without arms) (Unskilled) on purely temporary basis guarding to the office of the Executive Engineer, Survey Division–VI, P.W. (Roads) Dte. Malda, during the year 2026-27. Tender ID: 2026_WBPWD_5088598_1. eNIQ No. 01 of 2026-27 of the Survey Division-VI, P.W. (Raods) Dte, Malda. Bid Submission start date (online) : 25/11/2026 after 6:00 P.M. Bid Submission closing date (online) 11/12/2026 upto 12:30 P.M. Details of e-N.I.Q. and tender documents may be downloaded from: https://tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer, Survey Division-VI, P.W (Roads) Dte. Malda ICA-T20224(2)/2026

সংশোধনী
নিম্নলিখিত তথ্য অনুসারে নবেম্বর/২০২৬ মাসের জন্যে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে নির্মাণ ডিপো অধিক্ষেত্রের অধীনে ই-নিলামের মাধ্যমে স্ক্র্যাপ লট বিক্রির হেতু বিশেষ ই-নিলাম কার্যসূচী পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।

ক্রমিক সংখ্যা	মাস/বৎসর	নিলাম সূচী নং.	নিলাম প্রারম্ভের তারিখ/সময়
১	নবেম্বর/২০২৬	এনএফআরসিওএন০২	২৩-১১-২০২৬/১১.০০.০০
	কিছু কারিগরি কারণে ২৩-১১-২০২৬ তারিখে ১১.০০ ঘটিকায় শুরু হতে যাওয়া উপরোক্ত নিলাম সূচি নং এনএফআরসিওএন০২ এতদ্বারা পরিবর্তন করে আগামী ২৫-১১-২০২৬ তারিখে ১১.০০ ঘটিকা পর্যন্ত সূচি নং এনএফআরসিওএন০৪ করা হলো।		
২	নবেম্বর/২০২৬	এনএফআরসিওএন০৪	২৭-১১-২০২৬/১১.০০.০০

ইচ্ছুক ডাককর্তাগণকে ই-নিলামে পঞ্জীয়ন, প্রশিক্ষণ, অংশগ্রহণের জন্যে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এর মাধ্যমে ডাক আমন্ত্রণ করার জন্যে পরামর্শ দেওয়া হল।
উপ মুখ্য সামগ্রী প্রবন্ধক/সিওএন/মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ক্যাটারিং ইউনিটের জন্য ই-নিলাম
আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে নিম্নলিখিত স্টেশনে ২২টি ক্যাটারিং ইউনিটের জন্য ই-নিলাম। বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ। **নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ** C-AP-Catg-22-26; **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (প্রতিটি লট)ঃ** ০৭-১২-২০২৬ তারিখের ১১:৩০ ঘণ্টা, **নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ০৭-১২-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘণ্টা, **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল, ট্রিপ/দিনঃ ১৮২৬।

এসইকিউ নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	সিএটিজি-এপিডিজে-জেপিই-জিএমইউ-১৭৯-২৬-২ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	জলপাইগুড়ি রোড (জেপিই) রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম-২ তে অসংরক্ষিত শ্রেণির অধীনে জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)-তে টি স্টল-১২ (ক্যাটারিং সার্ভিসেস)-এর ব্যবস্থা।
এএ/২	সিএটিজি-এপিডিজে-এনসিবি-জিএমইউ-১৯৯-২৬-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	নিউ কোচবিহার রেলওয়ে স্টেশনের সার্কুলেটিং এলাকায় (পূর্বের পেনশনার অ্যাসোসিয়েশন বিল্ডিং-এর নিকট) জুস টি স্টল-১ এর ব্যবস্থা।
এএ/৩	সিএটিজি-এপিডিজে-এনসিবি-জিএমইউ-১৯৮-২৬-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	নিউ কোচবিহার রেলওয়ে স্টেশনের সার্কুলেটিং এলাকায় (পুরানো পিআরএস বিল্ডিং-এর নিকট) জুস বার/ফ্রেস ফুট-২ এর ব্যবস্থা।
এএ/৪	সিএটিজি-এপিডিজে-জেপিই-জিএমইউ-১৯০-২৬-২ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	জলপাইগুড়ি রোড (জেপিই) রেলওয়ে স্টেশনের সার্কুলেটিং এলাকায় অসংরক্ষিত শ্রেণির অধীনে জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)-তে টি স্টল-২ (ক্যাটারিং সার্ভিসেস)-এর ব্যবস্থা।
এএ/৫	সিএটিজি-এপিডিজে-জেপিই-জিএমইউ-১৯১-২৬-২ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	জলপাইগুড়ি রোড (জেপিই) রেলওয়ে স্টেশনের সার্কুলেটিং এলাকায় অসংরক্ষিত শ্রেণির অধীনে জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)-তে টি স্টল-১ (ক্যাটারিং সার্ভিসেস)-এর ব্যবস্থা।
এএ/৬	সিএটিজি-এপিডিজে-এনসিবি-জিএমইউ-১৯৬-২৬-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	নিউ কোচবিহার রেলওয়ে স্টেশনের সার্কুলেটিং এলাকায় (পুরানো পিআরএস বিল্ডিং-এর নিকট) টি স্টল-৩ এর ব্যবস্থা।
এএ/৭	সিএটিজি-এপিডিজে-জেপিই-জিএমইউ-১৮১-২৬-২ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	জলপাইগুড়ি রোড (জেপিই) রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম-২ তে অসংরক্ষিত শ্রেণির অধীনে জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)-তে টি স্টল-১০ (ক্যাটারিং সার্ভিসেস)-এর ব্যবস্থা।
এএ/৮	সিএটিজি-এপিডিজে-কেএএমজি-জিএমইউ-৬২-২২-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	কামাখ্যাগুড়ী রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম-২-৩ তে টি স্টল-৩।
এএ/৯	সিএটিজি-এপিডিজে-জিইউপি-জিএমইউ-৫৬-২২-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	গৌরিপুর রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম-১ এ টি স্টল-১।
এএ/১০	সিএটিজি-এপিডিজে-জেপিই-জিএমইউ-১৮০-২৬-২ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	জলপাইগুড়ি রোড (জেপিই) রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম-২ তে অসংরক্ষিত শ্রেণির অধীনে জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)-তে টি স্টল-১৩ (ক্যাটারিং সার্ভিসেস)-এর ব্যবস্থা।
এএ/১১	সিএটিজি-এপিডিজে-জেপিই-জিএমইউ-১৮৮-২৬-২ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	জলপাইগুড়ি রোড (জেপিই) রেলওয়ে স্টেশনের সার্কুলেটিং এলাকায় অসংরক্ষিত শ্রেণির অধীনে জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)-তে টি স্টল-৪ (ক্যাটারিং সার্ভিসেস)-এর ব্যবস্থা।
এএ/১২	সিএটিজি-এপিডিজে-জেপিই-জিএমইউ-১৮৯-২৬-২ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	জলপাইগুড়ি রোড (জেপিই) রেলওয়ে স্টেশনের সার্কুলেটিং এলাকায় অসংরক্ষিত শ্রেণির অধীনে জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)-তে টি স্টল-৩ (ক্যাটারিং সার্ভিসেস)-এর ব্যবস্থা।
এএ/১৩	সিএটিজি-এপিডিজে-জেপিই-জিএমইউ-১৮৭-২৬-২ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	জলপাইগুড়ি রোড (জেপিই) রেলওয়ে স্টেশনের সার্কুলেটিং এলাকায় অসংরক্ষিত শ্রেণির অধীনে জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)-তে টি স্টল-৫ (ক্যাটারিং সার্ভিসেস)-এর ব্যবস্থা।
এএ/১৪	সিএটিজি-এপিডিজে-জিকেজে-জিএমইউ-৫০-২২-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	গোলকগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম-১ এ টি স্টল-১।
এএ/১৫	সিএটিজি-এপিডিজে-জেপিই-জিএমইউ-১৮৩-২৬-২ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	জলপাইগুড়ি রোড (জেপিই) রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম-১ এ অসংরক্ষিত শ্রেণির অধীনে জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)-তে টি স্টল-৯ (ক্যাটারিং সার্ভিসেস)-এর ব্যবস্থা।
এএ/১৬	সিএটিজি-এপিডিজে-কেএএমজি-জিএমইউ-৬৩-২২-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	কামাখ্যাগুড়ী রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম-১ এ টি স্টল-২।
এএ/১৭	সিএটিজি-এপিডিজে-এনসিবি-জিএমইউ-১৯৭-২৬-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	নিউ কোচবিহার রেলওয়ে স্টেশনের সার্কুলেটিং এলাকায় (পুরানো পিআরএস বিল্ডিং-এর নিকট) টি স্টল-৪ এর ব্যবস্থা।
এএ/১৮	সিএটিজি-এপিডিজে-জেপিই-জিএমইউ-১৮৪-২৬-২ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	জলপাইগুড়ি রোড (জেপিই) রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম-১ এ অসংরক্ষিত শ্রেণির অধীনে জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)-তে টি স্টল-৮ (ক্যাটারিং সার্ভিসেস)-এর ব্যবস্থা।
এএ/১৯	সিএটিজি-এপিডিজে-এনসিবি-জিএমইউ-১৯৫-২৬-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	নিউ কোচবিহার রেলওয়ে স্টেশনের সার্কুলেটিং এলাকায় (পুরানো পিআরএস বিল্ডিং-এর নিকট) টি স্টল-২ এর ব্যবস্থা।
এবি/১	সিএটিজি-এপিডিজে-এইচএসএ-এসএমইউ-১৫-২২-১ (ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ))	হাসিমারা রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম-১ এ টি স্টল-১।
এসি/১	সিএটিজি-এপিডিজে-এপিডিজে-এমএস-১৯৩-২৬-১ (মিল্ক স্টল)	প্ল্যাটফর্ম ১ এ মিল্ক স্টলের ক্যাটারিং সেবার ব্যবস্থার জন্য ই-নিলাম (উল্লিখিত স্কেচ প্লান)।
এসি/২	সিএটিজি-এপিডিজে-এনএমজেড-এমএস-১৯২-২৬-১ (মিল্ক স্টল)	প্ল্যাটফর্ম ১ এ মিল্ক স্টলের ক্যাটারিং সেবার ব্যবস্থার জন্য ই-নিলাম (উল্লিখিত স্কেচ প্লান)।

উপরের ই-নিলামটি ইতিমধ্যে ই-নিলাম ক্যাটারিং মডিউলের অধীনে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।
ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

কর্মখালি

শিলিগুড়িতে কাপড়ের দোকানে সেলসের কাজের জন্য কাজ জানা স্থানীয় পুরুষ/মহিলা কর্মী চাই। (M) 98320-63621. (P/A)

•

শিলিগুড়িতে প্রাইভেট গাড়ি চালানোর জন্য অভিজ্ঞ ড্রাইভার চাই। যোগাযোগ- 7699002805. (C/124523)

অ্যাফিডেভিট

আমি Mostaque Ahmed, পিতা- Jamir Ahamed, গ্রাম-জালালপুর, পোস্ট :- এইচ জালালপুর, থানা- চাঁচল, জেলা-মালদা। আমার বার্থ রেজিস্টারে (চাঁদমণি-২ পঞ্চায়েত) আমার নাম ভুলবশত Mostak Ahamed উল্লেখ রয়েছে। গত ২০/১১/২৬ তারিখে চাঁচল JM, 2nd কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Mostaque Ahamed ও Mostak Ahamed একই ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। (C/124737)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২২৫০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৩১৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১৭০০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৪৪৩০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৪৪৪০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

আজ টিভিতে


নল দময়ন্তী সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৭.৩০ রক্তরহস্য, ১০.০০ রাম লক্ষ্মণ, দুপুর ১.১৫ ককপিট, বিকেল ৪.১৫ আশ্রিতা, রাত ৯.৩০ জোর
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ নবাব, দুপুর ১.৩০ সেদিন দেখা হয়েছিল, বিকেল ৪.৩০ গুগলি, সন্ধে ৭.৩০ বন্ধু, রাত ১১.৩০ ওগো বিদেশিনী
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ বাজি, বেলা ১১.৩০ আক্রোশ, দুপুর ২.৩০ চুড়িওয়ালা, বিকেল ৫.০০ অভিমান, রাত ৮.০০ অভিমন্যু, ১০.৩০ তোর নাম
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ হার মানা হার
কালার্স বাংলা : দুপুর ১২.৩০ দাদু নম্বর ওয়ান
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ প্রেম সংঘাত
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৫৯ কিসি কা ভাই কিসি কি জান, দুপুর ২.১৪ বাগি-ফোর, বিকেল ৪.৫০ আধি শব্দম, সন্ধে ৭.২৯ সিম্বা, রাত ১১.৩৯ রাবণাসুরা
স্টার গোল্ড : দুপুর ১.৩০ মিরাই, সন্ধে ৭.৫০ ব্লাস্ট জোন, রাত ১০.৪১ এক থা টাইগার
স্টার গোল্ড রোমান্স : সকাল ১০.৩২ বেতাব, দুপুর

বনদপ্তরের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ রাজাভাতখাওয়া

আন্দোলনকারীদের নামে মামলা

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২৫ নভেম্বর : রাজাভাতখাওয়ায় ফের ক্ষোভের আঁচ। একদিকে প্রশাসনের তরফে আর কোনও বৈঠকের ডাক না পাওয়া নিয়ে চর্চা চলছে। অন্যদিকে, আন্দোলনকারীদের কয়েকজনের নামে মামলা হওয়া নিয়েও ছড়াল বিতর্ক। বর্তমানে আন্দোলনকারীদের দাবি, মামলা হওয়া নিয়ে এতদিন তাঁদের কিছু জানা ছিল না। তবে পুলিশের থেকে জানানো হচ্ছে, সমস্যা হওয়াতেই মামলা করা হয়েছিল। এমন পরিস্থিতিতে আন্দোলনের রূপরেখা ভবিষ্যতে কোনদিকে যাবে, তা নিশ্চিত করতে বৃহস্পতিবার ফের বৈঠকে বসতে চলেছেন আন্দোলনকারীরা।

গত ১ নভেম্বর আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসনিক ভবন ডুয়ার্সকন্যায় বনমন্ত্রী ও আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকের পর স্থগিত হয়েছিল রাজাভাতখাওয়ার আন্দোলন। তার আগে বিভিন্ন দাবি আদায়ে বন দপ্তরের বিরুদ্ধে রাজাভাতখাওয়া চেকপোস্টের পাশে আন্দোলন করছিলেন বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের বিভিন্ন গ্রামের বাসিন্দারা। টানা ২৭ দিনের আন্দোলনের পর ওইদিনের আলোচনায় কিছু দাবি



গত ১০ অক্টোবর এভাবে রাস্তা অবরোধ করে আন্দোলন হয়েছিল।

মেনে নেওয়া হয়। বাকি কিছু দাবি নিয়ে আলোচনা করা হবে বলে জানানো হয়েছিল। এদিন এ প্রসঙ্গে আন্দোলনকারীদের অন্যতম লাল সিং ভুজেল বলেন, 'আন্দোলনের জন্য দুটি মামলা করা হয়েছে বলে আমরা জানতে পেরেছি। একটিতে ১২ জনের নাম রয়েছে, আরেকটিতে রয়েছে সাতজনের নাম। ন্যায্য দাবি নিয়ে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করতে গিয়ে যদি মামলা হয়, তাহলে তার থেকে দুঃখের আর কিছু নেই। আমরা জানতামই না যে মামলা হয়েছে। পুলিশও জানায়নি। সম্প্রতি বিষয়টি জানতে পেরেছি।'

আন্দোলনকারীরা জানাচ্ছেন, এই বিষয়টি নিয়ে তাঁরা স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করবেন, এমনকি আইনজীবীদের সঙ্গেও পরামর্শ করা হবে। কালচিনি থানায় আন্দোলনকারীদের নামে মামলা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এ বিষয়ে জেলা পুলিশ সূত্রে খবর, গত ১০ অক্টোবর পুলিশের তরফে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে মামলা করা হয়েছে। ওইদিন রাজাভাতখাওয়ায় বড় আন্দোলন হয়েছিল, এমনকি রাস্তাও অবরোধ করা হয়। সেই নিয়েই মামলা হয়েছে। অবৈধভাবে জমায়েত, সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। জেলা পুলিশের এক আধিকারিক শুধু বলেছেন, 'তদন্ত চলছে। আমার কিছু বলার নেই।' অন্যদিকে বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের এক আধিকারিক বলেন, 'আইনশৃঙ্খলা দেখার দায়িত্ব পুলিশের। তাঁরা কী মামলা করেছেন, জানি না।'

> **একটি মামলায় ১২ জনের নাম রয়েছে, আরেকটিতে রয়েছে সাতজনের নাম। ন্যায্য দাবি নিয়ে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করতে গিয়ে যদি মামলা হয়, তাহলে তার থেকে দুঃখের আর কিছু নেই।**
>
> লাল সিং ভুজেল
> *আন্দোলনকারী*

রাজাভাতখাওয়া চেকপোস্ট থেকে টিকিট তুলে নেওয়া, চেকপোস্টে গ্রামবাসীদের হয়রানি বন্ধ, জয়ন্তী থেকে সাফারি চালু, পর্যটকদের জয়ন্তীতে রাত্রিবাস সংক্রান্ত দাবি নিয়ে গত ৬ অক্টোবর থেকে রাজাভাতখাওয়ায় আন্দোলন শুরু হয়। ১০ অক্টোবর তা বড় রূপ নেয়। বক্সার বিভিন্ন গ্রামের বাসিন্দারা একত্রিত হয়ে জয়ন্তীর রাস্তা অবরোধ করেন। চলে বিক্ষোভ। সে সময় বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছেছিল। দফায় দফায় আলোচনার পর সন্ধ্যায় আন্দোলনকারীদের সঙ্গে বন দপ্তর ও জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা বৈঠক করার পর অবরোধ ওঠে। সেই দিনের ঘটনা নিয়েই মামলা হয়েছে। এদিকে গত ২৩ নভেম্বর আন্দোলনকারীদের সঙ্গে প্রশাসনের ফের একটি বৈঠক করার কথা ছিল, তা এখনও হয়নি। আন্দোলনকারীদের মধ্যে অয়ন নাইডু জানান, সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য যে কমিটি তৈরির কথা ছিল, তার জন্য প্রতিনিধিদের নাম দেওয়া হয়েছে। কমিটি এখনও গঠন হয়নি। তাঁর কথায়, 'বৈঠক কবে হবে, এখন আমরা তারই অপেক্ষায়।' অন্যদিকে জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। দ্রুত সবটা জানিয়ে দেওয়া হবে।

খেলার মাঠেও এবার সংস্কৃতির ছোঁয়া

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২৫ নভেম্বর : প্রাথমিকের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মঞ্চেও এবার ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে প্রাধান্য দেওয়ার উদ্যোগ। বেলুন দিয়ে গেট সাজানো কিংবা পড়ুয়াদের জন্য সেলফি জোন তৈরির বদলে মাঠ সাজানো হবে মঙ্গলঘট, কলা গাছ, ভারতমাতা, দেবী সরস্বতী এবং মনীষীদের ছবি দিয়ে। প্রাথমিকের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজনেও সংস্কৃতির এই পরিবর্তন ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্কের ইঙ্গিত মিলেছে।

সম্প্রতি একটি বিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উচ্চশিক্ষামন্ত্রীর

বাদ বেলুন, সেলফি জোন

'গাউন নয়, খাদা পরতে হবে' মন্তব্যের পর এবার ক্রীড়ার মাঠেও ভারতীয় সংস্কৃতির উপর জোর দেওয়ার বিষয়টি সামনে এল। অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘের উদ্যোগে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কথা জানানো হয়েছে।

সংগঠনের জেলা যুগ্ম সম্পাদক সুমন্ত সিংহ বলেন, 'এবার বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ভারতীয় সংস্কৃতির ছোঁয়া থাকবে। মূল গেটে কলা গাছ, মঙ্গলঘট থাকবে। মাঠে মনীষীদের ছবি, ভারতমাতার ছবি রাখা হবে। নতুন আঙ্গিকে সাজিয়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে।'

অন্যদিকে, নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জেলা সম্পাদক প্রসেনজিৎ রায়ের বক্তব্য, 'ভারতমাতার ছবিতে মাল্যদান ও বন্দে মাতরম সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সূচনা হতেই পারে। তবে শিশুদের প্রাধান্য দিতে হবে।'

২৬ থেকে ৩০ নভেম্বর অঞ্চল স্তরের প্রতিযোগিতা হবে। ২-৪ ডিসেম্বর এবং ১৪-১৬ ডিসেম্বর সার্কেল স্তরের খেলা। এরপর জেলা স্তরের প্রতিযোগিতা হবে কামাখ্যাগুড়ি হাইস্কুলে। রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতার সম্ভাব্য কেন্দ্র ফালাকাটা।



জেলায় বাড়ছে ভোটকেন্দ্র

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২৫ নভেম্বর : আলিপুরদুয়ার জেলায় বাড়তে চলেছে ভোটকেন্দ্র। জেলায় এতদিন ছিল ১ হাজার ৩৫০টি ভোটকেন্দ্র। এবার সেটা বেড়ে হচ্ছে ১ হাজার ৪৫৬টি। ইতিমধ্যে জেলা প্রশাসনের তরফে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে ওই প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। এবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হওয়া বাকি। স্পেশাল সামারি রিভিশনের (এসএসআর) জন্য ভোটকেন্দ্র বাড়ানো হচ্ছে। ইতিমধ্যে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করে এই বিষয়টি জানিয়ে দিয়েছে জেলা প্রশাসন।

বুধবার এই বিষয়ে আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিক বলেন, 'স্পেশাল সামারি রিভিশনের কাজ অনেকদিন আগেই শুরু হয়েছিল। সেই কাজ অনেকটা এগিয়েছে। যে ভোটকেন্দ্রগুলিতে ১২০০ জনের বেশি ভোটার, সেই ভোটকেন্দ্রগুলি ভাগ করা হয়েছে।'

প্রত্যেক বছরের শুরুতে জানুয়ারি মাসে একটি সংশোধিত ভোটার তালিকা প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশন। তবে সাম্প্রতিক কালে এসআইআর ও ভোটার লিস্টের রদবদলের প্রেক্ষিতে এই বছরের এসএসআরের একটি আলাদা তাৎপর্য তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে ভোটার তালিকা সংক্রান্ত 'অ্যাডজুডিকেশন', 'ডিলিটেশন' এবং 'ট্রাইবিউনাল'-এর বিষয়গুলি কীভাবে কার্যকর হবে, তা নিয়ে রয়েছে একাধিক প্রশ্ন।

কুমারগ্রাম বিধানসভায় ৩০২টি ভোটকেন্দ্র ছিল। সেখানে ১৯টি বেড়ে ৩২১টি ভোটকেন্দ্র হচ্ছে। কালচিনিতে ১৪টি কেন্দ্র বেড়ে ২৮৯টি, আলিপুরদুয়ারে ২৫টি ভোটকেন্দ্র বেড়ে হচ্ছে ৩০৩টি। জেলার মধ্যে ফালাকাটায় সবচেয়ে বেশি ভোটকেন্দ্র বেড়েছে, ৩০টি। এখন ফালাকাটায় ভোটকেন্দ্র হয়েছে ২৯৯টি। আর মাদারিহাটে ১৮টি বেড়ে হয়েছে ২৪৪টি।

জেলা বিজেপির সহ সভাপতি



রাজু ঘোষের কথায়, 'ভোটকেন্দ্র বাড়ায় সাধারণ মানুষের সুবিধা হবে।' তবে ভোটকেন্দ্র বাড়ায় জেলা প্রশাসনের চাপ আরও বাড়বে বলেও মনে করা হচ্ছে। বিশেষ করে নির্বাচনের সময়। চলতি বছর বিধানসভা নির্বাচনেই দেখা গিয়েছে ভোটকর্মীর অভাবে ডিসিআরসিতে সমস্যা হয়েছে। এবার ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ায় সমস্যা আরও বাড়তে পারে।

এই নিয়ে সিপিএমের জেলা কমিটির সদস্য শ্যামল রায়ের বক্তব্য, 'মূলত স্থায়ী সরকারি কর্মী না থাকার জন্যই ওই সমস্যা হয়। সেটা মিটে গেলে সমস্যা হবে না।'

হাতির তাণ্ডবে নাজেহাল বনকর্মীরা



বাবার পিঠে হাতি দেখার চেষ্টা। বীরপাড়া চা বাগানের জটেশ্বর ডিভিশনে।

তরুণের থ্যাঁতলানো দেহ ঝোপে

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ২৫ নভেম্বর : মঙ্গলবার রাতে ফালাকাটা ব্লকের চ্যাংমারিটারিতে হাতি তাড়াতে গেলে একটি দাঁতাল হাতি বনকর্মীদের তাড়া করে। পালাতে গিয়ে জখম হন ৪ জন বনকর্মী। এরপর হাতিগুলি বীরপাড়ার ডিমডিমা চা বাগানে ঢোকে। দিনের আলো ফোটায় বুধবার সেগুলি ডিমডিমা এবং দলগাঁও চা বাগানের দলমণি ডিভিশনের ঝোপে দাঁড়িয়ে থাকে। এদিকে সকাল থেকে নসিব ওরাওঁ নামে বছর ১৮-র এক তরুণ নিখোঁজ ছিলেন। সন্ধ্যায় বীরপাড়া থানার পুলিশ এবং বনকর্মীরা ঝোপ থেকে তাঁর থ্যাঁতলানো দেহটি উদ্ধার করেন। ঘটনায় আতঙ্ক এবং ক্ষোভ ছড়িয়েছে এলাকায়।

ফালাকাটার দলগাঁও চা বাগান, চ্যাংমারিটারি, বীরপাড়া চা বাগানের জটেশ্বর ডিভিশন, ডিমডিমা, জয়বীরপাড়া, ঢেকলাপাড়া ও দলমোড় চা বাগানে লাগাতার হানা দিচ্ছে হাতির দল। হাতির আক্রমণে ১০ অক্টোবর বীরপাড়া চা বাগানে লক্ষ্মীনারায়ণ ভগত, ১২ অক্টোবর দলমোড় চা বাগানে কালু ভগত, ৮ নভেম্বর ঢেকলাপাড়ার শ্রমিক অজিত ওরাওঁয়ের মৃত্যু হয়েছে। গুরুতর আহত হয়েছেন জয়বীরপাড়ার রবার্ট ওরাওঁ। এবার প্রাণ গেল নসিবের।

মঙ্গলবার রাতে ১৫টি হাতির একটি দল চ্যাংমারিটারিতে ধানখেতে হানা দিলে তাড়াতে যান বীরপাড়া স্কোয়াড রেঞ্জের কর্মীরা। ওই দলে ছিল একটি কমবয়সি দাঁতাল। দাঁতালটির তাড়া খেয়ে পালাতে গিয়ে আহত হন ফরেস্ট গার্ড অসীম রায়, বনশ্রমিক দীপক রাই, ফরেস্ট ভলান্টিয়ার দেবকুমার ছেত্রী এবং বিকাশ রায়। বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর চারজনকেই ছেড়ে দেওয়া হয়।

এদিকে সকাল থেকেই দলমণি ডিভিশন এবং ডিমডিমা চা বাগানে হাতিগুলির ওপর নজর রাখেন বনকর্মীরা। ছিলেন দলগাঁওয়ের বিট অফিসার প্রীতম রায় এবং স্কোয়াড রেঞ্জের বিট অফিসার সহদেব ওরাওঁ। হাতি দেখতে অনেকেই ঝোপঝাড়ে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিলেন। বীরপাড়া চা বাগানের জটেশ্বর ডিভিশনের বাসিন্দারাও হাতি দেখতে যান। বনকর্মীরা স্থানীয়দের বারবার হাতির সঙ্গে দূরত্ব রাখার অনুরোধ করেন।

ওই সময় নসিবের এক বন্ধু বনকর্মীদের জানান, হাতি তাঁকে এবং নসিবকে তাড়া করেছে। কিন্তু নসিবকে পাওয়া যাচ্ছে না। এরপর থেকেই নসিবের খোঁজ চলছিল। পরে ঝোপ থেকেই তাঁর থ্যাঁতলানো দেহ উদ্ধার হয়। দুই চা বাগানের সীমানায় ঝোপঝাড়ের মাঝবরাবর রাস্তা রয়েছে। ওই তরুণ হাতি দেখতে গিয়েছিলেন, নাকি রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় হাতির আক্রমণের মুখে পড়েন, তা নিয়ে নিশ্চিত নন বনকর্মীরা।

মশাল হাতে গ্রাম পাহারা

সমীর দাস

কালচিনি, ২৫ নভেম্বর : সন্ধ্যার পর মাঠের বুক চিরে আগুনের গোলা নিয়ে ছুটছে একদল লোক। দূর থেকে দেখলে মনে হতে পারে, ফাঁকা মাঠে আগুনের গোলার ছোটাছুটির দৃশ্য যেন ভৌতিক। কিন্তু সেই আগুনের গোলা আসলে মশাল। হাতির হানা থেকে গ্রাম, ফসল ও ঘরবাড়ি বাঁচাতে মশাল হাতে রাতপাহারায় নেমেছেন কালচিনি ব্লকের সাতালি নাকাডালা গ্রামের বাসিন্দাদের একাংশ। সোমবার রাত থেকে শুরু হয়েছে এই পাহারা। ২০-২৫ জনের দল পালা করে রাতপাহারা দিচ্ছে। এক দলের মশালের আগুন নিভে গেলে অন্য দল এসে পাহারার দায়িত্ব নিচ্ছে।

গ্রামবাসীদের ক্ষোভ, প্রায় এক মাস ধরে হাতির লাগাতার হানায় এলাকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে। ধানের জমি নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি সুপারি বাগান, বাড়িঘরও ভাঙছে হাতি। কখনও জলদাপাড়া বন্যপ্রাণ বিভাগের মেন্দাবাড়ির জঙ্গল, আবার কখনও বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের গুদামডাবরি জঙ্গল থেকে ৪-৫টি হাতির দল বেরিয়ে লোকালয়ে ঢুকে তাণ্ডব চালাচ্ছে। হাতির হানায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে এলাকার প্রায় দেড়শো পরিবার। মশালের পাশাপাশি গ্রামবাসীরা পটকাও ফাটাচ্ছেন। অনেকে আবার হাতির মুখোমুখি হচ্ছেন।

গ্রামবাসী অনিল টোপ্পোর কথায়, 'চার বিঘা জমির ধান হাতি নষ্ট করে দিয়েছে। এক বছর আগে হাতি দোকানও ভেঙে দেয়। সেই ক্ষতিপূরণ আজও পাইনি। সুপারি বাগানের পঞ্চাশটিরও বেশি গাছ ভেঙেছে।' গ্রামবাসীর একাংশের অভিযোগ, কয়েকদিন আগে বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের বনকর্মীরা পরিদর্শনে এলেও এই গ্রাম তাঁদের আওতায় পড়ে না বলে হাতি তাড়াতে উদ্যোগী হননি। যদিও জলদাপাড়া বন্যপ্রাণ বিভাগের মেন্দাবাড়ি বিটের তরফে ক্ষতিপূরণের ফর্ম বিলি করা হয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, এলাকাটি হাতির করিডর। সেজন্য হাতি ঢুকে পড়ছে গ্রামে। জলদাপাড়া বন্যপ্রাণ বিভাগের মেন্দাবাড়ি বিটের সূত্রে খবর, গ্রামবাসীদের মধ্যে ক্ষতিপূরণের ফর্ম বিলি করা হয়েছে। সরকারি নিয়মে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।



কুঞ্জনগরের শাকখেতে হাতির পায়ের ছাপ। বুধবার।

লুকোচুরির পর তাড়া খেয়ে জঙ্গলে

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ২৫ নভেম্বর : লোকালয়ে ঢুকে বনকর্মীদের সঙ্গে 'লুকোচুরি' দুই হাতির। মঙ্গলবার মাঝরাতে জলদাপাড়া বনাঞ্চল থেকে বেরিয়ে আসে হাতি দুটি। ফালাকাটা ব্লকে ময়রাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতে কুঞ্জনগর গ্রামে ঢুকে পড়লে বনকর্মীরা ওই দুই হাতির পিছু নেন। তাঁদের নজর এড়াতে মাঝেমধ্যে গ্রামের ঝোপঝাড়ে লুকিয়ে পড়তে শুরু করে হস্তীযুগল। কর্মীদের 'বোকা বানিয়ে' গ্রামে কিছু ক্ষয়ক্ষতিও করে। দুই প্রাণীর দুষ্টুমি ঠেকাতে গ্রামবাসী বাজিপটকা ফাটাতে শুরু করেন। বাজির শব্দে ও বনকর্মীদের তাড়া খেয়ে শেষপর্যন্ত হাতি দুটি জঙ্গলে ফেরে।

বন দপ্তরের জলদাপাড়ার এক আধিকারিকের কথায়, 'বনকর্মীরা হাতির পিছনে ছিলেন বলে বড় ক্ষয়ক্ষতি কিছু হয়নি। ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণের জন্য আবেদন করার ফর্ম দেওয়া হয়েছে।' মঙ্গলবার রাতে হাতি দুটি প্রথমে গ্রামের বাসিন্দা পঞ্চু ওরাওঁয়ের বাড়িতে একটি ঘরের বেড়া ভেঙে দেয়। পরে আরেক বাসিন্দা শশাঙ্ক বর্মনের বাড়ির পাশে ঝোপের আড়ালে অনেকক্ষণ ছিল। শশাঙ্ক বলেন, 'হাতি দুটি আমার রসুন ও শাকখেত মাড়িয়ে নষ্ট করেছে।'

শশাঙ্কের বাড়ির পাশের ঝোপ থেকে বেরিয়ে হাতি দুটি আরেকটি ঝোপে গা-ঢাকা দেয়। কিছুক্ষণ পর স্থানীয় বাসিন্দা সীতেশ্বর বর্মনের বাড়িতে গিয়ে ধানের গাদা বেশ কিছু সাবাড় করে। পরে বনকর্মীদের তাড়া খেয়ে ধীরেন বর্মন নামে একজনের জমিতে গিয়ে কেটে রাখা কিছু ধান সাবাড় করে।



- মঙ্গলবার মাঝরাতে জলদাপাড়া বনাঞ্চল থেকে বেরিয়ে আসে হাতি দুটি
- ফালাকাটা ব্লকে ময়রাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতে কুঞ্জনগর গ্রামে ঢুকে পড়লে বনকর্মীরা ওই দুই হাতির পিছু নেন
- তাঁদের নজর এড়াতে মাঝেমধ্যে গ্রামের ঝোপঝাড়ে লুকিয়ে পড়তে শুরু করে হস্তীযুগল

বিক্ষোভ ডিমডিমায়



বকেয়ার দাবিতে ক্ষোভ।

বীরপাড়া, ২৫ নভেম্বর : বকেয়া মজুরি ও বেতন নিয়ে উত্তাপ বাড়ছে বীরপাড়া থানার ডিমডিমা চা বাগানে। সোমবার থেকে প্রতিদিন সকালে গেট মিটিং করছেন শ্রমিক, কর্মচারীরা। বুধবার তাঁরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। অভিযোগ, শ্রমিকদের পাঁচ পাক্ষিকের মজুরি এবং স্টাফ, সাব-স্টাফদের তিন মাসের বেতন বকেয়া রয়েছে। কিছুদিন আগে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে তিন শ্রমিককে সাসপেন্ড করা হয়। এনিয়েও বিক্ষোভ দেখান শ্রমিকরা। পরে মহিলা শ্রমিকরা বকেয়া মজুরি আদায়ের দাবি নিয়ে ম্যানেজার জন্মেজয় সিংয়ের সঙ্গে আলোচনা করেন।

ম্যানেজার তাঁদের শনিবার পর্যন্ত ধৈর্য ধরার অনুরোধ করেছেন বলে জানা গিয়েছে। সাব-স্টাফ তথা পশ্চিমবঙ্গ চা মজুর সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি বীরেন্দ্র সিং বলেছেন, 'বাগান কর্তৃপক্ষকে নিয়ে আমরা বীতশ্রদ্ধ। বকেয়ার দাবিতে শীঘ্রই সাংসদ মনোজ টিগ্গার দ্বারস্থ হব।'

২৫ মাইলে বেহাল শৌচাগার

আলিপুরদুয়ার, ২৫ নভেম্বর : পর্যটকদের কাছে অন্যতম আকর্ষণ বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্প। তবে সেই পর্যটনকেন্দ্রে এসেই নানা অব্যবস্থার জেরে বিরূপ অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে বহু পর্যটককে। বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের জঙ্গলের ভিতরে ২৫ মাইল ওয়াচটাওয়ারের শৌচাগারটি বর্তমানে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

আর তাতেই পর্যটকদের মধ্যে খারাপ প্রভাব পড়ছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি দেশ-বিদেশের পর্যটকরা এসে ন্যূনতম শৌচাগার পরিষেবাও পাচ্ছেন না। এ নিয়ে পর্যটকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ছড়াচ্ছে।

বিষয়টি নিয়ে রীতিমতো প্রশ্নের মুখে পড়তে হচ্ছে সাফারি গাড়ির চালক ও গাইডদের। তাঁদের দাবি, বেহাল শৌচাগারের জেরে অনেক পর্যটকই তাঁদের কথা শোনাচ্ছেন। বক্সার জঙ্গলে ওই ওয়াচটাওয়ারটি পর্যটকদের অন্যতম প্রিয় জায়গা। রাজাভাতখাওয়া কোর এলাকায় জঙ্গল সাফারি করার সময় পর্যটকদের সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়।

ওয়াচটাওয়ারের পাশেই বন্যপ্রাণীদের অবাধ বিচরণ থাকায় প্রায় সব পর্যটকই সেখানে আধ ঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টা সময় কাটান। অথচ সেখানে পর্যটকদের জন্য থাকা শৌচাগারটির দরজা ভাঙা। সাফারির জন্য মাথাপিছু ১৫০ টাকা করে নেওয়া হলেও পরিষেবার এই বেহাল দশা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

এদিন বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের এক আধিকারিক বলেন, 'ওই দরজা নিয়ে অনেকদিন থেকেই সমস্যা রয়েছে। ২ অক্টোবর বাঘ ছাড়ার অনুষ্ঠানের সময় সেটি সংস্কার করা হয়েছিল। আবার করা হবে।'



পুজোর আয়োজনে ব্র্যান্ড বোল্লার জয়জয়কার

মালদা ব্যুরো

২৫ নভেম্বর : দক্ষিণ দিনাজপুরের বর্ধিষ্ণু গ্রাম বোল্লা। কয়েকশো বছর আগে এই গ্রামের মাটিতে শুরু হয়েছিল রক্ষাকালীর আরাধনা। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, প্রায় ৪০০ বছরের পুরোনো সেই পুজোই আজ পরিচিত বোল্লাকালী নামে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বোল্লাকালী আর নিছক একটি গ্রামের নামের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে থাকেনি। হয়ে উঠেছে একটা ব্র্যান্ড। সেই ব্র্যান্ডের টানেই আগামী শুক্রবার পতিরাম থেকে কুশমণ্ডি হয়ে গঙ্গারামপুর- দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার নানা প্রান্তে বোল্লাকালীর পুজোর আয়োজন করা হবে। কোথাও বারোয়ারি পুজো, কোথাও তা পারিবারিক আয়োজন। সবক্ষেত্রেই কিন্তু নামের সঙ্গে জুড়ে রয়েছে সেই এক পরিচয়— বোল্লাকালী।

মূল বোল্লার পুজোর ঐতিহ্য ও জনপ্রিয়তা থেকেই জেলার বিভিন্ন এলাকায় এই পুজোর বিস্তার। বালুরঘাটের মূল পুজোকে ঘিরে রাসপূর্ণিমার পরের শুক্রবার থেকে যে উৎসব শুরু হয়, তার টান ছড়িয়ে পড়েছে বহু দূর। তিনদিনের পুজো ও মেলা দেখতে ভিড় করেন দূরদূরান্তের মানুষ। সেই উৎসবের আবহ নিজেদের এলাকায় পাওয়ার তাগিদেই বিভিন্ন জায়গায় শুরু হয়েছে বোল্লাকালীর আরাধনা। কুশমণ্ডির পানিশালার থেকে বোল্লার দূরত্ব প্রায় ৬০ কিলোমিটার। সেখানেও কিন্তু হয় বোল্লাকালীর পুজো। এবার ৭২ বছরে পড়ছে সেই পুজো। উদ্যোক্তা বিপ্লব দাসের কথায়, 'বাংলাদেশ থেকে কৈলু মোহাম্মদ নামে এক ব্যক্তি কোলে করে মা বোল্লার বিগ্রহ নিয়ে এসেছিলেন।' পেশায় গানের দলের ম্যানেজার কৈলু স্বজাতির ক্ষোভের আশঙ্কায় পোড়াবাগডোল গ্রামের যোগেন্দ্রনাথ দাসের হাতে বিগ্রহটি তুলে দেন। পরে খন্তাপাড়ার পান্না রায় কয়েক বছর পুজো করেন। শেষপর্যন্ত ১৩৬২ বঙ্গাব্দে পাকাপাকিভাবে পানিশালায় প্রতিষ্ঠিত হয় বোল্লাকালী। কুশমণ্ডির বাবুরহাট বাজারের পুজোর বয়সও ৫০ পেরিয়েছে। পুজোর পরদিন বসে একদিনের বুড়ি মেলা। রাতভর চলে লোকনাট্যের আসর। এখানকার বিশেষত্ব, বিসর্জন হয় না প্রতিমার। সারাবছর মন্দিরেই থাকেন দেবী।



বোল্লাকালী পুজোর প্রস্তুতি। বালুরঘাটে। ছবি : মাজিদুর সরদার।

কাটাবাড়িতে আবার ১৪ হাতের প্রতিমা। ৩৪ বছর আগে ডাকাত ধরাকে কেন্দ্র করে পাশের গঙ্গারঘাট এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে বিবাদের পর এই পুজোর সূচনা। গৌড়বঙ্গের তিন জেলার বহু মিষ্টি বিক্রেতা আসেন সেখানে। বংশীহারীর বাগদুয়ারে ৬৮ বছর আগে স্বপ্নাদেশ পেয়ে ঝোপঝাড় পরিষ্কার করে বোল্লাকালীর পুজো শুরু করেছিলেন চন্দন মহন্তের পূর্বপুরুষরা। জোড়দিঘি ও স্টেশন রোডের পুজোও মূল বোল্লার ঐতিহ্য থেকে অনুপ্রাণিত। তপনের ভিকাহারে ৫০ বছর ধরে পুজো হচ্ছে। তপন ঠাকুরবাড়িতেও রয়েছে সেই প্রভাব। গঙ্গারামপুরের বাণগড়ের পুজো এবার ৪৫ বছরে পা দিল। কুমারগঞ্জের দত্তমাটির পুজোয় আবার একসঙ্গে আরাধনা হয় মনসা, আইরি কালী ও ১৮ হাতের ভৈরবী কালীর। পাঁচ হাত উচ্চতার বোল্লাকালী প্রতিমা তৈরি হচ্ছে সেখানে। পুজো উপলক্ষ্যে টানা আটদিন চলে মনসার গান। বিশ্বনাথপুরের আদিবাসীপাড়ায় রামসরেশ পাহানের স্বপ্নাদেশে ৩৩ বছর আগে শুরু হয়েছিল এই বোল্লাকালীর পুজো। প্রায় প্রতিটি বারোয়ারি পুজোতেই এবার বলির আয়োজন রয়েছে বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা।

প্রতিবেশী জেলা উত্তর দিনাজপুরের বড়ুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মালঞ্চা ছাতিয়ান গ্রামেও গত আট বছর ধরে চলছে বোল্লা রক্ষাকালীপুজো। শুধু হিন্দুরা নয়, মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের বাসিন্দারাও এই পুজোয় অংশ নেওয়ায় সম্প্রীতির আবহ তৈরি হয় গ্রামে। পুজোকে কেন্দ্র করে তিনদিনব্যাপী মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। পাশাপাশি থাকছে পুতুলনাচের আসরও। জানিয়েছেন ছাতিয়ান মালঞ্চা বোল্লা কালীপুজো কমিটির সম্পাদক কল্যাণকুমার দাস।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

COMMISSION ON INSTITUTIONAL CORRUPTION IN WEST BENGAL

PUBLIC NOTICE

The Government of West Bengal has constituted the **Commission on Institutional Corruption in West Bengal** under the Commissions of Inquiry Act, 1952, under the Chairmanship of **Hon'ble Justice Biswajit Basu**, Retired Judge of the High Court at Calcutta.

The Commission will inquire into allegations of institutional corruption, financial irregularities, bribery, extortion, misuse of public funds and abuse of authority in various government departments and schemes during the period **2011 to May 2026**.

All members of the public who have any information or complaint relating to the above matters are invited to submit the same to the Commission.

How to submit complaints: In person / By post / By e-mail

Address:
Commission on Institutional Corruption in West Bengal
4th Floor, HRBC Bhawan, Munshi Prem Chand Sarani, Kolkata-700021.

E-mail: inst.corruption-wb@bangla.gov.in
inst.corruption.wb@gmail.com

WhatsApp No.: 70442 06665

Complaints should be specific, supported by available documents, and preferably verified by affidavit.

Secretary
Commission on Institutional Corruption in West Bengal

ICA-N339(4)/2026

খাদ্যদ্রব্যের মূল্যে লাগাম দাবি

চালের দাম বাড়ছে, চিন্তায় মধ্যবিত্ত

সায়ন দে

আলিপুরদুয়ার, ২৫ নভেম্বর : বাঙালির অন্যতম প্রধান খাদ্যপণ্য চাল। অথচ আলিপুরদুয়ারে সেই চালই এখন যেন 'সোনা' হয়ে উঠেছে। চাল কিনতে গিয়ে কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ছে সাধারণ ক্রেতাদের। বাস্তব পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে শহরের পাইকারি ও খুচরো বাজার ঘুরে এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে স্পষ্ট হল বাড়তি খরচের ছবি।

বাজার সূত্রে জানা যাচ্ছে, আলিপুরদুয়ারের প্রায় প্রতিটি মার্কেটেই গত এক মাসের তুলনায় এ মাসে প্যাকেটপ্রতি চালের দাম ১০০ টাকারও বেশি বেড়েছে। ফলে একই চাল কিনতে এক মাসের ব্যবধানে সাধারণ পরিবারগুলোকে বাড়তি টাকা গুনতে হচ্ছে। সাধারণ মোটা চালের দর তুলনামূলক কম হলেও মাঝারি ও উন্নতমানের চালে চাপ বাড়ছে। যেসব চালের খুচরো দর অক্টোবরে কেজিপ্রতি ছিল ৩৫ থেকে ৩৬ টাকা। নভেম্বরে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪০ থেকে ৪৫ টাকা। ২৬ কেজির চালের প্যাকেট অক্টোবরে ১,৪৩০ থেকে ১,৪৬০ টাকায় বিক্রি হলেও এ মাসে তা ১,৫৬০ থেকে ১,৫৮০ টাকায় মিলছে; এর থেকে ভালো মানের চাল শুরু হচ্ছে ১,৬৯০ টাকা থেকে। গত মাসে বাসমতি কেজিপ্রতি অন্তত ৪৫ টাকায় মিললেও এখন তা ৫২ টাকা বা তারও বেশি দরে বিক্রি হচ্ছে।

পাইকারি বিক্রেতা শঙ্খদীপ গঙ্গোপাধ্যায় জানান, প্রায় সব ধরনের চালের দামই বেড়েছে, অনেক ক্ষেত্রে কেজিতে ১০ টাকা পর্যন্ত। বাসমতির পাইকারি দর ৫৫ টাকা থেকে বেড়ে ৬০ টাকা হয়েছে, নতুন স্টকে তা ৬৫ টাকা হতে পারে বলে আশঙ্কা তাঁর। খুচরো বিক্রেতা বাবুন সাহার কথায়, চাল, হলুদ ও তেলের দাম বাড়লেও আয় বাড়েনি, দাম কমলে সবারই সুবিধা হবে।

আলিপুরদুয়ারে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, পঞ্জাব, বিহার ও অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে চাল আসে। উৎপাদন, মজুত, সরবরাহ, পরিবহণ, শ্রম, চাহিদা ও লাভের ওপর দাম নির্ভর করে। ফসলের খারাপ রিপোর্ট, কাঁচামালের ঘাটতি ও এল নিনোর সম্ভাব্য প্রভাবকেই মূল্যবৃদ্ধির কারণ হিসেবে দেখাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। কৃষি উৎপাদন ও আবহাওয়ার অনিশ্চয়তা থাকলে ভবিষ্যতে দাম আরও বাড়তে পারে বলে মনে করছেন তাঁরা।



> প্রায় সব ধরনের চালের দামই বেড়েছে, অনেক ক্ষেত্রে কেজিতে ১০ টাকা পর্যন্ত। বাসমতির পাইকারি দর ৫৫ টাকা থেকে বেড়ে ৬০ টাকা হয়েছে, নতুন স্টকে তা ৬৫ টাকা হতে পারে।
>
> **শঙ্খদীপ গঙ্গোপাধ্যায়** পাইকারি বিক্রেতা

যেসব চালের খুচরো দর অক্টোবরে কেজিপ্রতি ছিল ৩৫ থেকে ৩৬ টাকা, নভেম্বরে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪০ থেকে ৪৫ টাকা

২৬ কেজির প্যাকেট অক্টোবরে ১,৪৩০ থেকে ১,৪৬০ টাকায় বিক্রি হলেও এ মাসে তা ১,৫৬০ থেকে ১,৫৮০ টাকায় মিলছে

এর থেকে ভালো মানের চাল শুরু হচ্ছে ১,৬৯০ টাকা থেকে

গত মাসে বাসমতি কেজিপ্রতি অন্তত ৪৫ টাকায় মিললেও এখন তা ৫২ টাকা বা তারও বেশি দরে বিক্রি হচ্ছে

তবে এই যুক্তিতে চিঁড়ে ভিজছে না সাধারণ মানুষের। শহরবাসী পিন্টু সাহার আক্ষেপ, সংসার সামলানো কঠিন হয়ে পড়ছে; জ্বালানির সঙ্গে নিত্যপণ্যের দাম বাড়ায় বাজেট বিগড়ে যাচ্ছে। চালের পাশাপাশি সর্ষের তেল ১৬৫–১৭০ টাকা থেকে ২৩০ টাকায়, মশুর ডাল ১০০–১৪০ টাকায়, চিনি ৬৩–৬৫ টাকায় ও হলুদ ৪০০ টাকা কেজিতে পৌঁছেছে। ক্রেতা কৌশিক সরকার বললেন, খাওয়াদাওয়াই ছাড়তে হবে। মুখ্যমন্ত্রীর মূল্য নিয়ন্ত্রণের নির্দেশ কবে কার্যকর হয়, এখন সে দিকেই তাকিয়ে সাধারণ মানুষ।

ভোজ্য তেল ও চিনির গুদামে হানা

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২৫ নভেম্বর : প্রতিদিনই বাড়ছে ভোজ্য তেল ও চিনির দাম। এই ঊর্ধ্বগতির কারণ খতিয়ে দেখতে বুধবার শহরের একাধিক গুদামে হানা দিল ডিস্ট্রিক্ট এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ (ডিইবি), রেগুলেটেড মার্কেট কমিটি এবং পুলিশ। এদিন বাটা মোড় সংলগ্ন মায়াটকিজ রোড এলাকায় সাতটি গুদামে ভোজ্য তেল ও চিনির মজুত এবং দামের নথিপত্র যাচাই করা হয়। পাশাপাশি ব্যবসায়ী ও গুদাম মালিকদের সতর্ক করা হয়েছে। প্রশাসনের স্পষ্ট নির্দেশ, প্রতিদিন ভোজ্য তেল ও চিনির দামের তথ্য পাঠাতে হবে। এর ফলে দামের বৃদ্ধির সঠিক হিসাব পাওয়া যাবে এবং পাইকারি ও খুচরো বাজারে দামের বড়সড়ো পার্থক্য ধরা পড়লেই কড়া আইনি পদক্ষেপ করা হবে।

দাম বৃদ্ধির সাফাইয়ে ব্যবসায়ীদের দাবি, আলিপুরদুয়ারে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন সংস্থা থেকে ভোজ্য তেল আনা হয়। তাঁদের অভিযোগ, সাম্প্রতিক সময়ে সর্ষে চাষে মার খেয়েছে উৎপাদন। পাশাপাশি বিদেশ থেকে আমদানি করা ভোজ্য তেলবীজের দামও বেড়েছে। এর জেরে বিভিন্ন ভোজ্য তেল প্রস্তুতকারী কারখানায় তেলের দাম চড়েছে বলে দাবি ব্যবসায়ীদের, যার সরাসরি প্রভাব পড়ছে স্থানীয় বাজারে। আলিপুরদুয়ার জেলা রেগুলেটেড মার্কেট কমিটির সেক্রেটারি দেবরাজ সরকার বলেন, 'ভোজ্য তেল ও চিনির দাম কেন বাড়ছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রতিদিনের দামের তালিকা যাচাই করা হবে এবং দামে বড় তফাত নজরে এলেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'



খাদ্যমূল্যের দাম যাচাই করছে পুলিশ। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

> **ভোজ্য তেল ও চিনির দাম কেন বাড়ছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রতিদিনের দামের তালিকা যাচাই করা হবে এবং দামে বড় তফাত নজরে এলেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।**
>
> **দেবরাজ সরকার**
> জেলা সেক্রেটারি,
> রেগুলেটেড মার্কেট কমিটি

এদিকে ব্যবসায়ীরা নানা যুক্তি খাঁড়া করছেন। এক ব্যবসায়ীর কথায়, প্রস্তুতকারক সংস্থা যে দর ধার্য করে, পাইকারি ব্যবসায়ীরা ন্যূনতম লাভে তা বিক্রি করেন। খুচরো বাজারে গিয়ে দাম আরও বাড়ে। খুচরো ব্যবসায়ীদের আবার দাবি, পাইকারি বাজারেই তেলের দাম বেশি। অন্যদিকে পাইকারি ব্যবসায়ীদের যুক্তি, কারখানা থেকেই চড়া দামে তেল আসছে। প্রস্তুতকারক সংস্থার নির্ধারিত দামের সঙ্গে পরিবহণ ও লোডিং-আনলোডিং খরচ যুক্ত হয়ে, দূরত্ব বাড়লে খরচও বাড়ে। যদিও পাইকারি ব্যবসায়ীদের এই যুক্তি কতটা যুক্তিসংগত, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। পাইকারি ও খুচরো বাজারের দর জানা গেলেও রাজস্থান বা মধ্যপ্রদেশের উৎপাদক স্তরের প্রকৃত দাম এখনও স্পষ্ট নয়।

এক সপ্তাহ আগেও যেখানে বিভিন্ন প্যাকেটজাত ভোজ্য তেলের খুচরো দর লিটারপ্রতি ছিল প্রায় ২০৫ টাকা, সেখানে এখন পাইকারি দোকানেই তা প্রায় ২০৮ টাকা। বহু খুচরো বাজারে আরও বেশি দামে বিক্রির অভিযোগ উঠেছে। তাই বেহিসেবি দামে সতর্ক করা হয়েছে গুদাম মালিকদের। স্থানীয় তরুণ সঞ্জয় বিশ্বাস বলেন, 'তেলের দাম রোজ বাড়ছে, চিনির দামও ফের চড়ছে। বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা জরুরি।'



নতুন সেতুর কাজ থমকে, গিরিয়ায় এখন ভরসা সাঁকো।

শিলান্যাসই সার, থমকে সেতুর কাজ

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ২৫ নভেম্বর : প্রায় এক বছর আগে গিরিয়া নদীর ওপর নতুন সেতুর শিলান্যাস হয়েছিল। পুরোনো সেতু ভেঙে তৈরি করে দেওয়া হয় সাঁকো। ব্যস, ওই পর্যন্তই! তারপর আর কাজ এগোয়নি। পুরোনো সেতু ভেঙে ফেলার পর নতুন করে তৈরি না হওয়ায় সমস্যায় পড়েছেন আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দারা। সাঁকো দিয়ে বড় গাড়ি যাতায়াত করতে পারবে না। ফলে ঘুরপথে যাতায়াত করতে হচ্ছে তাদের। মঙ্গলবার ফালাকাটার বিধায়ক দীপক বর্মনের দ্বারস্থ হন এলাকাবাসী। দ্রুত সেতুর কাজ শুরুর আশ্বাস দিয়েছেন মন্ত্রী।

গত বছর ডিসেম্বরে আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের ৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দে গিরিয়া নদীর ওপর সেতু তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়। ভেঙে ফেলা হয়েছিল পুরোনো সেতুও। একটি সাঁকো তৈরি করে দেওয়া হলেও তাতে বিশেষ লাভ হয়নি এলাকাবাসীর। সাঁকো দিয়ে সব গাড়ি যাতায়াত করতে পারে না। ফলে পুঁটিমারি মোড় থেকে কোচবিহারে অনেকটা ঘুরে যেতে হচ্ছে।

এক বছর হতে চললেও সেতুর কাজ কেন এগোচ্ছে না, সেটা বুঝতে পারছেন না এলাকাবাসী। মঙ্গলবার রাতে মেজবিলে এসেছিলেন ফালাকাটার বিধায়ক তথা স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন। সেখানেই সেতুর কাজ চালুর দাবিতে মন্ত্রীর কাছে আর্জি জানান স্থানীয়রা। মন্ত্রী কাজ দ্রুত শুরুর বিষয়ে আশ্বাসও দেন। এক সপ্তাহের মধ্যে কাজ শুরু না হলে আন্দোলনে নামারও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন এলাকাবাসী।

এদিকে, বুধবার জেলা পরিষদ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই কাজের জন্য আগের বরাতপ্রাপ্ত এজেন্সিকে ব্ল্যাকলিস্ট করা হয়েছে। জেলা পরিষদের স্থানীয় সদস্য সঞ্চিতা বর্মন অধিকারীর কথায়, 'এ দিনই জেলা পরিষদের অফিসে খোঁজ নিয়ে জানতে পারি, ওই সেতুর কাজে বরাতপ্রাপ্ত এজেন্সিকে ব্ল্যাকলিস্ট করা হয়েছে। কারণ, এজেন্সি নির্ধারিত সময়ে সেতুর কাজ করতে পারেনি। সে কারণে রি-টেন্ডারের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এরপর সেতুর কাজ হবে।'

স্থানীয়রা মন্ত্রীর দ্বারস্থ হতেই এই পদক্ষেপ কি না, তা অবশ্য স্পষ্ট নয়। কবে আগের এজেন্সিকে সরানো হল, সেই তারিখও সঞ্চিতা জানাতে পারেননি। তবে মন্ত্রী দীপক বর্মন বলেন, 'ওই সেতুর কাজটি আগের সরকারের আমলে শুরু হয়েছিল। এখন কেন কাজটি বন্ধ হয়ে আছে, সে ব্যাপারে খোঁজ নিচ্ছি। যাতে দ্রুত সেতুর কাজ শুরু হয়, সেই চেষ্টা করব।'

স্থানীয় উজ্জ্বল ঠাকুর জানালেন, পুরোনো সেতুটি যখন ছিল, তখন সেখান দিয়ে টোটো, অটো, ট্রাক, সবই যাতায়াত করত। যে কোনও জায়গায় সহজেই যাওয়া যেত। কিন্তু এখন সে সবই বন্ধ। কারণ, সাঁকো দিয়ে সব যানবাহন চলাচল করতে পারছে না।

আরেক বাসিন্দা প্রদীপ বর্মন বলেন, 'মন্ত্রীকে আমাদের ভোগান্তির কথা জানানো হয়েছে। এক সপ্তাহের মধ্যে কাজ শুরু না হলে পথ অবরোধ সহ বড় আন্দোলনে নামব। গাড়ি নিয়ে পাঁচ-সাত কিমি ঘুরে যেতে হচ্ছে।' তাঁর কথায়, শুধু আলিপুরদুয়ার নয়, সেতু না থাকায় ভোগান্তিতে পড়েছেন কোচবিহারেরও মানুষজন।

মন্ত্রী তো আশ্বাস দিয়েছেন, কিন্তু পুনরায় টেন্ডার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দ্রুত এই সেতুর কাজ শুরু হয় কি না, সেটাই এখন দেখার।



পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

ব্যস্ততা।। মাথাভাঙ্গার সুটঙ্গা নদীতে ছবিটি তুলেছেন কাজল রায়।

কাটমানির কাজিয়া পদ্মে

বক্সিরহাট, ২৫ নভেম্বর : কাটমানি নিয়ে কাজিয়া শাসকদলে। রাস্তা তৈরির কাজে কাটমানি না দেওয়ায় এক ঠিকাদারের বাড়িতে হামলা ও টেন্ডার প্রক্রিয়ার কাগজপত্র ছিনতাইয়ের অভিযোগ উঠেছে বিজেপির এক মণ্ডল সভাপতি ও তাঁর অনুগামীদের বিরুদ্ধে। আর বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছেন খোদ পদ্ম শিবিরের এক উপপ্রধান। বুধবার তিনি তুফানগঞ্জ-২ পঞ্চায়েত সমিতির অনলাইন টেন্ডারকে ঘিরে দলের নেতাদের বিরুদ্ধে বিডিও অফিসে দুর্নীতির অভিযোগ জানিয়েছেন। বিজেপির তুফানগঞ্জ-২ মণ্ডল সভাপতি তাপস প্রধানের নামেই মূলত এই অভিযোগ উঠেছে। বিষয়টি নিয়ে সোচ্চার বিরোধীরাও। তবে বিজেপি নেতৃত্ব অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

বিজেপি-পরিচালিত তুফানগঞ্জ-২ পঞ্চায়েত সমিতির পঞ্চদশ ফিন্যান্সের বরাদ্দে শালবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৪০ নম্বর বুথে একটি রাস্তা তৈরির জন্য অনলাইন টেন্ডার ডাকা হয়। সরকারি নিয়ম মেনে ওই টেন্ডারে অংশ নেন আলিপুরদুয়ারের ঠিকাদার রতনকুমার রায়। অভিযোগ, তাঁর কাছ থেকে কাজের বরাদ্দের ১৭ শতাংশ কাটমানি দাবি করেন বিজেপির মণ্ডল সভাপতি। রাজি না হওয়ায় তাঁকে দরপত্র প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য ফোনে প্রতিনিয়ত চাপ দেওয়া হত। রতনের অভিযোগ, সোমবার রাতে তাঁর বাড়িতে চড়াও হয় বিজেপি-আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। রতন বলেন, 'অনলাইন টেন্ডার প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য হল কে কত কম টাকায় সরকারি কাজ সম্পন্ন করতে পারবেন। তাতে সরকারের টাকা সাশ্রয় হবে। অথচ শুধু বিজেপি নেতাদের সঙ্গে সেটিং না করে টেন্ডারে অংশ নিয়েছি বলে বাড়িতে ঢুকে হামলা চালানো হয়েছে। ভয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ জানাতে পারিনি।'

ঠিকাদারের বাড়িতে হামলা

বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছেন শালবাড়ি-২ পঞ্চায়েতের বিজেপির উপপ্রধান পঙ্কজ দাস। তাঁর বক্তব্য, 'দলের মণ্ডল স্তরের নেতারা অগ্রিম বরাদ্দের ১৭ শতাংশ হারে কাটমানি তুলছেন। আগে থেকে মনোনীত করে রাখছেন ঠিকাদারদের। অন্য ঠিকাদার অংশ নিলে হামলার মুখে পড়তে হচ্ছে। শুধু কাটমানি দিতে রাজি হননি বলে রাতের অন্ধকারে যদি আলিপুরদুয়ারে গিয়ে ঠিকাদারের বাড়িতে হামলা চালানো হয়।' অভিযুক্ত মণ্ডল সভাপতি অবশ্য বলছেন, 'ঠিকাদারের বাড়ি গিয়েছিলাম। কিন্তু কাটমানি চাওয়া হয়নি। তিনি আগে বিভিন্ন টেন্ডারে অংশ নিয়ে পরে প্রত্যাহার করেন। কেন এমনটা করেন, সেটা জানতে গিয়েছিলাম।'

তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের এক আধিকারিক অবশ্য বলছেন, 'টেন্ডার প্রক্রিয়া এখনও প্রসেসিংয়ের মধ্যে আছে। সম্পূর্ণ হয়নি। একটি অভিযোগ জমা পড়েছে। আমরা সরেজমিনে খতিয়ে দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করব।'

পুরো বিষয়টি অস্বীকার করেছেন তুফানগঞ্জ-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ভবতোষ সরকার। তিনি বলেন, 'ঠিকাদারকে টেন্ডার প্রত্যাহারের চাপ দেওয়ার অভিযোগ ভিত্তিহীন।'

ব্যবসায়ীদের নালিশ

মাদারিহাট, ২৫ নভেম্বর : পুলিশের অভিযানে বিপাকে মাদারিহাট ব্লকের সুপারি ব্যবসায়ীরা। এই পরিস্থিতি থেকে রেহাই পেতে বুধবার বিডিও ডালাকি লামা ও মাদারিহাট থানার ওসি জগদীশ রায়ের দ্বারস্থ হন তাঁরা। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, গ্রামগঞ্জ থেকে বৈধভাবে সুপারি কিনে ব্যবসা করলেও পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার এবং সুপারি বাজেয়াপ্ত করছে। বৈধ কাগজপত্র থাকা সত্ত্বেও হেনস্তার শিকার হচ্ছেন তাঁরা। ডুয়ার্সের অর্থনীতির অন্যতম ভিত্তি এই সুপারি ব্যবসা। যদিও প্রশাসনের দাবি, বৈধ কাগজপত্র না থাকায় সুপারি বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে। বছরের পর বছর রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে ব্যবসা চলছে বলেও অভিযোগ। অভিযান অব্যাহত থাকবে। মাদারিহাটের যুগ্ম বিডিও শুভশ্রী দাস জানান, ব্যবসায়ীরা আবেদনপত্র দিয়েছেন। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে।

ব্লাড ব্যাংকে দালালি

আলিপুরদুয়ার, ২৫ নভেম্বর : আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে দালালচক্রের অভিযোগ উঠল। হাসপাতালের রক্ত বাইরে বিক্রি করার অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করল আলিপুরদুয়ার পুলিশ। মনতোষ বিশ্বাস নামে ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে জেলা হাসপাতালের তরফে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানো হয়। অভিযোগ, মঙ্গলবার এক রোগীর পরিবারের থেকে ওই ব্যক্তির নামে অভিযোগ করা হয়েছিল হাসপাতালে। রক্তের বিনিময়ে ধৃত টাকা চেয়েছিলেন। হাসপাতালের সুপার পরিতোষ মণ্ডল বলেন, 'কেউ রক্তের বিনিময়ে টাকা চাইলে আমাদের জানালেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

পথসভা

কালচিনি, ২৫ নভেম্বর : নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বুধবার নিমতি সাপ্তাহিক হাটে পথসভা করল কালচিনি ব্লক কংগ্রেস কমিটি। উপস্থিত ছিলেন কালচিনি ব্লক কংগ্রেস সভাপতি রতন চক্রবর্তী, প্রদেশ কংগ্রেস সদস্য অঞ্জন চিকবড়াইক। অঞ্জন বলেন, 'দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির প্রতিকারের দাবিতে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিভিন্ন এলাকায় পথসভা করে প্রতিবাদ জানানো হচ্ছে।'

সচেতনতা

কামাখ্যাগুড়ি, ২৫ নভেম্বর : পারোকাটা পুলপার এলাকায় মরা রায়ডাক নদীর দূষণ রোধে বুধবার সচেতনতামূলক প্রচার চালাল শামুকতলা রোড ফাঁড়ির পুলিশ। এলাকার দোকানদার ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে নদী দূষণের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন করা হয়। মরা রায়ডাক নদীতে যাতে কেউ আবর্জনা ও প্লাস্টিক না ফেলেন, সেই বিষয়ে আবেদন জানায় পুলিশ।

গাড়ির ধাক্কা

ফালাকাটা, ২৫ নভেম্বর : ফালাকাটা-সলসলাবাড়ি নির্মীয়মাণ মহাসড়কের সাইনবোর্ড বাসস্ট্যান্ডে বুধবার পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হলেন এক ব্যক্তি। কান্দুরা মিয়াঁ নামে এক ব্যক্তি বাজার করে হেঁটে সাইকেল নিয়ে রাস্তা পার হচ্ছিলেন। তখন আলিপুরদুয়ার থেকে ফালাকাটাগামী একটি ছোট পণ্যবাহী গাড়ি তাঁকে ধাক্কা মারে। কান্দুরার ডান পায়ের হাড় ভেঙে যাওয়ায় তাঁকে কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

মিঠুর দাবি

পলাশবাড়ি, ২৫ নভেম্বর : বিজেপি নেতাদের মদতে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের যোগেন্দ্রনগর গ্রাম থেকে মাটি পাচার হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। তবে গোটা ঘটনার দায় অস্বীকার করেছেন বিজেপির আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি মিঠু দাস। তাঁর দাবি, 'পালাবদলের পর যারা বিজেপি হয়েছে, তারাই দলের নাম ভাঙিয়ে এসব করছে। প্রকৃত বিজেপি নেতা ও কর্মীরা এসব কাজ করেন না। প্রশাসন অবশ্যই ঘটনার তদন্ত করবে।'

সিএনজির দাম কমল ৯ টাকা

কোচবিহার, ২৫ নভেম্বর : অসমের সঙ্গে দামের সমতা ফেরাতে এক ধাক্কায় সিএনজি গ্যাসের দাম প্রতি কেজিতে নয় টাকা করে কমানো হল। এতদিন এক কেজি সিএনজি গ্যাসের দাম ছিল ১০৬ টাকা ৮৮ পয়সা। এবার সেটা হয়েছে কেজিতে ৯৭ টাকা ৯৫ পয়সা। ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেডের (বিপিসিএল) তরফে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার থেকে কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলায় এই দাম কমানো হয়েছে।

হিসাব করে দেখা গিয়েছে, যে পরিমাণ গাড়ি সিএনজি গ্যাসে চলে, তাতে তাদের বিক্রি আরও অনেকটা বেশি হওয়া উচিত। এরপরই খোঁজ নিয়ে উঠে আসে অসমের সঙ্গে দামের ফারাকের কথাটা। অসমে এক কেজি সিএনজি গ্যাস ৯৭ টাকা ৯৫ পয়সায় বিক্রি হয়। আর দুটি জেলার সীমান্তেই যেহেতু অসম রয়েছে, সে কারণে প্রচুর গাড়ির চালক অসমে গিয়ে সিএনজি গ্যাস ভরছিলেন। সে কারণেই এই সিদ্ধান্ত।বিপিসিএলের কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারের টেরিটরি ম্যানেজার পল্লব সাহু বলেন, 'অসমের সঙ্গে দামের সমতা ফেরাতে আমরা কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলায় আমাদের গ্যাসের দাম কেজি প্রতি প্রায় ৯ টাকা করে কমিয়েছি। আশা করছি, আমাদের এখানে বিক্রি আগের তুলনায় বাড়বে।' যদিও প্রশ্ন উঠেছে, দাম শুধু এই দুটি জেলাতেই কমানো হল কেন? পল্লব জানালেন, উত্তরবঙ্গে তাঁদের শুধু এই দুটি জেলাতেই ১৭টি স্টেশনে সিএনজি গ্যাস বিক্রি হয়। আর কোনও জেলায় বিক্রি হয় না। সে কারণে উত্তরবঙ্গের কথা মাথায় রেখে দাম কমানো হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর নজরে ডেস্টিনেশন কোচবিহার

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৫ নভেম্বর : রাজকীয় ঐতিহ্য, ধর্মীয় আবেগ আর লোকসংস্কৃতির মেলবন্ধনকে পুঁজি করেই এবার কোচবিহারকে পর্যটনের আন্তর্জাতিক মানচিত্রে তুলে ধরার বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মদনমোহনবাড়িতে পুজো দিয়ে রাসচক্র ঘোরানো থেকে এমজেএন স্টেডিয়ামে রাসমেলার উদ্বোধন, প্রতিটি পর্বেই তাঁর মুখে ঘুরেফিরে এসেছে 'ডেস্টিনেশন কোচবিহার'-এর কথা। শুধু মেলা বা উৎসব নয়, কোচবিহারের হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনা, মন্দির সংস্কার, বিমানবন্দর, আধুনিক স্বাস্থ্য পরিষেবা, নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন তিনি। একইসঙ্গে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা উপভোক্তাদের হাতে তুলে দেওয়ার পাশাপাশি মহিলা পুলিশকর্মীদের নিয়ে তৈরি 'দুর্গা স্কোয়াড'-এর সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

বুধবার দুপুরে শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে শুরু হয় মুখ্যমন্ত্রীর রাসমেলা সফর। রাজবাড়ির সামনে থেকে মদনমোহনবাড়ি পর্যন্ত সেই শোভাযাত্রায় পা মেলান তিনি। জয়পুর থেকে আনা দুটি হাতি, সুসজ্জিত ঘোড়ার গাড়ি, ঢাকঢোল, দোতারা আর বিভিন্ন জনজাতির সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় রাজপথ যেন হয়ে উঠেছিল উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতির মিলনমঞ্চ। রাজবংশী, রাভা, মেচ ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের শিল্পীরা নিজেদের কৃষ্টি তুলে ধরেন। শোভাযাত্রা দেখতে রাস্তার দু'পাশে ভিড় উপচে পড়ে। মুখ্যমন্ত্রীকে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলতে, হাত মেলাতে এবং সেলফি তুলতেও দেখা যায়। হরিশ পাল মোড়ে নতুন করে তৈরি ঘড়িঘরটির উদ্বোধন করেন তিনি।

এরপর মদনমোহনবাড়িতে পুজো দিয়ে ঐতিহ্যবাহী রাসচক্র ঘোরান মুখ্যমন্ত্রী। বৃক্ষরোপণও করেন। পরে এমজেএন স্টেডিয়ামে বৈদ্যুতিক প্রদীপ জ্বালিয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যতম বৃহৎ রাসমেলার উদ্বোধন করেন। একই মঞ্চ থেকে গৌরীমেলারও সূচনা হয়। এদিন কোচবিহারের ২৯টি মন্দির, গৌড়ীয় মঠ এবং রামকৃষ্ণ মঠ সংস্কারের আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। শিল্পী হরিদাস সান্যালের তৈরি কাঠের মদনমোহনের প্রতিকৃতি মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন জেলা শাসক জিতিন যাদব। অন্নপূর্ণা যোজনা, আবাস যোজনা সহ বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা উপভোক্তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। শিল্পীদের খোল, করতাল ও দোতারাও বিতরণ করা হয়। মহিলা পুলিশকর্মীদের নিয়ে গঠিত 'দুর্গা স্কোয়াড'-এর সূচনাও এদিনের কর্মসূচির অন্যতম আকর্ষণ।



পুজো দিয়ে বেরিয়ে আসছেন শুভেন্দু। বুধবার মদনমোহনবাড়িতে।

ভাষণের শুরুতেই মুখ্যমন্ত্রী জানতে চান, এবারের রাসমেলার আয়োজন আগের বছরের তুলনায় ভালো হয়েছে কি না। উপস্থিত মানুষের কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া পেয়ে তিনি বলেন, 'আপনারা যে গণতন্ত্রের ভোট সঠিক জায়গায় দিয়েছিলেন, এটি তারই প্রমাণ। হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যকে আমরা ফিরিয়ে আনার কাজ করব।' এরপরই পর্যটনকে কেন্দ্র করে কোচবিহারের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন তিনি। তাঁর কথায়, 'কোচবিহারের বিমানবন্দর নিয়ে উড়ান প্রকল্পে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। কোচবিহারের গ্রামগুলি নগর হবে, নগরগুলি মহানগরের মতো সেজে উঠবে। কোচবিহারের উন্নয়নে বহু কাজ করা হবে।' মন্দির সংস্কারের পাশাপাশি জেলার ঐতিহাসিক স্থাপত্য ও ধর্মীয় স্থানগুলিকে পর্যটনের উপযোগী করে তোলার আশ্বাসও দেন তিনি।

তবে পর্যটনের পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও শিক্ষার পরিকাঠামো নিয়েও এদিন যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। দু'মাস আগে কোচবিহার সফরে এসে হাসপাতালের পরিষেবা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন তিনি। সেই প্রসঙ্গ টেনে বলেন, 'দু'মাস আগে কোচবিহারে এসে দেখেছি হাসপাতালে পরিষেবা নেই। আমি কথা দিয়ে গেলাম, আপনাদের সরকার কোচবিহারের মানুষকে শুধু বিমানবন্দর নয়, একটি আধুনিক, পূর্ণাঙ্গ, সব সুবিধাযুক্ত স্বাস্থ্য পরিষেবা ও পরিকাঠামো তুলে দেবে।' সিতাইয়ে কলেজ তৈরির বিষয়েও জেলা প্রশাসনকে জমি সংগ্রহের নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'আমি জেলা শাসককে বলে গেলাম, জমি সংগ্রহের কাজ শুরু করুন। আমরা কোচবিহারে আরও কালচারাল সেন্টার, নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তৈরি করব। যেখানে কলেজ নেই, যেমন সিতাইয়ে, সেখানে কলেজ করব।'

পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামোগত দুরবস্থা নিয়েও মুখ খোলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে আমি মনে করি, সেখানে পরিকাঠামো সম্পূর্ণ হয়নি। অধ্যাপক, শিক্ষাকর্মী নেই। সেটাও আমরা করব।' এদিনের কর্মসূচিতে বিধানসভার অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বসু, মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক, শংকর ঘোষ, মালতী রাভা

সত্যমেব জয়তে
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

উন্নয়নের পথে পশ্চিমবঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং সড়ক ও পরিবহন মন্ত্রকের সহযোগিতায় রাজ্যজুড়ে



প্রায় ₹ ৮,৭০০ কোটি টাকার জনকল্যাণমূলক প্রকল্প

পশ্চিমবঙ্গ তথা সমগ্র দেশের পরিবহন ও বাণিজ্যের অগ্রগতির স্বার্থে জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত প্রকল্প

NH-19-এর পালসিট থেকে ডানকুনি অংশের ৬-লেনে উন্নীতকরণ	ফারাক্কা ব্যারেজের নিম্নপ্রবাহে (ডাউনস্ট্রিমে) গঙ্গা নদীর ওপর ৪-লেনের সেতু

শিলান্যাস হওয়া প্রকল্পসমূহ

পূর্ব মেদিনীপুরের ১১৬বি নং জাতীয় সড়কের (NH-116B) চাউলখোলা থেকে অলঙ্কারপুর পর্যন্ত রাস্তার প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ এবং রামনগর বাইপাস নির্মাণ	পূর্ব মেদিনীপুরের ১১৬বি নং জাতীয় সড়কের (NH-116B) ঠাকুরনগর থেকে নাচিন্দা পর্যন্ত রাস্তার প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ	দঃ চব্বিশ পরগনার ১২ নং জাতীয় সড়কের (NH-12) নামখানা থেকে বকখালি পর্যন্ত রাস্তার প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ	বীরভূম জেলার ১৪ নং জাতীয় সড়কের (NH-14) ভীমগড় থেকে মল্লারপুর পর্যন্ত রাস্তার মজবুতিকরণ	বীরভূম জেলার ১৪ নং জাতীয় সড়কের (NH-14) মল্লারপুর থেকে নলহাটি পর্যন্ত রাস্তার মজবুতিকরণ
বীরভূম জেলার ১১৪ নং জাতীয় সড়কের (NH-114) বোলপুরের নিকট সুরুল গ্রাম থেকে মল্লারপুর পর্যন্ত রাস্তার মজবুতিকরণ এবং পুরন্দরপুর থেকে রাঙ্গাইপুর পর্যন্ত রাস্তার দুই লেনের প্রশস্তকরণ	পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ১১৬বি নং জাতীয় সড়কের (NH-116B) নরঘাটে প্রধান সেতু নির্মাণ	পূর্ব বর্ধমান জেলায় মন্তেশ্বর থেকে দাঁইহাট মোড় পর্যন্ত মন্তেশ্বর-দাঁইহাট রাস্তা প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ	পূর্ব বর্ধমান জেলায় বর্ধমান-কাটোয়া সড়কের ছয় মাইল মোড় থেকে কাটোয়া বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ এবং কাটোয়া বাস স্ট্যান্ড থেকে কাটোয়া পৌরসভা পর্যন্ত মজবুতিকরণ	পুরুলিয়া জেলায় রঘুনাথপুর হাসপাতাল মোড় থেকে গোয়াই নদী চেক পোস্ট—ঝাড়খণ্ড সীমান্ত পর্যন্ত রঘুনাথপুর-চন্দনকিয়ারী -চাস রাস্তার প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ
হুগলি জেলায় মগরা স্টেশন থেকে সুলতানগাছা পর্যন্ত মগরা-সুলতানগাছা রাস্তা এবং সুলতানগাছা থেকে দশঘরা পর্যন্ত সুলতানগাছা-খানপুর-দাশঘরা রাস্তার প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ	উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় লাঙ্গলপোতা থেকে কাঁচকল পর্যন্ত বিষ্ণুপুর-বেলিয়াঘাটা রাস্তা প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ এবং সেতু নির্মাণ	পূর্ব বর্ধমান জেলার বন্দেবাজ, গুপ্তিপাড়া থেকে কাটোয়া পর্যন্ত সপ্তগ্রাম-ত্রিবেণী-কালনা-কাটোয়া (STKK) রাস্তা প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ	পশ্চিম বর্ধমান জেলায় জুবিলি মোড় থেকে রনকুরাঘাট পর্যন্ত রাস্তা প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ	পুরুলিয়া জেলায় রঘুনাথপুর ট্রাফিক মোড় থেকে পাকোরি মোড় পর্যন্ত রঘুনাথপুর-চেলিয়ামা রাস্তার প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ
হুগলি জেলায় আরামবাগের রামকৃষ্ণ সেতুর পাশে দ্বারকেশ্বর নদের ওপর কালিপুর ও দৌলতপুর সংযোগকারী নতুন সেতু নির্মাণ	১২ নং জাতীয় সড়কের (NH-12) বারাসাত-কৃষ্ণনগর-বহরমপুর শাখায় কিমি ৪৮.৫৫৩ থেকে কিমি ১৯৩.০০পর্যন্ত ২০টি ভিইউপি/এলভিইউপি (VUP/LVUP) নির্মাণের সড়ক নিরাপত্তার কাজ	১২ নং জাতীয় সড়কের (NH-12) বহরমপুর-ফারাক্কা-রায়গঞ্জ-ডাল খোলা শাখায় ২৫টি ভিইউপি/এলভিইউপি (VUP/LVUP) নির্মাণের সড়ক নিরাপত্তার কাজ	১৯ নং জাতীয় সড়কের (NH-19) বারওয়া আড্ডা - পানাগড় শাখায় ১২টি ভিইউপি/এলভিইউপি (VUP/LVUP) নির্মাণের সড়ক নিরাপত্তার কাজ	বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ে ১২ নং জাতীয় সড়ক (NH-12), পুরাতন ২ই নং জাতীয় সড়ক (NH-2E)-এর মজবুতিকরণ ও সড়ক নিরাপত্তার কাজ

শুভ উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন

শ্রী নিতিন গডকড়ী
(মাননীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও রাজপথ মন্ত্রক)

সভাপতিত্ব করবেন

শ্রী শুভেন্দু অধিকারী
(মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ)

অনুষ্ঠানের বিবরণ ও অতিথিবৃন্দ

বৃহস্পতিবার, ২৬শে নভেম্বর, ২০২৬ | দুপুর ১২:৩০ | কোলাঘাট, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ

গৌরবময় উপস্থিতি

শ্রী হর্ষ মালহোত্রা (মাননীয় কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও রাজপথ মন্ত্রক) | **শ্রী সুকান্ত মজুমদার** (মাননীয় কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, শিক্ষা ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক)
শ্রী অজয় টামটা (মাননীয় কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও রাজপথ মন্ত্রক) | **শ্রী শান্তনু ঠাকুর** (মাননীয় কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, বন্দর, জাহাজ ও জলপথ মন্ত্রক)

জাতীয় মানচিত্রে পশ্চিমবঙ্গ এবার আরও গুরুত্বপূর্ণ

- উন্নত সড়ক সুরক্ষা ও আঞ্চলিক সংযোগ ব্যবস্থা এবং যাতায়াতের সময় হ্রাসের ফলে ভ্রমণের স্বাচ্ছন্দ্য
- উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে পার্শ্ববর্তী রাজ্য ও দেশগুলির উন্নততর সংযোগ
- বাণিজ্য, লজিস্টিকস এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি
- গ্রামীণ ও মফঃস্বল এলাকায় উন্নত সংযোগ ব্যবস্থা
- সেতু পরিকাঠামোর মাধ্যমে উন্নত নদী সংযোগ ব্যবস্থা
- প্রধান অর্থনৈতিক করিডোরগুলির উন্নয়ন

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ICA-D1810(10)/2026

সম্পাদকীয়

■ ৪৭ বর্ষ ■ ১৮৭ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩

জোটে জট

উত্তরপ্রদেশ এবং পঞ্জাবে বিধানসভা ভোটের আগে দুই রাজ্যে 'ইন্ডিয়া' এবং এনডিএ জোটের বিপরীতধর্মী ছবিতে রাজনীতির পারদ আপাতত ঊর্ধ্বমুখী। উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেস এবং সমাজবাদী পার্টির মধ্যে আসন বণ্টন নিয়ে টানাপোড়েন 'ইন্ডিয়া' জোটের বিজেপি বিরোধী ভাবমূর্তিকে কাঠগড়ায় তুলে দিয়েছে। ওই রাজ্যে ৪০৩টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ১৩০টিতে লড়তে আগ্রহী।

এতে ক্ষুব্ধ সমাজবাদী পার্টি পালটা ২৬টি আসনের একটি তালিকা ধরানোয় আরও চটেছে কংগ্রেস। দলীয় সাংসদ ইমরান মাসুদ স্পষ্ট জানিয়েছেন, সমাজবাদী পার্টির কাছে আসন ভিক্ষা চাইছে না কংগ্রেস। তাঁরা ভিখারি নন। পাশাপাশি মায়াবতীর সঙ্গে সম্পর্ক তৈরির চেষ্টা চালাচ্ছে কংগ্রেস। এই ক্ষোভ এবং তিক্ততার সুরে উত্তরপ্রদেশে বিরোধী জোটের ছন্দপতনের ইঙ্গিত স্পষ্ট।

পঞ্জাবে আবার এনডিএ শিবিরে ফিল গুড হাওয়া বইছে। ছয় বছরের দূরত্ব ও তিক্ততা মুছে শিরোমণি অকালি দলের সঙ্গে বিজেপির গাঁটছড়া বাঁধার এই সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। তিনটি কৃষি আইনকে ঘিরে দুই এনডিএ শরিকের পথ আলাদা হয়ে গিয়েছিল। সেখান থেকে সরে এসে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, বিজেপি সভাপতি নীতিন নবীন, অকালি প্রধান সুখবীর সিং বাদলদের হাতে হাত রেখে একসঙ্গে লড়ার ঘোষণা পঞ্জাবে এনডিএ-কে অক্সিজেন দিয়েছে।

বিশেষভাবে নজর কেড়েছে বিজেপির অবস্থান। যেখানে শিরোমণি অকালি দলকে 'বড় ভাই'-এর স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবেও শরিক দলের দিকে ইঙ্গিত রাখা হয়েছে। বিজেপি বরাবরই পঞ্জাবে ছোট শরিক। ১৯৯৭ থেকে একসঙ্গে পাঁচটি বিধানসভা ভোটে লড়লেও বরাবর মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন প্রয়াত অকালি নেতা প্রকাশ সিং বাদল।

এবারও সেই ঘোষণা সামনে রেখে বিজেপি বুঝিয়ে দিয়েছে, জোটের স্বার্থে তারা এটুকু স্বার্থত্যাগ করতে প্রস্তুত। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে বিহার এবং মহারাষ্ট্রে ছিল অন্য ছবি। একদা এই রাজ্যগুলিতে এনডিএ-র ছোট শরিকই ছিল বিজেপি। দুই রাজ্যে দুই বড় শরিক শিবসেনা এবং জেডিইউয়ের ছায়ায় থেকে ধাপে ধাপে সংগঠন বিস্তার, নিজস্ব ভোটব্যাংক মজবুত করে এবং সময়ের ফেরে জোটের মূল নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠার যে কৌশল প্রয়োগ করেছিল বিজেপি।

বিহারে জেডিইউ-এর ক্ষয়িষ্ণু প্রভাব কিংবা নীতীশ কুমারের সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে যাওয়ার জল্পনা, মহারাষ্ট্রে শিবসেনা ও এনসিপির ভাঙনের পর নতুন বাস্তবতা ইত্যাদি বিজেপির অঙ্গুলিহেলনে জোটের ভিতরে শক্তির ভারসাম্য বদলের ইতিহাস হয়ে আছে। পঞ্জাবে মাঝপথে একলা চলার নীতিতে প্রত্যাশিত সাফল্য আসেনি বলেই পদ্ম শিবির পুরোনো শরিকের হাত ধরেছে।

মাদক সমস্যা, আইনশৃঙ্খলা, কৃষকদের প্রশ্ন এবং হিন্দু-শিখ সম্প্রীতি ইত্যাদি নিয়ে প্রচারের কৌশল সাজানো হলেও বিজেপির আসল লক্ষ্য পঞ্জাবের মাটিতে ফের প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠা এবং পায়ের তলার মাটি তৈরি করা। অন্যদিকে, উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেস-সমাজবাদী পার্টির টানাপোড়েন বুঝিয়ে দিচ্ছে, অভিন্ন প্রতিপক্ষের বিরোধিতা করলেই জোট টিকে থাকে না। তার জন্য প্রয়োজন বাস্তবসম্মত সমঝোতা, সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত এবং শরিকের প্রতি সম্মান বজায় রাখা।

বিপরীতে পঞ্জাবে পুরোনো শরিককে বড় ভাইয়ের আসন ছেড়ে দিয়ে বিজেপির জোট পুনরুজ্জীবিত করার পদক্ষেপ দেখায় যে, কৌশলগত ধৈর্য এবং দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য থাকলে তাৎক্ষণিক ছাড় দিতে পিছুপা না হলেও চলে। শরিকি সমন্বয় ঠিকমতো হলে জোটের সাফল্য সম্ভব। শরিকি টানাপোড়েন সত্ত্বেও বামফ্রন্ট, ইউডিএফ, এলডিএফ, এনডিএ, ইউপিএ-র মতো জোটগুলি কার্যকর হয়েছিল শুধুমাত্র যোগ্য নেতৃত্ব এবং বিচক্ষণতার কারণে।

উত্তরপ্রদেশের 'ইন্ডিয়া' জোটে সেই গুণগুলির অভাব দেখা যাচ্ছে। জোটের মূল কথা হল একে অপরের পরিপূরক হয়ে ওঠা। প্রকাশ্য বাগযুদ্ধ এবং পালটা চাপের রাজনীতি সেই আস্থার ভিতকে নাড়িয়ে দেয়। ভোটারদের কাছে সেই ফাটল বা ক্ষোভের ছবি পৌঁছালে ভোটে তার নেতিবাচক প্রভাব পড়া স্বাভাবিক। পঞ্জাবে বিজেপি-অকালি নেতৃত্ব যা করে দেখাতে সক্ষম হয়েছে, উত্তরপ্রদেশে সেটুকু হল না।

অমৃতধারা

কেউ যদি তোমাকে ভালো না বলে তাতে মন খারাপ করো না, কারণ এক জীবনে সবার কাছে ভালো হওয়া যায় না। দেখো মা, যেখান দিয়ে যাবে তার চতুর্দিকে কী হচ্ছে না হচ্ছে তা সব দেখে রাখবে। আর যেখানে থাকবে সেখানকার সব খবরগুলি জানা থাকা চাই, কিন্তু কাউকে কিছু বলবে না। ঠাকুর এবার এসেছেন ধনী-নির্ধন-পণ্ডিত-মূর্খ সকলকে উদ্ধার করতে, মলয়ের হাওয়া খুব বইছে, যে একটু পাল তুলে দেবে শরণাগত ভাবে সেই ধন্য হয়ে যাবে। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি আর তিনিই মা। দরকার নেই ফুল, চন্দন, ধূপ, বাতি, উপচারের। মা'কে আপন করে পেতে শুধু মনটাকে দেও তাঁরে।

-মা সারদা দেবী

সোনার বাজারে তিন প্রধান সন্দেহভাজন

চিন, আমেরিকার ভূমিকা ও ধার করা টাকার জল্পনায় খুলছে দামের পতনের অজানা হিসেব।

সঞ্জিত সাহা





গত মে মাসে ইতালি সহ পাঁচ দেশ সফরের আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশবাসীর কাছে কয়েকটি অনুরোধ রেখেছিলেন। এক বছর অপ্রয়োজনীয় সোনা কেনা থেকে বিরত থাকুন, ভোজ্য তেলের ব্যবহার কমান, জরুরি না হলে বিদেশ ভ্রমণ স্থগিত রাখুন। ছ'মাসও গড়াল না, সোনার দামে নামল ধস। সাধারণ মানুষ যখন সোনা কেনার আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন, তখনই এই আশাতীত খবর। এক দল কৃতিত্ব দিলেন প্রধানমন্ত্রীকে। জয়ধ্বনিতে উপচে পড়ল সমাজমাধ্যম। বিরোধীদের প্রশ্নও কম ধারালো নয়। যে সোনার দাম ঠিক হয় লন্ডন-নিউ ইয়র্কের বাজারে, ডলারের মেজাজে আর ওয়াশিংটনের সুদের হারে, সেই দামটা যদি দিল্লি থেকে নামানোই যায়, তবে রান্নার গ্যাস, পেট্রোল-ডিজেল, ওষুধ, চাল-ডাল-তেলের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম তিনি নামান না কেন?

এসব যুক্তিহীন তর্ক তো চলবে, চলতেই থাকবে। আসুন, একেনবাবুর মতো খাতা খুলে বসি। প্রশ্ন একটাই, সোনার দামটা নামাল কে?

ঘটনার সূত্রপাত ২৯ জানুয়ারি। ইন্ডিয়া বুলিয়ন অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন বা আইবিজেএ-র হিসাবে, সেদিন ২৪ ক্যারাট সোনার দাম ছিল প্রতি দশ গ্রামে ১,৭৫,৩৪০ টাকা। ১৩ নভেম্বর সেই একই সোনা নেমে আসে ১,৩৫,৮০৯ টাকায়। প্রতি দশ গ্রামে প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা স্রেফ হাওয়া। আন্তর্জাতিক বাজারেও ছবিটা আলাদা নয়। ২৯ জানুয়ারি সোনার দাম প্রতি আউন্সে ৫,৫০১.৭০ ডলারের রেকর্ড ছুঁয়েছিল। ১২ নভেম্বরের লেনদেনে তা নেমে আসে ৩,৮৮০.৯৩ ডলারে। পতন প্রায় ৩০ শতাংশ।

কিন্তু মামলার আসল জট এখানেই। দাম যখন হুড়মুড়িয়ে পড়ছে, সারা দুনিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলি তখনও সোনা কিনছে। বিশ্ব গোল্ড কাউন্সিলের হিসাবে, জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের সোনার নিট চাহিদা ছিল ৩২১ টন, আগের বছরের চেয়ে ৪২ শতাংশ বেশি। এর মধ্যে ১২০ টন কেনার তথ্য সরাসরি জানানো হয়েছে, বাকিটা অনুমানভিত্তিক। পাড়ার সবচেয়ে বড় খদ্দের রোজ দোকানে আসছে, থলে ভরে সোনা কিনছে, তবু দাম পড়ছে! খুনি তাহলে কে?

সন্দেহের প্রথম আঙুলটাই ওঠে বেজিংয়ের দিকে। চিন দুনিয়ার বড় সোনার ক্রেতাদের অন্যতম। সে হাত গুটোলেই নাকি দাম পড়ে। অথচ চিনের কেন্দ্রীয় ব্যাংক কিনেই চলেছে। বিশ্ব গোল্ড কাউন্সিলের হিসাবে, জুলাই-সেপ্টেম্বরেই তারা ৬৩ টন সোনা কিনেছে। কারণটাও পরিষ্কার। ২০২২ সালে ইউক্রেন যুদ্ধের পর পশ্চিমী দেশগুলি রাশিয়ার প্রায় ৩০০ বিলিয়ন ডলারের রিজার্ভ আটকে দিয়েছিল। সেদিন গোটা দুনিয়া একটা নির্মম শিক্ষা পেয়েছে। ডলারে রাখা সম্পদ নিষেধাজ্ঞায় আটকে যেতে পারে, নিজের সিন্দুকের সোনার ক্ষেত্রে সেই ঝুঁকি তুলনায় কম। এই ব্যাংকগুলি শুধু দাম নয়, নিরাপত্তার কথাও ভেবে সোনা কেনে। আর সে ভয় এখনও কাটেনি। তাই বলাই যায়, চিনকে একা দায়ী করা যাচ্ছে না। একেনবাবুর ভাষায়, আপাতত বেকসুর খালাস।

এবার ক্যামেরা ঘোরান ওয়াশিংটনের দিকে। ইরান ঘিরে সংঘাত তেলের দাম ও মার্কিন মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কা বাড়িয়েছে। লাগাম টানতে সেপ্টেম্বরে মার্কিন ফেডেরাল রিজার্ভ সুদ বাড়িয়ে ৩.৭৫ থেকে ৪ শতাংশে নিয়ে গিয়েছে। তিন বছরেরও বেশি সময় পরে এটাই ছিল প্রথম সুদবৃদ্ধি। অক্টোবরে মার্কিন মূল্যসূচক বেড়েছে ০.৪ শতাংশ, সেপ্টেম্বরে ০.৬ শতাংশ। ডিসেম্বরে আরেক দফা সুদবৃদ্ধি নিয়ে জল্পনা জোরালো হয়েছে। ফেড গভর্নর ক্রিস্টোফার ওয়ালার তো এক ধাক্কায় আধা শতাংশ বাড়ানোর কথাও তুলেছেন। ডলার সূচক উঠে গিয়েছে ১৯ মাসের শিখরে।

অঙ্কটা কিন্তু জলের মতো সোজা। আলমারির সোনা বছর ঘুরলেও এক পয়সা সুদ দেয় না, মার্কিন সরকারি বন্ড দেয় মোটা সুদ। বড় লগ্নিকারীরা প্রশ্ন তুললেন, সোনা আঁকড়ে থাকব কেন? তার ওপর ১২ নভেম্বর ডোনাল্ড ট্রাম্প জানালেন, ইরানের সঙ্গে চুক্তির আর দরকার নেই। তেলের দাম বাড়ল, মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কা চড়ল, সোনা এক পর্যায়ে প্রায় ৩ শতাংশ পড়ে গেল। ইতিহাসের কী নিষ্ঠুর রসিকতা! যুদ্ধ চিরকাল সোনাকে আকাশে তোলে, এবার সেই যুদ্ধই তাকে মাটিতে নামাল। দেশলাইটা আমেরিকাই জ্বালাল। কিন্তু একটা কাঠির আগুনে গোটা গুদাম পুড়ল কী করে?

উত্তর লুকিয়ে আছে তৃতীয় সন্দেহভাজনের পকেটে, ধারের টাকার জুয়াড়ি। রয়টার্সের হিসাবে, ২০২৫ সালে সোনার দাম বেড়েছিল প্রায় ৬৪ শতাংশ, ১৯৭৯ সালের পর সেরা বছর। সোনার দৌড় দেখে সবাই ঘোড়ায় চড়তে চাইলেন। জানুয়ারি আসতে আসতে বাজারে রীতিমতো পৌষমেলা। বহু লোক এদিক-ওদিক থেকে টাকা ধার করে দামের ওপর বাজি ধরছেন। এ সোনা কারও মায়ের আলমারির সোনা নয়, কাগজের সোনা। কেউ ছুঁয়েও দেখেন না। তারপর, ৩০ জানুয়ারি ট্রাম্প কেভিন ওয়ার্শকে ফেডের পরবর্তী চেয়ারম্যান মনোনীত করলেন। একদিনে সোনা নামল প্রায় ৯.৫ শতাংশ, ১৯৮৩ সালের পর বৃহত্তম পতন। রুপো একদিনে খোয়াল প্রায় ২৮ শতাংশ। এরপর সিএমই গ্রুপ মার্জিন বাড়াল, যা ২ ফেব্রুয়ারি থেকে কার্যকর হল। যাঁদের পকেট ফাঁকা, তাঁরা বেচতে বাধ্য হলেন। দাম আরও পড়ল, পরের জন বেচলেন, তার পরের জনও। একেবারে তাসের ঘরের মতো। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে গোল্ড ইটিএফ থেকে নিট ১.০৬ বিলিয়ন ডলার বেরিয়ে যায়। আপনার মায়ের আলমারির সোনার দাম ঠিক করছেন তাঁরাও, যাঁরা হয়তো একরত্তি সোনা ছুঁয়েও দেখেননি।

গল্পের মোচড়। বিশ্ববাজারে সোনার দাম শিখর থেকে প্রায় ৩০ শতাংশ নেমেছে, ভারতে ২৯ জানুয়ারি থেকে ১৩ নভেম্বরের মধ্যে প্রায় ২২.৫ শতাংশ। আমরা কম ঘা খেলাম কেন? এক, বছরভর দুর্বল রুপি। মে মাসে এক সময় ডলারপ্রতি প্রায় ৯৭ ছুঁয়েছিল। বিদেশি সোনা তাই আমাদের কাছে দামিই থেকেছে। দুই, মে মাসেই সরকার সোনার আমদানি শুল্ক ৬ থেকে বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ করেছে। অর্থাৎ যে সরকারের নামে দাম কমানোর ঢাক বাজছে, তার নিজের শুল্কবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত আমদানির খরচ বরং বাড়িয়েছে। বিশ্ববাজারে দাম পড়লেও সেই শুল্ক ও দুর্বল টাকার প্রভাব ভারতে পতনের গতি কিছুটা আটকে রেখেছে।

তবে এ শুধু বাজারের গল্প নয়, ঘরের গল্পও। ভারতীয় পরিবার ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে আনুমানিক ২৩,০০০ থেকে ২৫,০০০ টন সোনা রয়েছে। আর রিজার্ভ ব্যাংকের ভাঁড়ারে গত ৩১ মার্চ পর্যন্ত ছিল ৮৮০.৫২ টন। জানুয়ারিতে যিনি সোনা বন্ধক রেখে গোল্ড লোন নিয়েছেন, তাঁর ফোনে এখন ব্যাংকের বার্তা আসছে। বাড়তি টাকা জমা দিন, নয়তো ঋণের একাংশ শোধ করুন। বন্ধক রাখা গয়নার দাম কমায় কিছু ব্যাংক ও আর্থিক সংস্থা বাড়তি জামানত বা আংশিক ঋণ শোধের কথা বলছে। আবার যাঁর মেয়ের বিয়ে ডিসেম্বরে, তাঁর কাছে এই পতন হাঁফ ছেড়ে বাঁচার নাম। একই খবর, কারও সর্বনাশ, কারও পৌষমাস।

আজকের গোয়েন্দা তদন্তের রহস্যের উন্মোচন তাই স্পষ্ট। চিনের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এখনও সোনা কিনছে। আমেরিকার সুদনীতি, শক্তিশালী ডলার ও জল্পনা বাজারে চাপ বাড়িয়েছে। দিল্লির ভাষণ এই মামলায় বড়জোর এক কৌতূহলী দর্শক, আসামিও নয়, নায়কও নয়। ইতিহাস অবশ্য একটা সতর্কবার্তা রেখে যায়। ২০১১ সালের শিখর ফের ছুঁতে সোনার লেগেছিল প্রায় ন'বছর। ১৯৮০ সালের রেকর্ড ভাঙতে লেগেছিল ২৮ বছর। চোখ রাখুন আসছে ডিসেম্বরে। প্রথমে ২-৪ ডিসেম্বর রিজার্ভ ব্যাংক মুদ্রানীতি কমিটির বৈঠক, পরে ৮-৯ ডিসেম্বর মার্কিন ফেডের বৈঠক। এই রহস্য উপন্যাসের পরের অধ্যায় লেখা হবে সেখানেই।

আর রান্নার গ্যাসের দামের রহস্যটা? সেটা তো আলাদা রহস্য। সেই কেসটা এখনও একেনবাবুর কাছে এসে পৌঁছায়নি।

(লেখক শিল্পোদ্যোগী ও প্রাবন্ধিক)

সোনার দামের পতনের পিছনে একক কোনও কারণ নেই। আন্তর্জাতিক বাজারে শক্তিশালী ডলার, মার্কিন সুদবৃদ্ধির প্রত্যাশা, ইরান ঘিরে অনিশ্চয়তা এবং জল্পনামূলক লেনদেন একসঙ্গে চাপ তৈরি করেছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সোনা কিনলেও লগ্নিকারীদের মুনাফা তোলা ও ইটিএফ থেকে অর্থ প্রত্যাহার পতন বাড়িয়েছে। ভারতে দুর্বল রুপি ও আমদানি শুল্কের কারণে দাম তুলনায় কম নেমেছে। তবে সোনা বন্ধক রেখে ঋণ নেওয়া সাধারণ মানুষ এখন নতুন চাপে পড়ছেন। পারিবারিক সঞ্চয় ও বিয়ের পরিকল্পনাতেও সরাসরি পড়েছে এই দামের প্রভাব। ডিসেম্বরের আরবিআই ও ফেডের বৈঠকের দিকে নজর থাকবে।

আজ

১৯২১



ভারতে শ্বেত বিপ্লবের জনক ভার্গিস কুরিয়েনের জন্ম এই দিনে।

১৯৭২



আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেতা অর্জুন রামপাল।

আলোচিত



মৃত তৃণমূল আর ঋত তৃণমূল। এর মধ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত তৃণমূল শেষ হয়ে গিয়েছে। আর ঋত তৃণমূল আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর আশীর্বাদে, তাঁর হাতের ছোঁয়ায় চলছে। যেদিন হাত নামিয়ে দেবেন, সেদিন শেষ হয়ে যাবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলে দিয়েছিলেন, আমরা চাইলে ২৮০টা ভোট আমাদেরই দেবে। মিথ্যে কথা কিছু বলেননি। মৃত তৃণমূলের কেউ নেই আর ঋত তৃণমূলের সকলে আমাদের দয়াদাক্ষিণ্যে রয়েছেন।

- শারদ্বত মুখোপাধ্যায়

ভাইরাল/১



ব্রাজিলে বন্যার জলে আটকে পড়া একটি গাড়ির ভিতরে ছিলেন এক বৃদ্ধ। জলের টানে ধীরে ধীরে গাড়িটি তলিয়ে যেতে শুরু করে। পরিস্থিতি বুঝে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এক ডাক্তার সার্ফবোর্ড এবং হাতুড়ি নিয়ে গাড়ির কাছে পৌঁছে দরজা খুলতে না পেরে সাইড কাচ ভেঙে বৃদ্ধকে উদ্ধার করে প্রাণ বাঁচান। সাহসী ওই ডাক্তার 'নায়ক' তকমা দিল নেটপাড়া।

ভাইরাল/২



পাকিস্তানে 'সোয়াত প্রিমিয়ার লিগ'-এর ম্যাচে এক ব্যাটারের বিশাল ছক্কা স্টেডিয়ামের বাইরে উড়ে যায়। ঠিক তখনই পাশের রাস্তায় চলন্ত বাইকের পেছনে এক সওয়ারি ভারসাম্য সামলে অবিশ্বাস্যভাবে বলটি তালুবন্দি করেন। স্টেডিয়ামের বাইরে এই দুর্দান্ত ক্যাচের ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় এখন ভাইরাল।

জনমন জনমত

রাসমেলা ও শৈশব স্মৃতি

কোচবিহার আমার কাছে এক আবেগ ও ভালোবাসার জায়গা। সেখানে মা-বাবা, ভাইবোন, শৈশব-কৈশোরের বন্ধুবান্ধব, স্কুলের সহপাঠী, মাস্টারমশাইদের বেতের বাড়ি ও স্নেহ, পাড়ার খেলার মাঠ, শিবযজ্ঞ, ডাঙ্গরআই দিঘির পাড়ে রথে চেপে মদনমোহন ঠাকুরের আগমন- সব স্মৃতি আজও উজ্জ্বল।

প্রায় ৬২-৬৩ বছর আগে মা-বাবার হাত ধরে প্রথম রাসমেলায় যাওয়া। একটা টমটম গাড়ি পাওয়া ছিল স্বপ্ন, যার কের কের আওয়াজ কোচবিহার বিমানবন্দরে প্লেন নামার শব্দের চেয়েও মিষ্টি লাগত। মেলার অন্যতম আকর্ষণ ছিল সার্কাস- বাঘ, হাতি, ঘোড়া, বামনবীর জোকার আর শূন্যে রিংয়ে ছেলেমেয়েদের ঝোলাঝুলি দেখার আনন্দ ছিল অমূল্য। অভাবের সংসারে বড় ছেলে হিসেবে আমিই সার্কাস দেখার সুযোগ পেতাম। মদনমোহনবাড়িতে মৃৎশিল্পী নিতাই পালের তৈরি কংস বধ, একলব্য ও অর্জুন, শিব-পার্বতী কিংবা বিশালাকায় পুতনা রাক্ষসীর বুকে ছোট্ট শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি দেখতাম। আর বাবার কোলে চেপে রাসচক্র ঘোরানোর সেই স্মৃতি আজও ১৬০ কিলোমিটার দূরে বসে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে মনের মণিকোঠায় উঁকি দেয়।

১৮১২ সালের রাসপূর্ণিমায় মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ ভেটাগুড়ির নতুন রাজপ্রাসাদে গৃহপ্রবেশের স্মৃতিতে মদনমোহনের পুজো উপলক্ষ্যে এই মেলার সূচনা করেন। ১৮৮৯-১৮৯০ সালে মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ বর্তমান শহরে মদনমোহন মন্দির প্রতিষ্ঠা করলে মেলাটি এখানে চলে আসে এবং ১৯১২ সাল থেকে সংলগ্ন রাসমেলা ময়দানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ৩০-৩৪ ফুট উঁচু বাঁশ ও কাগজের ঐতিহ্যবাহী রাসচক্র বংশপরম্পরায় ঘুঘুমারির এক মুসলিম পরিবার তৈরি করে, যা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনন্য নজির। ১৫-২০ দিনব্যাপী উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সবচেয়ে বড় এই মেলা ও উৎসব শান্তি, সৌহার্দ্য ও আনন্দের সঙ্গে সম্পন্ন হোক- শ্রীশ্রী মদনমোহন ঠাকুরের চরণে এই প্রার্থনাই করি।

অসীম অধিকারী
সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি।

সপ্তাহে দু'দিন চলুক পাহাড়িয়া

এনজেপি থেকে দিঘা- একটাই মাত্র ট্রেন পাহাড়িয়া এক্সপ্রেস, তাও সপ্তাহে একদিন। দু'মাস আগেও টিকিট পাওয়া কঠিন! উত্তরবঙ্গের বর্তমান সাংসদ যাঁরা আছেন, তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই, এই ট্রেনটি সপ্তাহে দু'দিন করে আসা-যাওয়ার ব্যবস্থা করা খুব প্রয়োজন। সেইসঙ্গে একটি ট্রেন কোচবিহার থেকেও চালু করা দরকার। পর্যটকদের এই সময়ের অতি প্রয়োজনীয় দাবি এটি। এর ফলে উত্তরবঙ্গের পর্যটকরা যেমন সহজেই দক্ষিণবঙ্গে যাবেন, তেমনই দক্ষিণের পর্যটকরাও সহজেই উত্তরবঙ্গে আসতে পারবেন। এতে উভয় বঙ্গের পর্যটন ব্যবসার আরও উন্নতি হবে। এ ব্যাপারে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক এবং আমাদের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

কল্যাণ রায় বসুনিয়া, কোচবিহার।

চিতই পিঠের অর্ঘ্যে নাটাইপুজো

অগ্রহায়ণের উঠোনে পিঠে, আলপনা ও ব্রতকথায় বেঁচে রয়েছে নারীদের নাটাইচণ্ডীর প্রাচীন লোকাচার।

মনোমিতা চক্রবর্তী





অগ্রহায়ণ এলেই বাংলার গ্রামাঞ্চলে নতুন ধানের গন্ধে জমে ওঠে নবান্নের প্রস্তুতি। ঘরে ঘরে পিঠেপুলি তৈরির ব্যস্ততার পাশাপাশি অনেক পরিবারে ফিরে আসে পুরোনো এক লোকাচার, নাটাইপুজো। দেবী নাটাইচণ্ডীকে উদ্দেশ্য করে পালিত এই ব্রত পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও ঢাকা অঞ্চলে প্রচলিত বলে জানা যায়। উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারের বিভিন্ন এলাকাতেও এই পুজো ঘিরে রয়েছে পারিবারিক আয়োজন। অগ্রহায়ণ মাসের প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় ব্রত পালনের রীতি রয়েছে। এক রবিবার শুরু করলে পরপর বাকি তিন রবিবারও পালনের চল আছে। এই ব্রতের যোগ নতুন ধানের উৎসবের সঙ্গেও।

নাটাইপুজোর একটি প্রস্তুতি রয়েছে। ব্রতী পুজোর আগের দিন বাড়ির মূল দরজায় দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে দেবীকে ঘরে আসার আমন্ত্রণ জানান। অগ্রহায়ণের প্রথম রবিবার তুলসীতলার সামনে ছোট চৌকো পুকুরের মতো গর্ত কাটা হয়। তার মাটিতে জল ছিটিয়ে শুদ্ধ করা হয়। এরপর জায়গাটি ভালো করে মুছে নেওয়া হয়। শুধু পুকুরের ধার নয়, পরিষ্কার করা হয় গোটা উঠোনও। আতপ চালের গুঁড়ো দিয়ে আঁকা হয় আলপনা। তার ওপর আমের পল্লব সহ ঘট বসানো হয়। জ্বালানো হয় ধূপ ও দীপ। ছোট্ট উঠোনেই তৈরি হয় পুজোর পরিসর।

এই ব্রতের প্রধান অর্ঘ্য বাড়িতে তৈরি চিতই পিঠে। মোট চোদ্দোটি পিঠে দেবীকে নিবেদন করা হয়। তার মধ্যে সাতটি লবণ ছাড়া, বাকি সাতটি লবণ দেওয়া। পিঠের ওপর দেওয়া হয় আখের গুড়। প্রথম দিকের রবিবারগুলিতে কচুপাতার ওপর পিঠে সাজিয়ে অর্ঘ্য দেওয়া হয়। শেষ রবিবারের আয়োজন কিছুটা আলাদা। একটি কুলোর মধ্যে কলাপাতা বিছিয়ে তার ওপর চোদ্দোটি কচুপাতা সাজানো হয়। সেই পাতায় রাখা হয় লবণযুক্ত ও লবণছাড়া চিতই পিঠে। পাশাপাশি থাকে আরও পাঁচরকম পিঠে ও পায়েস। ফলমূলও নিবেদন করা হয় দেবীকে। অঞ্চলভেদে উপকরণ ও নিবেদনের নিয়ম বদলাতে পারে। নতুন চালের পিঠে নিবেদন তাই শুধু খাদ্য নয়, এখানে নতুন ফসলকে ঘিরে কৃতজ্ঞতা ও সমৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষারও প্রকাশ।

নাটাইপুজোয় পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। সাধারণত গৃহকর্ত্রী বা পরিবারের মহিলারাই নিজের হাতে ব্রত পালন করেন। প্রতিটি রবিবারের আয়োজন ঘিরে তাঁদের ব্যস্ততা, আনন্দ ও ভক্তি মিশে থাকে পারিবারিক মিলনেও। সন্ধ্যার আলো ফিকে হলে ব্রতী ছোট্ট পুকুরে জল ও দুধ ঢালেন। সন্ধ্যাপ্রদীপ, আলপনা, ধূপ ও দীপের আলোয় মুহূর্তটি হয়ে ওঠে শান্ত, মায়াময়। পুজো শেষে পরিবারের ছোট-বড় সবাই একসঙ্গে বসে ব্রতকথা শোনেন। সেই কাহিনীতে থাকে হারানো ধন, বিপদ ও দুঃখের কথা। শেষে দেবীর কৃপায় ফিরে আসে সুখসমৃদ্ধি ও শান্তি। লোকবিশ্বাসে, নাটাইচণ্ডীর ব্রত সংসারের মঙ্গল, উর্বরতা, অভাব দূর হওয়া এবং হারানো জিনিস ফিরে পাওয়ার আশার সঙ্গে জড়িত। মাটির বুকে জল ঢালার এই রীতি উর্বরতা ও প্রাচুর্যের আহ্বান জানায়। নতুন ফসলের প্রার্থনাও এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে।

বাহাদুর অঞ্চলের গেদিপাড়ার বাসিন্দা নাটাইব্রতী শিপ্রা সরকার মনে করিয়ে দিলেন, 'নাটাইপুজো শুধু একটি ব্রত নয়, এটি গ্রামীণ নারীর নীরব প্রার্থনা, সংসারের মঙ্গল চাওয়ার এক সহজ ভাষা। বড় কোনও আয়োজন নেই, পুরোহিতের বড় বড় মন্ত্রোচ্চারণ নেই। এই পুজোর মধ্যে আছে শুধু গভীর আবেগ আর মাটির টান।' তবে নাটাইপুজোর দিন ও পদ্ধতি সব জায়গায় এক নয়। কোথাও অগ্রহায়ণের প্রতি রবিবার ব্রত পালিত হয়, আবার কিছু অঞ্চলে অগ্রহায়ণের চারটি বুধবার সন্ধ্যায় এই পুজো করার রীতির কথাও জানা যায়। এই ভিন্নতা লোকসংস্কৃতির স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। উঠোনের আলপনা, নতুন চালের চিতই পিঠে, গুড় এবং ব্রতকথার মধ্য দিয়ে এক প্রজন্মের বিশ্বাস পৌঁছে যায় পরের প্রজন্মে। আধুনিকতার ব্যস্ততায় এমন আঞ্চলিক লোকাচার হারিয়ে যাওয়ার আগে সেগুলির তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ জরুরি। এইভাবেই ঘরের আচার হয়ে ওঠে প্রজন্মের স্মৃতি ও পরিচয়।

(লেখক শিক্ষক। জলপাইগুড়ির বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

বিন্দুবিসর্গ



শব্দরঙ্গ ■ ৪৬০৮

১		২	★	৩			
	★	৪			★	★	★
	★		★	৫		৬	
৭	৮	★	★		★	

Ministry of Road Transport and Highways
Government of India

ভারতীয় জাতীয় মহাসড়ক কর্তৃপক্ষ
ভারত সরকার

Government of West Bengal

ডবল ইঞ্জিন সরকার, দ্বিগুণ গতি—নতুন সড়ক, নতুন গতি, নতুন উন্নয়নের দিশা



"যেকোনো দেশের উন্নয়নের যাত্রায় পরিকাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রগতি, কর্মসংস্থান ও শিল্পের প্রসারের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে।"
— প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী

৮,৭০০ কোটি টাকারও বেশি ব্যয়ে ২২টি সড়ক প্রকল্পের
শিলান্যাস ও জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত

শিলান্যাস

- রামনগর বাইপাস-সহ চাউলখোলা থেকে অলংকারপুর পর্যন্ত NH-116B -এর প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ (প্রকল্প মূল্য - ৮১২.৫০ কোটি টাকা)
- ঠাকুরনগর থেকে নাচিন্দা পর্যন্ত NH-116B -এর প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ (প্রকল্প মূল্য - ৪৬৯.৩৫ কোটি টাকা)
- নামখানা থেকে বকখালি পর্যন্ত NH-12-এর প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ (প্রকল্প মূল্য - ২৩৭.০৭ কোটি টাকা)
- ভীমগড় থেকে মল্লারপুর পর্যন্ত NH-14-এর মজবুতিকরণ (প্রকল্প মূল্য - ২৫৭.০৫ কোটি টাকা)
- মল্লারপুর থেকে নলহাটি পর্যন্ত NH-14 -এর মজবুতিকরণ (প্রকল্প মূল্য - ১০০.২৯ কোটি টাকা)
- সুরুল থেকে মল্লারপুর পর্যন্ত NH-114 -এর মজবুতিকরণ এবং পুরন্দরপুর থেকে রঙাইপুর পর্যন্ত সড়ককে দুই লেনে উন্নীতকরণ (প্রকল্প মূল্য - ১৫১.৩২ কোটি টাকা)
- NH-116B-এর নরঘাটে বৃহৎ সেতু নির্মাণ (প্রকল্প মূল্য - ২৩১.৭১ কোটি টাকা)
- মন্তেশ্বর–দাঁইহাট সড়কের (মন্তেশ্বর থেকে দাঁইহাট মোড় পর্যন্ত) প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ (প্রকল্প মূল্য - ১৫১.৯৯ কোটি টাকা)
- বর্ধমান–কাটোয়া সড়কের প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ (প্রকল্প মূল্য - ১৭২.২৯ কোটি টাকা)
- রঘুনাথপুর–চন্দনকিয়ারি–চাস সড়কের (গোয়াই নদী চেকপোস্ট পর্যন্ত) প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ, (প্রকল্প মূল্য - ২৩৫.২৬ কোটি টাকা)
- মগরা–সুলতানগাছা–খানপুর –দশঘরা সড়কের প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ (প্রকল্প মূল্য - ১৮৭.৩৩ কোটি টাকা)
- বিষ্ণুপুর–বেলিয়াঘাটা সড়কের (লাঙলপোতা থেকে কাঁচকল পর্যন্ত) সেতু-সহ প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ (প্রকল্প মূল্য - ১৫৪.৮০ কোটি টাকা)
- এসটিকেকে (STKK) সড়কের (বান্দেবাজ, গুপ্তিপাড়া থেকে কাটোয়া পর্যন্ত) প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ (প্রকল্প মূল্য - ২৯১.৬৪ কোটি টাকা)
- জুবিলি মোড় থেকে রুনাকুড়াঘাট পর্যন্ত সড়কের প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ (প্রকল্প মূল্য - ২০৫.২০ কোটি টাকা)
- রঘুনাথপুর–চেলিয়ামা সড়কের (ট্রাফিক মোড় থেকে পাকুড়ি মোড় পর্যন্ত) প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ (প্রকল্প মূল্য - ১৮২.৭১ কোটি টাকা)
- আরামবাগে দ্বারকেশ্বর নদীর উপর কালিপুর থেকে দৌলতপুর সংযোগকারী নতুন সেতু নির্মাণ (প্রকল্প মূল্য - ৩৭৫.৭৮ কোটি টাকা)
- সড়ক নিরাপত্তা প্রকল্পে NH-12 -এর বারাসত–কৃষ্ণনগর–বহরমপুর অংশে ২০টি ভেহিকুলার আন্ডারপাস (VUP)/লাইট ভেহিকুলার আন্ডারপাস (LVUP) নির্মাণ (প্রকল্প মূল্য - ৭৬৭ কোটি টাকা)
- সড়ক নিরাপত্তা প্রকল্পে NH-12 -এর বহরমপুর–ফারাক্কা–রায়গঞ্জ–ডালখোলা অংশে ২৫টি ভেহিকুলার আন্ডারপাস (VUP)/লাইট ভেহিকুলার আন্ডারপাস (LVUP) নির্মাণ (প্রকল্প মূল্য - ৬৯০ কোটি টাকা)
- সড়ক নিরাপত্তা প্রকল্পে NH-19 -এর বরওয়াড্ডা–পানাগড় অংশে ১২টি ভেহিকুলার আন্ডারপাস (VUP)/লাইট ভেহিকুলার আন্ডারপাস (LVUP) নির্মাণ (প্রকল্প মূল্য - ২৭৭ কোটি টাকা)
- সড়ক নিরাপত্তা প্রকল্পে NH-১২-এর বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ের মজবুতিকরণ (প্রকল্প মূল্য - ৭৮ কোটি টাকা)

জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত



- ১৯ নং জাতীয় সড়কের পালসিট থেকে ডানকুনি অংশের ৬-লেন প্রশস্তিকরণ (প্রকল্প মূল্য - ২১৯৩ কোটি টাকা)
- ফারাক্কায় গঙ্গা নদীর ওপর নির্মিত ৪-লেন বিশিষ্ট সেতু (প্রকল্প মূল্য - ৫২১ কোটি টাকা)



উদ্বোধন করবেন
নিতিন গডকরী
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও রাজপথ মন্ত্রক

এবং

শুভেন্দু অধিকারী
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ
সভাপতিত্বে

বৃহস্পতিবার, ২৬ নভেম্বর, ২০২৬ তারিখ দুপুর ১২.৩০ টা, কোলাঘাট, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ

প্রকল্পগুলির প্রধান সুবিধাসমূহ



- নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন স্থানীয় যাতায়াত নিশ্চিত করতে NH-12 ও NH-19 এর উপর ৫৭টি ভেহিকুলার আন্ডারপাস (VUP)/লাইট ভেহিকুলার আন্ডারপাস (LVUP) নির্মাণ
- NH-116B-এর উপর রামনগর বাইপাস নির্মাণে শহরের যানজট হ্রাস ও যান চলাচল সুগম
- দ্রুত ও সর্ব ঋতুতে নির্বিঘ্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে নরঘাট ও দ্বারকেশ্বর নদীর উপর ২টি বৃহৎ সেতু নির্মাণ
- দুই লেনের সড়ক উন্নয়ন ও বাইপাস নির্মাণের মাধ্যমে যাত্রার সময়ে আধ ঘণ্টা সাশ্রয়
- NH-12, NH-19 এবং রাজ্য সড়কের দুর্ঘটনাপ্রবণ অংশগুলিতে নিরাপদ যাত্রা
- দিঘা, মন্দারমণি, তাজপুর ও বকখালিতে পর্যটন ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রসার
- ঝাড়খণ্ড সীমান্তবর্তী গোয়াই নদী চেকপোস্ট পর্যন্ত আন্তঃরাজ্য পণ্য পরিবহণে সময়ের সাশ্রয়



গৌরবময় উপস্থিতি

অজয় টামটা
কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও রাজপথ মন্ত্রক

শান্তনু ঠাকুর
কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, বন্দর, জাহাজ এবং জলপথ মন্ত্রক

সুকান্ত মজুমদার
কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, শিক্ষা এবং উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক

হর্ষ মালহোত্রা
কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও রাজপথ মন্ত্রক

মাননীয় সাংসদ

শমীক ভট্টাচার্য
ডা. শর্মিলা সরকার
খগেন মুর্মু
জগন্নাথ সরকার
কীর্তি আজাদ ঝা
সামিরুল ইসলাম

অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়
জ্যোতির্ময় সিং মাহতো
ইশা খান চৌধুরী
মহুয়া মৈত্র
কার্তিক চন্দ্র পাল
বিশ্বজিৎ সিনহা (রাহুল সিনহা)

সৌমেন্দু অধিকারী
অরূপ চক্রবর্তী
খলিলুর রহমান
সৌগত রায়
পার্থ ভৌমিক
রুক্মিণী মল্লিক

জুন মালিয়া
বাপী হালদার
রচনা ব্যানার্জী
ইউসুফ পাঠান
মহম্মদ নাদিমুল হক
সুখেন্দুশেখর রায়

অসিত কুমার মাল
শত্রুঘ্ন প্রসাদ সিন্‌হা
সৌমিত্র খাঁ
বাবুল সুপ্রিয় বরাল
ডেরেক ও'ব্রায়ান
রাজীব কুমার

শতাব্দী রায়
মিতালি বাগ
কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়
মমতাবালা ঠাকুর
দোলা সেন
সাগরিকা ঘোষ

FOR LIVE STREAMING : www.facebook.com/nitingadkary https://twitter.com/nitin_gadkari www.youtube.com/c/NitinGadkariOfficial

শুধু সড়কই নয়, জাতি গঠনে রত

CBC 37107/13/0027/2627



৭৫ বছরের প্রথা ভেঙে প্রথম মা হিসেবে মিস ইউনিভার্স খেতাব জয় করলেন পুয়ের্তো রিকোর ২৭ বছর বয়সি জেনিফার ব্যারেটো। ১১৬টি দেশের প্রতিযোগীদের পেছনে ফেলে সান জুয়ানের গ্র্যান্ড ফিনালেতে এই ঐতিহাসিক জয়।

শত্রু বামপন্থীরা, ‘দয়ায়’ ঋত-তৃণমূল

কলকাতা, ২৫ নভেম্বর : বিধাননগরের একটি মঞ্চে দাঁড়িয়ে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদত মুখোপাধ্যায়ের বেফাঁস মন্তব্য বঙ্গ রাজনীতিতে এক ঢিলে দুই বিপরীতমুখী ঢেউ তুলে দিয়েছে। একদিকে তা যেমন বাংলার মাটিতে বামপন্থীদের পুনরুত্থানের সম্ভাবনা নিয়ে গেরুয়া শিবিরের অন্দরের উদ্বেগকে স্পষ্ট করল, অন্যদিকে তেমনই আদালত ও নির্বাচন কমিশনের লড়াইয়ের চূড়ান্ত পর্বে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরকে কার্যত রাজনৈতিক অক্সিজেন জুগিয়ে দিল।

সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে শারদতকে বলতে শোনা গিয়েছে, তৃণমূলকে একবার হারানো গিয়েছে, প্রয়োজনে বারবার হারানো যাবে। কিন্তু বিজেপির সামনে ‘নতুন থ্রেট’ হল বামপন্থা ও বামপন্থীরা। সিপিএম সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হলেও মূল লড়াইটা তাদের সঙ্গেই। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের বড় অংশ কিন্তু স্বাস্থ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যকে নিছক ব্যক্তিগত মত বলে উড়িয়ে দিতে নারাজ। আসলে এর নেপথ্যে রয়েছে আগামী দিনের স্পষ্ট রাজনৈতিক পাটিগণিত। বিগত পনেরো বছরের দুর্নীতির বোঝা ঘাড়ে নিয়ে তৃণমূল দ্রুত ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার করতে পারবে না, তা শাসক শিবির যেমন বোঝে, তেমনই উপলব্ধি করছে তৃণমূলও। এই বিরোধী শূন্যস্থান ভরাট করে কলকাতা, হাওড়া-সহ একাধিক পুরসভা এবং আগামী বছরের পঞ্চায়েত ভোটে বিজেপির প্রধান প্রতিপক্ষ হয়ে উঠতে ময়দানে নেমে পড়েছে বামেরা। সম্প্রতি যাদবপুর কিংবা বুক স্টল বিতর্কে মুখ্যমন্ত্রী নিজেও বারবার বামেদের নিশানা করে বার্তা দিয়েছেন, তৃণমূলকে রাজনৈতিকভাবে খতম করার পাশাপাশি বামপন্থীদের বাড়বাড়ন্ত রোখাই তাঁদের লক্ষ্য। শারদতের মন্তব্য সেই কৌশলগত অবস্থানেরই প্রতিধ্বনি বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। স্বাভাবিক ভাবেই শাসক শিবিরের এই ‘স্বীকৃতি’ তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করছে আলিমুদ্দিন। ভিডিওটি শেয়ার করে সিপিএম নেতা শতরূপ ঘোষের তির্যক রসিকতা, ‘আমার তো বেশ ভালো লাগল, আপনাদের কেমন লাগছে সেটা জানাবেন?’

বামেদের গুরুত্ব দিয়ে দলের রাজনৈতিক লাইন স্পষ্ট করলেও, তৃণমূল প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে যেন উলটো বিপত্তি ডেকে আনলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। মৃত তৃণমূলের কেউ নেই বলে দাবি করেই তাঁর মন্তব্য, মুখ্যমন্ত্রীর আশীর্বাদ আর শাসকদলের দয়া-দাক্ষিণ্যেই চলছে ঋত তৃণমূল। মুখ্যমন্ত্রীর হাত সরে গেলেই সেই দল শেষ হয়ে যাবে! আর এখানেই শুরু হয়েছে বিতর্ক। বিধানসভা ভোটের পর প্রধান বিরোধী দলের স্বীকৃতি ঝুলিয়ে রেখেছিলেন অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বসু। পরে পরিষদীয় দলে ভাঙন ধরিয়ে মমতা মনোনীত নেতাকে অস্বীকার করে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বিদ্রোহী গোষ্ঠী নিজেদের আসল তৃণমূল দাবি করলে, মমতা শিবিরের আপত্তি উড়িয়ে তাঁদেরই প্রধান বিরোধী দলের স্বীকৃতি দেন অধ্যক্ষ। দলের নাম ও প্রতীক নিয়ে নির্বাচন কমিশনে টানাপোড়েনের পাশাপাশি বিষয়টি হাইকোর্টেও বিচারাধীন—শুনানি শেষ হয়েছে, যেকোনও দিন রায় ঘোষণা হতে পারে। মামলায় মমতা শিবিরের মূল অভিযোগই হল, আগে তালিকা জমা দেওয়া সত্ত্বেও পরিকল্পিতভাবে তাঁদের উপেক্ষা করে পুলিশ-প্রশাসনের সাহায্যে দল ভেঙে বিধানসভায় বিজেপির বশংবদ ‘বি টিম’ তৈরি করা হয়েছে। হাইকোর্টের রায়ের ঠিক আগে শারদতের ‘আশীর্বাদ’-তত্ত্ব কার্যত সেই অভিযোগেই সিলমোহর বসিয়ে দিল!

সুযোগ লুফে নিতে এক মুহূর্ত দেরি করেনি মমতা শিবির। বিধায়ক কুণাল ঘোষের চাঁচাছোলা আক্রমণ, ‘শারদতের কথায় চাটন শিবিরের মুখোশ খুলে গিয়েছে। এটা ওদের অস্তিত্বের বিশ্বাসযোগ্যতায় কুঠারাঘাত।’ মুখরক্ষায় পালটা হুঁশিয়ারি দিয়ে ঋতব্রত তৃণমূলের মুখ্যসচেতক আখরুজ্জামান বলেন, ‘বিরোধিতা কাকে বলে শারদত মুখোপাধ্যায় এবার দেখবেন।’ অন্যদিকে, শারদতের অতীত বেফাঁস মন্তব্যের নজির টেনে বিজেপির একাংশ বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে নারাজ। পরিস্থিতি সামাল দিতে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের ব্যাখ্যা, বিরোধীরা এখন অস্তিত্বহীন, সম্ভবত সেটাই বোঝাতে চেয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী।

ফের বেফাঁস শারদত



আমার তো বেশ ভালো লাগল, আপনাদের কেমন লাগছে সেটা জানাবেন
শতরূপ ঘোষ



বিরোধিতা কাকে বলে শারদত মুখোপাধ্যায় এবার দেখবেন।
আখরুজ্জামান



চাটন শিবিরের মুখোশ খুলে গিয়েছে। ওদের অস্তিত্বের বিশ্বাসযোগ্যতায় কুঠারাঘাত।
কুণাল ঘোষ

‘হাসিনার ইচ্ছা এবং প্রত্যর্পণ ভিন্ন বিষয়’

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বর : শেখ হাসিনা ইস্যুতে ঢাকাকে এবার গুগলি দিল নয়াদিল্লি।

বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসে স্বদেশে ফিরতে চান বলে মঙ্গলবার মুখপাত্র মারফত ঘোষণা করেছিলেন। তারেক রহমানের সরকারকে আকাশপথে দেশে ফেরানোর বন্দোবস্ত করতেও বলেছিলেন তিনি। তার জবাবে বাংলাদেশ বলেছিল, শেখ হাসিনাকে শুধুমাত্র প্রত্যর্পণই করা যাবে। এই নিয়ে ঢাকা শুধুমাত্র নয়াদিল্লির সঙ্গেই কথা বলবে, আওয়ামী লিগ সভানেত্রীর সঙ্গে নয়। এই অবস্থায় বুধবার কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রীকে দেশে ফেরাতে বাংলাদেশের প্রত্যর্পণের আবেদন এবং হাসিনার নিজের দেশে ফেরার ইচ্ছা, এই দুটি বিষয়কে সম্পূর্ণ আলাদা করে দেখা দরকার। অর্থাৎ, ঢাকার কূটনৈতিক অনুরোধের সঙ্গে হাসিনার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তকে এক করে দেখতে নারাজ ভারত।

নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করে বুধবার বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, ‘শেখ হাসিনা বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী। বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং বর্তমান সরকারের মধ্যেকার বিষয় নিয়ে ভারতের কিছু বলার নেই। তবে হাসিনার নিজের দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ তাঁর ব্যক্তিগত বিষয়। তিনি বলেন, ‘নিজের দেশে স্বেচ্ছায় ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত এবং বাংলাদেশের পক্ষ থেকে তাঁকে প্রত্যর্পণের মাধ্যমে ফেরত চেয়ে পাঠানো কূটনৈতিক বার্তা-দুটি সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। ঢাকার তরফে পাঠানো প্রত্যর্পণের অনুরোধ ভারতের প্রচলিত আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া মেনেই বিবেচনা করা হচ্ছে।’

নয়াদিল্লির এই কূটনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখার নীতিতে ঢাকা খানিকটা হলেও ফাঁপরে। যদিও বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ এদিন জানিয়েছেন, হাসিনা দেশে ফিরবেন কি না, তা সম্পূর্ণ তাঁর নিজের সিদ্ধান্ত। তাঁকে দেশে ফেরানোর প্রশ্নে বাংলাদেশ সরকার কোনও চাপের মধ্যে নেই বলেও দাবি করেছেন তিনি। তাঁর দাবি, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে থাকা প্রত্যর্পণ চুক্তি মেনেই হাসিনাকে দেশে ফেরানো সম্ভব। সেই অনুযায়ী ভারতকে কূটনৈতিক চ্যানেলে চিঠি পাঠানো হয়েছে। নয়াদিল্লি আইন অনুযায়ী বিষয়টি পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে বলেও আশা প্রকাশ করেছেন তিনি। এদিকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনালের প্রধান কৌঁসুলি মো.আমিনুল ইসলাম জানান, বাংলাদেশের মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার অভিযুক্ত ব্যক্তিদের আশ্রয় দিলে সেটি অপরাধ বলে গণ্য করা হবে। সেক্ষেত্রে আশ্রয়দাতার বিরুদ্ধেও আইনি পদক্ষেপ করা হবে।

কূটনৈতিক মহলের মতে, হাসিনাকে ঘিরে ভারতের সামনে এখন দ্বিমুখী চ্যালেঞ্জ। একদিকে বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখা এবং প্রত্যর্পণ সংক্রান্ত আইনি প্রক্রিয়ার নিষ্পত্তি, অন্যদিকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে কোনও পক্ষের অবস্থানকে সরাসরি সমর্থন করার অভিযোগ এড়ানো। কারণ, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের পরিসর শুধুমাত্র শেখ হাসিনাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত নয়। সীমান্ত নিরাপত্তা, বাণিজ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থা, জ্বালানি সহযোগিতা এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের নিরাপত্তার মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দুই দেশের সম্পর্কের সঙ্গে জড়িত।

এদিকে, দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা গঙ্গার জলবণ্টন চুক্তি নিয়ে রণধীর জয়সওয়াল জানান, এই বিষয়ে দুই দেশের যৌথ নদী কমিশন রয়েছে। পরিস্থিতি এবং সময়ের প্রয়োজন অনুযায়ী কমিশনই পরবর্তী পদক্ষেপ করবে।

বাংলাদেশকে গুগলি ভারতের

হাইকোর্টে সৌরভ

নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বর : ব্রিটেনে যাওয়ার পথে বিমানবন্দরে আটকে দেওয়ার ঘটনায় কেন্দ্রের বিরুদ্ধে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন ককরোচ নেতা সৌরভ দাস। জরুরি শুনানির আর্জি জানিয়ে আদালতে পিটিশন দাখিল করেছেন তিনি। কোনও লুকআউট নোটিশ ছাড়াই অবৈধভাবে তাঁকে বিদেশযাত্রায় বাধা দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেছেন তাঁর আইনজীবী। আগামীকাল মামলার শুনানি। সৌরভ কাণ্ডে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানিয়েছেন, কোনও রাজনৈতিক পদক্ষেপ নয়, নিয়ম মেনেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

উমরদের জামিন অধরাই

নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বর : ২০২০ সালের দিল্লি হিংসা ষড়যন্ত্র মামলায় ছাত্রকর্মী উমর খালিদ ও শারজিল ইমামকে এখনই অন্তর্বর্তী জামিন দিল না সুপ্রিম কোর্ট। দিল্লি পুলিশের জবাব না শুনে তাঁদের কোনও অন্তর্বর্তী স্বস্তি দিতে নারাজ শীর্ষ আদালত। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চ দিল্লি পুলিশকে নোটিশ পাঠিয়ে অবস্থান জানতে চেয়েছে। উমরদের দ্রুত জামিনের আবেদন করলে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত জানান, ‘আজ নয়।’ ইউএপিএ আইনে দীর্ঘ কারাবাস জামিনের যুক্তি হতে পারে কি না, পূর্ববর্তী রায়ের সেই সংঘাত মেটাতে তিন বিচারপতির বৃহত্তর বেঞ্চ গঠনেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সুব্রত-মুখ্যমন্ত্রী সাক্ষাৎ

কলকাতা, ২৫ নভেম্বর : আরএসএসের পূর্ব ক্ষেত্রের প্রচার প্রমুখ সুব্রত চট্টোপাধ্যায়ের পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরের বাড়িতে গেলেন মুখ্যমন্ত্রীশুভেন্দু অধিকারী। সম্প্রতি সুব্রতর মাতৃবিয়োগ হয়েছে। এদিন সুব্রত ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে দেখা করে সমবেদনা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। দিলীপ ঘোষ বিজেপির রাজ্য সভাপতি থাকাকালীন সুব্রত ছিলেন রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক সংগঠন। কিন্তু ’২১-এর বিধানসভা ভোটের মুখে আচমকা তাঁকে সরিয়ে দিয়ে দায়িত্ব দেওয়া হয় অমিতাভ চক্রবর্তীকে। আরএসএসই তাঁকে রাজ্য বিজেপি থেকে সংঘের দায়িত্বে ফিরিয়ে এনেছিল। সম্প্রতি রাজ্যের সংগঠনের দায়িত্ব থেকে অমিতাভর বিকল্প খোঁজা শুরু হয়েছে। সেই নিরিখে এদিন মুখ্যমন্ত্রী ও সুব্রতর সাক্ষাৎকে তাৎপর্যপূর্ণ মনে করছে দল।



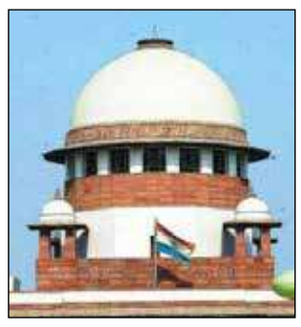
বুধবার কলকাতার মল্লিকবাজারে এক আবাসনে ভয়াবহ আগুন।

২০ সাংসদের ভাগ্য ঝুলে, সুপ্রিম নোটিশ

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বর : তৃণমূল ছেড়ে অন্য শিবিরে পা বাড়ানো বাংলার ২০ জন সাংসদের ভাগ্য যখন লোকসভার স্পিকারের কলমের ডগায় ঝুলছে, ঠিক তখনই দলবদলের রাজনীতিতে বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন ঝুলিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। দলত্যাগ বিরোধী আইনের কোপ এড়াতে সাংসদ বা বিধায়কদের ‘কৌশলগত পদত্যাগ’ কি তবে আর চলবে না? ইস্তফা দিলেই কি অযোগ্যতার খাঁড়া থেকে রেহাই মেলে? এই জ্বলন্ত প্রশ্নে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলায় কেন্দ্র ও নির্বাচন কমিশন-সহ একাধিক সংস্থার জবাব তলব করেছে শীর্ষ আদালত।

প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মহনার বেঞ্চ এএ সেতুর দায়ের করা জনস্বার্থ মামলাটির শুনানিতে এই নোটিশ জারি করে। সংবিধানের দশম তপশিলের আওতায় কোনও জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে অযোগ্য ঘোষণার প্রক্রিয়া শুরু হলেই, পদত্যাগ করে গোটা আইনি প্রক্রিয়াকে কার্যত নিষ্ক্রিয় করে দেওয়ার যে চেনা কৌশল দেশজুড়ে চলছে, তা রুখতেই কড়া আইনি সুরক্ষার আর্জি জানানো হয়েছে মামলায়। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজনৈতিক আবহে এই মামলার তাৎপর্য অপরিসীম। বিধানসভা



ভোটের ফলের পরই তৃণমূল ছেড়ে অন্য দলে নাম লিখিয়েছেন ২০ জন সাংসদ। তাঁদের বিরুদ্ধে দলত্যাগ বিরোধী আইনে ব্যবস্থা নিতে লোকসভার স্পিকারের দ্বারস্থ হয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিযুক্ত সাংসদরা নিজেদের জবাবও জমা দিয়েছেন। এখন শুধু স্পিকারের চূড়ান্ত রায়ের অপেক্ষা।

আবেদনকারীর জোরালো যুক্তি, অযোগ্যতার শুনানি চলাকালীন জনপ্রতিনিধি ইস্তফা দিয়ে দিলে গোটা আইনটাই প্রহসনে পরিণত হয়। মূল অভিযোগের নিষ্পত্তি হওয়ার আগেই উপনির্বাচন হয়ে যায়, বদলে যায় সরকার গড়া বা টিকিয়ে রাখার অঙ্ক-যা সরাসরি জনতার রায় ও দশম তপশিলের মূল উদ্দেশ্যকেই খর্ব করে। তাই মামলায় তিনটি সুনির্দিষ্ট দাবি তোলা হয়েছে-প্রথমত, ইস্তফা দিলেও অযোগ্যতার প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে থামানো যাবে না। দ্বিতীয়ত, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধিকে মন্ত্রী বা কোনও লাভজনক রাজনৈতিক পদে বসানো নিষিদ্ধ করতে হবে। এবং তৃতীয়ত, পদত্যাগ সত্যিই স্বেচ্ছায় কি না, তা যাচাইয়ে স্পিকার বা চেয়ারম্যানদের জন্য নির্দিষ্ট নির্দেশিকা তৈরি করতে হবে। শীর্ষ আদালতের এই পদক্ষেপে দলবদলের পরিচিত অঙ্ক যে নতুন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ল, তা বলাই বাহুল্য।

মামলা ডিভিশন বেঞ্চে ফেরত পাঠানোর প্রস্তাব

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বর : কলকাতা পুরসভার নির্বাচন অযৌক্তিকভাবে পিছিয়ে রাখা উচিত নয়। ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত পুরসভার নির্বাচন স্থগিত রাখতে বলে কলকাতা হাইকোর্ট যে নির্দেশ দিয়েছিল তাতে বুধবার এমনই পর্যবেক্ষণ করেছে সুপ্রিম কোর্ট। একইসঙ্গে ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত মামলাটি দ্রুত নিষ্পত্তির স্বার্থে হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের পরিবর্তে ডিভিশন বেঞ্চে ফেরত পাঠানোর প্রস্তাবও দিয়েছে শীর্ষ আদালত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দায়ের করা মামলার শুনানিতে এদিন প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনাকে নিয়ে গঠিত বেঞ্চ এই প্রস্তাব দেয়। আদালতের বক্তব্য, নির্বাচন প্রক্রিয়া অযৌক্তিকভাবে দীর্ঘায়িত হওয়া কাম্য নয়। তবে ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস নিয়ে ওঠা আইনি ও প্রশাসনিক প্রশ্নগুলিরও যথাযথ বিচার হওয়া প্রয়োজন।

শুনানিতে সুপ্রিম কোর্টের তরফে প্রস্তাব দেওয়া হয়, হাইকোর্টের অন্তর্বর্তী নির্দেশ খারিজ করে মামলাটি নতুন করে বিবেচনার জন্য ফেরত পাঠানো যেতে পারে। সিঙ্গল বেঞ্চের পরিবর্তে ডিভিশন বেঞ্চে মামলাটির শুনানি হলে দ্রুত সিদ্ধান্তে পৌঁছোনো সম্ভব বলেও মনে করছে শীর্ষ আদালত। রাজ্য সরকারের আইনজীবীদের তোলা সমস্ত তথ্যগত ও আইনি যুক্তি হাইকোর্টের আগের নির্দেশে বিবেচিত হয়নি বলেও জানিয়েছে বেঞ্চ। রাজ্যের পক্ষে সওয়াল করেন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা। আগামী সোমবার ফের এই মামলার শুনানি হবে।

উত্থান সেনসেক্সের

মুম্বই, ২৫ নভেম্বর : আন্তর্জাতিক শেয়ার বাজারে অস্থিরতা থাকলেও ফের বড় অঙ্কের উত্থান হল ভারতীয় শেয়ার বাজারে। এদিন সেনসেক্স ১৫০২.২৯ পয়েন্ট উঠে ৮৩৯৩৮.২৮ পয়েন্টে এবং নিফটি ৪৬৯.৬০ পয়েন্ট উঠে ২৫৮১৯.২৫ পয়েন্টে পৌঁছেছে। একদিনের লেনদেনেই লগ্নিকারীদের সম্পদ বাড়ল প্রায় ৩ লক্ষ ৮৪ হাজার কোটি টাকার। এদিন টাকার দাম বেড়েছে। ডলারের নিরিখে ৯২ টাকা ৬৫ পয়সা হয়েছে।

স্বস্তি রাহুলের

নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বর : আয় বহির্ভূত সম্পত্তি মামলায় লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে সিবিআই ও ইডি তদন্তের নির্দেশ খারিজ করল সুপ্রিম কোর্ট। এলাহাবাদ হাইকোর্টের ওই আদেশ বাতিল করে মামলাটি পুনর্বিবেচনার জন্য এলাহাবাদ হাইকোর্টে ফেরত পাঠিয়েছে শীর্ষ আদালত।

প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চ জানিয়েছে, কর্ণাটকের বিজেপি কর্মী ভিগনেশ শিশিরের আবেদনের আইনি গ্রহণযোগ্যতা সহ সমস্ত দিক হাইকোর্টকে নতুন করে বিবেচনা করতে হবে। একইসঙ্গে এই শুনানিতে কংগ্রেস নেতাকে নিজের যাবতীয় বক্তব্য পেশের পূর্ণ সুযোগ দিতে হবে বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অস্বস্তি সুজিতের

কলকাতা, ২৫ নভেম্বর : নতুন করে অস্বস্তি বাড়ছে প্রাক্তন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু ও মমতা-তৃণমূলের বিধায়ক পরেশরাম দাসের। পুরনিয়োগ দুর্নীতিতে বুধবার সুজিতের শ্যালককে তলব করেছে সিবিআই। অপরদিকে ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাসের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ আগেই ছিল। এবার গণধর্ষণের অভিযোগে ক্যানিং থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে।

ভারতীয় পণ্যে ফের ট্রাম্পের শুল্ক-কাঁটা

ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বর : ভাঙবেন তবু মচকাবেন না। সাম্প্রতিক ভোটে ভরাডুবির পরেও নিজের গোঁ-ই বজায় রাখলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প।

মঙ্গলবার ভারতীয় পণ্যে সর্বোচ্চ ২৫ শতাংশ পর্যন্ত আমদানি শুল্ক চাপানোর প্রস্তাব দিল আমেরিকা। তবে ওয়াশিংটনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক অন্তর্বর্তী বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত হলে এই বর্ধিত শুল্কের বোঝা কমে ১৭ শতাংশে দাঁড়াবে। এটুকুই সুবিধা হবে ভারতের।

মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধির দপ্তর ১৬টি দেশের ওপরে আট মাস ধরে তদন্ত চালানোর পর জানিয়েছে, ভারত সৌর মডিউল ও ইস্পাতে মাত্রাতিরিক্ত উৎপাদন করছে। ভারতের পাশাপাশি কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়ার ক্ষেত্রেও ২৫ শতাংশ এবং চিনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৪০ শতাংশ শুল্কের সুপারিশ করা হয়েছে।

এক শীর্ষ মার্কিন বাণিজ্যকর্তার বক্তব্য, ‘বাধ্যতামূলক শ্রম সংক্রান্ত শুল্কের সঙ্গে এই অতিরিক্ত উৎপাদনের শুল্ক যুক্ত হবে না। কেবল উচ্চতর হারটি ব্যবসায়ীদের দিতে হবে।’ অর্থাৎ, গত জুলাই থেকে চলা ১০ শতাংশ শুল্কের ওপরে এটি চাপবে না। তেল, সার, ওষুধ ও সেমিকন্ডাক্টরে ছাড় থাকছে।



বাণিজ্যমন্ত্রক অতিরিক্ত উৎপাদনের অভিযোগ খারিজ করে জানিয়েছে, ১৪০ কোটি মানুষের বিপুল অভ্যন্তরীণ চাহিদাই ভারতের অর্থনীতির আসল ভিত্তি। আগামী মাসে আমেরিকার ফ্লোরিডায় জি২০ শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে এই বাণিজ্য চুক্তির নিষ্পত্তি হতে পারে।

আমেরিকার সাম্প্রতিক অন্তর্বর্তী নির্বাচনে রিপাবলিকানদের ভরাডুবির অন্যতম প্রধান কারণ ছিল ট্রাম্পের বিতর্কিত শুল্কনীতি। তিনি নিজেও আকারে-ইঙ্গিতে সেই দায় কবুল করেছিলেন। কিন্তু বড় নির্বাচনি ধাক্কা সত্ত্বেও অনড় ট্রাম্প নিজের অবস্থান বদল করতে যে রাজি নন, এই কঠোর শুল্ক প্রস্তাবেই তা ফের স্পষ্ট হল।

নার্সিং, বিএড কলেজে কড়া হাইকোর্ট

কলকাতা, ২৫ নভেম্বর : ক্লাস নেই, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ নেই, শিক্ষক নিয়োগেরও বালাই নেই—রাজ্যে নার্সিং, ফার্মাসি, বিএড আর ডিএলএডের মতো পেশাদারি শিক্ষার নামে কি তবে স্রেফ টাকার বিনিময়ে ডিগ্রি বিক্রির কারবার চলছে? বুধবার এই ভাষাতেই রাজ্যের বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর তীব্র ক্ষোভ উগরে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। অনুমোদন ও পরিকাঠামোর চরম ঘাটতি সত্ত্বেও রমরমিয়ে চলা কলেজগুলোর লাগাম টানতে এদিন বেনজির কড়া নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা।

ঘটনার সূত্রপাত একটি নার্সিং কলেজের পড়ুয়াদের দুর্দশা ঘিরে। দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষা দেওয়ার পরই আচমকা প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষায় বসা নিয়ে ঘোর অনিশ্চয়তায় পড়েন একদল পড়ুয়া। নিরুপায় হয়ে তাঁরা আদালতের দ্বারস্থ হন। শুনানিতে রাজ্যের অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল বিল্বদল ভট্টাচার্য স্বীকার করে নেন, এই ধরনের অনিয়মে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন সাধারণ ও নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরা। তখনই রীতিমতো উদ্বেগ প্রকাশ করে বিচারপতি সিনহার প্রশ্ন, নার্সিংয়ের মতো স্পর্শকাতর পেশায় ন্যূনতম জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ ছাড়া কেউ কীভাবে রোগীর সেবায় যুক্ত হবেন? এভাবে কি চলে?

পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ বাঁচাতে এবং বেআইনি কারবারে তালা ঝোলাতে এদিন জোড়া নির্দেশিকা জারি করেছে আদালত। রাজ্যের সমস্ত নার্সিং প্রতিষ্ঠানের পরিকাঠামো ও শিক্ষার মান খতিয়ে দেখতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিবকে বিশেষ পরিদর্শক দল গড়তে বলা হয়েছে। কোনও আগাম নোটিশ ছাড়াই চলবে আকস্মিক পরিদর্শন। পাশাপাশি ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিলকে নির্দেশ, আগামী শিক্ষাবর্ষে কোনও প্রতিষ্ঠানের পুনর্নবীকরণের আগে খুঁটিয়ে তথ্য যাচাই করতে হবে। আর মামলাকারী পড়ুয়ারা যাতে পিছিয়ে না পড়েন, সেজন্য তাঁদের পছন্দের প্রতিষ্ঠানের তালিকা কাউন্সিলের কাছে জমা দিতে বলা হয়েছে। বিএড কলেজগুলোর পরিকাঠামো ও পঠনপাঠনের মান যাচাইয়ে এনসিটিই-কেও বিশেষ দল গড়ে আচমকা হানা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

ক্লাস নেই, শুধু ডিগ্রি বিক্রি

আত্মসমর্পণের নির্দেশ মিলনকে

কলকাতা, ২৫ নভেম্বর : নন্দীগ্রামের কংগ্রেস নেতা মিলন প্রধানের অন্তর্বর্তী জামিনের মেয়াদ আর বাড়াল না কলকাতা হাইকোর্ট। আগামী শুক্রবারের মধ্যে তাঁকে নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ।

আত্মসমর্পণ না করে বারবার জামিনের মেয়াদ বাড়ানোর আবেদন করায় এদিন ক্ষোভপ্রকাশ করে বিচারপতি জানান, নির্বাচনে লড়াই করার জন্যই মিলনকে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন দেওয়া হয়েছিল। তাই আর জামিনের মেয়াদ বাড়ানো সম্ভব নয়। তবে আত্মসমর্পণের পর তিনি নিয়মিত বেঞ্চে জামিনের আবেদন করতে পারবেন। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেন, ‘বিচার ব্যবস্থার প্রতি আমাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে। কিন্তু যাঁদের টিভির পর্দায় ঘুষ নিতে দেখা গিয়েছে, তাঁরা ক্ষমতার শীর্ষে বসে খোলা আকাশের নিচে ঘুরছেন। তবে এই নির্দেশে মিলনের মনোবল ভাঙা যাবে না।’

দুই তৃণমূলকে তলব

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ২৫ নভেম্বর : তৃণমূল কংগ্রেসের নাম এবং ঘাসের ওপর জোড়াফুল প্রতীক কার দখলে থাকবে, তা নিয়ে এবার কি হেস্তনেস্ত করতে চলেছে নির্বাচন কমিশন? ২৭ নভেম্বর মমতা এবং ঋতব্রত, দুই শিবিরকেই মুখোমুখি শুনানিতে ডেকেছে নির্বাচন কমিশন। মমতা-তৃণমূল কংগ্রেস এবং ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন গণতান্ত্রিক তৃণমূলকে পৃথক চিঠি পাঠিয়ে ওই দিন কমিশনের দপ্তরে হাজির হতে বলা হয়েছে। দুপুর ৩টে থেকে শুনানি শুরু হওয়ার কথা। উভয় পক্ষের বক্তব্য, পাল্টা যুক

আরওবি তৈরিতে টেন্ডার

৩৪০ পরিবারকে উচ্ছেদ নোটিশ

কোনও প্রকল্প তৈরিতে বাড়ি, দোকান উচ্ছেদ করার আগে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করা হবে, জানিয়েছেন রেল আধিকারিকরা। কাউকে উচ্ছেদ করা হলে পুনর্বাসনের দাবি করব।

-মনোজ টিগ্গা, *সাংসদ*

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ২৫ নভেম্বর : কোচবিহারের চ্যাংরাবান্ধায় অসমাপ্ত রেলওয়ে ওভারব্রিজের (আরওবি) কাজ সম্পন্ন করা, মালদার সামসী এবং আলিপুরদুয়ারের বীরপাড়ায় ১৫৫ নম্বর রেলগেটে একটি করে আরওবি তৈরির জন্য ১১৬ কোটি ৬০ লক্ষ ৩২ হাজার ৮৫১ টাকার টেন্ডার করেছে রেল। এদিকে বুধবার থেকে বীরপাড়ায় রেলের জমি থেকে ৩৪০ জন জবরদখলদারকে উচ্ছেদের নোটিশ দিতে শুরু করল সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক। অবশ্য আরওবি এবং ওভারব্রিজের অ্যাপ্রোচ রোড তৈরি করা হবে বীরপাড়া- লঙ্কাপাড়া রোড ও মহাত্মা গান্ধি রোডে। কিন্তু ওই এলাকার দখলদারদের নোটিশ দেওয়া হয়নি। বুধবার নোটিশ সাঁটানো হয় নাংডালা রোডে দলগাঁও রেলস্টেশন ঘেঁষা বাড়িগুলিতে। বৃহস্পতিবার শান্তিনগর এবং ক্ষুদিরামপল্লিতে নোটিশ দেওয়ার সম্ভাবনা। ফলে ভিটে হারানোর আশঙ্কা করছে অন্তত সাড়ে ৩০০ পরিবার।

যানজট কমাতে বীরপাড়ায় আরওবি তৈরির দাবি দীর্ঘদিনের। অবশেষে আরওবি তৈরির সম্ভাবনায় খুশি বীরপাড়া সহ সন্নিহিত এলাকার ভুক্তভোগীরা। স্বস্তিতে সাংসদ মনোজ টিগ্গাও। তাঁর বক্তব্য, 'জনপ্রতিনিধি হিসেবে কর্তব্যপালনের চেষ্টা করেছি। আরওবি হলে লক্ষ লক্ষ মানুষ উপকৃত হবেন।'

তবে দুশ্চিন্তায় নাংডালা রোড, শান্তিনগর, ক্ষুদিরামপল্লি, বীরপাড়া-লঙ্কাপাড়া রোড এবং মহাত্মা গান্ধি রোডের দখলদাররা। নাংডালা রোডের শৈলকুমারী দেবী শা বলেন, 'কয়েক দশক ধরে এখানে বাস করছি। উচ্ছেদ করা হলে চার মেয়ে দুই ছেলেকে নিয়ে থাকব কোথায়?' মস্তুলনা প্যাটেলের বক্তব্য, 'আমরা খুব গরিব। জমি কিনে বাড়ি তৈরি করার সামর্থ্য নেই।' বাসিন্দা পিংকি শা-র মন্তব্য, 'ছোটবেলা থেকে এখানেই বড় হয়েছি। ভিটে ছেড়ে কোথায় যাব?'



বাড়িতে উচ্ছেদের নোটিশ সাঁটানো হচ্ছে।

উচ্ছেদের কারণ জানতে আলিপুরদুয়ারের ডিআরএম দেবেন্দ্র সিং কে ফোন করা হলেও তিনি রিসিভ করেননি। তবে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল সূত্রের খবর, দখলদারদের কেন উচ্ছেদ করা হবে না, তা জানাতে পাবলিক প্রিমিসেস অ্যাক্ট ১৯৭১-এর ৪ নম্বর ধারা অনুযায়ী কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে। দখলদার বা প্রতিনিধিকে ৩০ নভেম্বর আলিপুরদুয়ার জংশনে এস্টেট অফিসারের সামনে হাজির হতে হবে। অন্যথায় একতরফা সিদ্ধান্ত নেবে রেল। ক্ষুদিরামপল্লির বৃদ্ধ কাশেম আলি মিঁয়া বলেন, 'আমাদের অন্য কোথাও জমি নেই। সরকার আমাদের জন্য বিকল্প চিন্তাভাবনা করুক।' শান্তিনগরের বাসিন্দারা অবশ্য নোটিশ পাওয়ার আগেই সাংসদ মনোজ টিগ্গার দ্বারস্থ হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

সাংসদ মনোজের বক্তব্য, 'এখনও নোটিশ দেখিনি। তবে কোনও প্রকল্প তৈরিতে বাড়ি, দোকান উচ্ছেদ করার আগে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করা হবে, জানিয়েছেন রেল আধিকারিকরা। কাউকে উচ্ছেদ করা হলে পুনর্বাসনের দাবি করব।'

কচুরিপানার দখলে ঝিল

শীতেও পরিযায়ী পাখির সংখ্যা কম

দামিনী সাহা



আলিপুরদুয়ার, ২৫ নভেম্বর : দোরগোড়ায় শীত। অথচ শহরের জলাশয়ে কচুরিপানার ফাঁকে উঁকি মারছে হাতেগোনা পরিযায়ী পাখির মাথা। এমন দৃশ্যে অভ্যস্ত ছিল না আলিপুরদুয়ার শহর। শীতে যে ঝিলগুলির প্রাণ ফিরে পাওয়ার কথা, সেখানে এখন পাখি খুঁজতে হচ্ছে কচুরিপানার ফাঁকে ফাঁকে। ঝিল সংস্কার ও পরিষ্কারের উদ্যোগের অভাবে পরিযায়ীদের আবাস এখন কার্যত বিপন্ন। স্বাভাবিকভাবে প্রশাসনিক উদাসীনতায় ক্ষোভ বাড়ছে পরিবেশপ্রেমী থেকে শহরবাসীর মধ্যে। তাঁদের প্রশ্ন, পাখিদের আসার সময় হলেও জলাশয় সাফাইয়ের উদ্যোগ নেই কেন?

মহকুমা শাসক স্মৃতা সুব্বা এদিন ফোনে বলেন, 'আমি সবে দায়িত্ব পেয়েছি। বিষয়টা জানা ছিল না। খতিয়ে দেখব।' অন্যদিকে পুরসভার এগজিকিউটিভ অফিসার সাংগে উদেন ভুটিয়া প্রশ্ন শুনেই ফোন রেখে দিয়েছেন। এদিকে চলতি বছরের জানুয়ারিতে রাজ্য সরকারের নগরোন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এইসব ঝিল সংস্কারের কাজের শিলান্যাস করা হয়েছিল। চারপাশ বাঁধাই করে আধুনিকভাবে সাজিয়ে তোলার পরিকল্পনার কথা জানানো হয়। বছর শেষ হতে চললেও কাজ শুরু হয়নি বলে অভিযোগ।

প্রতি বছর শীতে শহরের বিভিন্ন জলাশয়ে ভিড় করে পরিযায়ী পাখির দল। কিন্তু ঝিলগুলির চেহারা বদলানোর উদ্যোগ নেই বলে অভিযোগ। কচুরিপানায় ঢেকে যাচ্ছে জলাশয়। ব্যাহত হচ্ছে জলের পরিবেশ। একসময় দেখা মিলত লেসার হুইসলিং ডাক, কটন টিল, মালার্ড কিংবা বালি হাঁসের মতো নানা প্রজাতির পাখির। রত্নেশ্বর ঝিলে পাখিদের ডাকে শীতের শহর পেত অন্য রূপ। পরিবেশপ্রেমীদের দাবি, রত্নেশ্বর ঝিলের ৯০ শতাংশের বেশি ঢেকেছে কচুরিপানা ও আগাছায়। আরও উদ্বেগজনক পরিস্থিতি ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের মায়া টকিজ সংলগ্ন ঝিলের। জলাশয়ের বিস্তীর্ণ অংশজুড়ে কচুরিপানার পুরু আস্তরণ পড়েছে। ঝিলের পাড়ে জমছে আবর্জনা। পাশাপাশি ক্রমশ বাড়ছে দখলদারি ও নির্মাণের চাপ। একইভাবে ৬ নম্বর ওয়ার্ডের সাথীর গলির পুকুরও কচুরিপানা ও দূষণে বিপর্যস্ত। শহরের প্রায় ১৬টি জলাশয়ের অধিকাংশের এমন পরিস্থিতিতে পরিবেশপ্রেমীদের আশঙ্কা, এভাবে চলতে থাকলে একসময় আলিপুরদুয়ার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে পরিযায়ী পাখিরা। এতে শুধু পাখিদের আনাগোনা কমে যাওয়া নয়, জলাশয়ের বাস্তুতন্ত্রের ওপরেও প্রভাব পড়ার আশঙ্কা।

অথচ শীত আসার আগে ঝিলগুলির পরিচর্যা, কচুরিপানা সরানোর ব্যবস্থা করা যেত। আগাম উদ্যোগের অভাবে এখন প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। শহরের প্রবীণ বাসিন্দা ল্যারি বসুর স্মৃতিচারণায়, 'শীতে ঝিলের ধারে দাঁড়িয়ে পাখি দেখার আলাদা আনন্দ ছিল। এখন ঝিলের দিকে তাকালে কিছুই চোখে পড়ে না। পাখিরা আসছে। অথচ তাদের থাকার জায়গা নেই। শহরের পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। যাঁদের এই জলাশয়গুলি দেখভালের দায়িত্ব, তাঁদের তৎপরতার দেখা নেই।'



- ঝিল সংস্কার ও পরিষ্কারের উদ্যোগের অভাবে পরিযায়ী পাখিদের আবাস এখন কার্যত বিপন্ন
- ব্যাহত হচ্ছে জলের পরিবেশ। পাখিদের বিচরণ, খাবার সংগ্রহ ও আশ্রয়ের ক্ষেত্রে তৈরি হচ্ছে বাধা
- পুরসভার তরফে আগাম উদ্যোগের অভাবে এখন প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে

আলিপুরদুয়ার নেচার ক্লাবের সম্পাদক ত্রিদিবেশ তালুকদার বলেন, 'প্রতি বছর এ সময় পরিযায়ী পাখিরা আসে। জানা সত্ত্বেও ঝিল পরিষ্কারের ব্যবস্থা করা হয়নি। বছরের পর বছর কচুরিপানা জমে জলাশয়গুলির বেহাল অবস্থা। পাখির সংখ্যা ক্রমশ কমছে। প্রশাসনের এই উদাসীনতা মেনে নেওয়া যায় না। অবিলম্বে ঝিল সংস্কার করে পাখিদের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে হবে।'

কলেজ পড়ুয়া স্নেহা সাহার আক্ষেপ, 'পরিবেশ বাঁচানোর কথা অনেক শুনি। কিন্তু নিজের শহরের অবস্থা দেখলে হতাশ লাগে। পরিযায়ী পাখিরা এই পরিবেশেরই অংশ। থাকার উপযুক্ত জায়গা না পেলে ওরা অন্য কোথাও চলে যাবে। তখন শহরের জীববৈচিত্র্য হারানোর দায় কে নেবে?'

পরিবেশকর্মী জীবনকৃষ্ণ রায় বলেন, 'পরিযায়ী পাখিরা হঠাৎ আসে না। বছরের পর বছর একই সময়ে ওরা আসে। তা সত্ত্বেও ঝিলের এই অবস্থা প্রশাসনের দায়িত্ববোধ নিয়ে প্রশ্ন তোলে। পরিবেশ রক্ষার কথা বলে শুধু প্রচার করলেই হবে না। বাস্তব প্রতিফলন ঘটাতে হবে। পাখিরা চলে যাওয়ার পরে ঝিল পরিষ্কারের উদ্যোগ নিয়ে লাভ কী?'

> শীতে যে ঝিলগুলির প্রাণ ফিরে পাওয়ার কথা, সেখানে এখন পাখি খুঁজতে হচ্ছে কচুরিপানার ফাঁকে ফাঁকে। ঝিল সংস্কার ও পরিষ্কারের উদ্যোগের অভাবে পরিযায়ীদের আবাস এখন কার্যত বিপন্ন। স্বাভাবিকভাবে প্রশাসনিক উদাসীনতায় ক্ষোভ বাড়ছে পরিবেশপ্রেমী থেকে শহরবাসীর মধ্যে।

জরুরি তথ্য

মজুত রক্ত

বুধবার বিকেল ৫টা অবধি

- **আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল (পিআরবিসি)**

এ পজিটিভ	-	২
বি পজিটিভ	-	৪
ও পজিটিভ	-	৮
এবি পজিটিভ	-	১
এ নেগেটিভ	-	০
বি নেগেটিভ	-	০
ও নেগেটিভ	-	০
এবি নেগেটিভ	-	০

- **বীরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল**

এ পজিটিভ	-	০
বি পজিটিভ	-	০
ও পজিটিভ	-	৬
এবি পজিটিভ	-	৩
এ নেগেটিভ	-	০
বি নেগেটিভ	-	১
ও নেগেটিভ	-	০
এবি নেগেটিভ	-	০

সরকারি প্রকল্পের শিবির

আলিপুরদুয়ার, ২৫ নভেম্বর : সরকারি প্রকল্পের সুবিধা দিতে আলিপুরদুয়ার পুরসভার উদ্যোগে ২৬ ও ২৭ নভেম্বর ইন্ডোর স্টেডিয়ামে শিবিরের আয়োজন হয়েছে। সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত শিবির চলবে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (শহর), আয়ুষ্মান ভারত, প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা, মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমা যোজনা এবং অন্নপূর্ণা যোজনায় আবেদনের সহায়তা মিলবে শিবিরে। এক পুর আধিকারিক বলেন, 'যোগ্য উপভোক্তারা সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পেতে যাতে সমস্যায় না পড়েন, সেই লক্ষ্যে এই উদ্যোগ।' তিনি জানান, শিবিরের বিষয়ে নাগরিকদের জানানোর জন্য শহরজুড়ে মাইকিং করা হবে।

ট্রাফিক পুলিশের নাকা চেকিং

আলিপুরদুয়ার, ২৫ নভেম্বর : ট্রাফিক পরিষেবা সচল রাখতে বুধবার সন্ধ্যায় আলিপুরদুয়ার বীরপাড়া এলাকায় পুলিশের উদ্যোগে নাকা চেকিং করা হয়।

গাড়ি ও মোটরবাইক সহ একাধিক যানবাহনে নজরদারি চালান পুলিশকর্মীরা। যানবাহনের কাগজপত্র পরীক্ষা করার পাশাপাশি অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ানো এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এই উদ্যোগ বলে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি সাধারণ মানুষকেও ট্রাফিক আইন মেনে চলার আবেদন জানানো হয়।

প্রতিবাদ

ফালাকাটা, ২৫ নভেম্বর : বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর নির্যাতনের প্রতিবাদে গর্জে উঠল ফালাকাটা। বুধবার সন্ধ্যায় হিন্দু জাগরণ মঞ্চের উদ্যোগে ফালাকাটা শহরের ট্রাফিক মোড়ে প্রতিবাদ কর্মসূচি হয়। সেখানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের কুশপুতুল দাহ করা হয়। সেখানে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের প্রতিনিধি সৌরভ ঘোষ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের জেলা কার্যবাহ উত্তমকুমার সরকার প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।



আলিপুরদুয়ার শহরে রাসমেলার প্রস্তুতি। বুধবার। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

টোটোয় বিধিনিষেধ

ফালাকাটা, ২৫ নভেম্বর : এবার থেকে ফালাকাটা শহরের মূল রাস্তায় টোটো চলাচল করতে পারবে না। এজন্য কড়া পদক্ষেপ করতে চলেছে ট্রাফিক পুলিশ। ইতিমধ্যে টোটোচালকদের সঙ্গে পুলিশের এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। বুধবার শহরে এ নিয়ে মাইকিং করা হয়। তাতে স্পষ্ট বলা হয়, ফালাকাটা শহরে জাতীয় সড়কের উপর দিয়ে কোনও টোটো চলাচল করতে পারবে না। টোটো চলতে পারবে সার্ভিস রোড দিয়ে। এই নির্দেশ অমান্য করলেই ট্রাফিক পুলিশ কড়া পদক্ষেপ করবে।

খাবার বিলি

আলিপুরদুয়ার, ২৫ নভেম্বর : বুধবার আলিপুরদুয়ারের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে শহরের বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরে পথকুকুরদের খাবার বিলি করা হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে ঋক সাহা বলেন, 'অনেক সময় খাবারের অভাবে দিন কাটাতে হয় রাস্তার অবোলা প্রাণীদের। সেই কথা মাথায় রেখেই আজ আমাদের এই উদ্যোগ। যেখানে বিভিন্ন এলাকা ঘুরে আমরা পথকুকুরদের খাবার বিলি করি।'

সলতে পাকাচ্ছে সিপিএম

পুনর্বাসনের দাবিতে ডাক আন্দোলনের

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২৫ নভেম্বর : আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশন এলাকায় নোটিশ ধরালেও এখনই উচ্ছেদের রাস্তায় হাঁটছে না রেল। এ ব্যাপারে ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষকে আশ্বস্ত করেছে বিজেপি নেতৃত্ব। কিন্তু রেলের উচ্ছেদ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নতুন করে আন্দোলনের ডাক দিল সিপিএম। পুনর্বাসনের দাবিতে ২৭ নভেম্বর আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশন থেকে মিছিল করে ডিআরএম অফিসে পৌঁছে স্মারকলিপি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিপিএম। ইতিমধ্যে লিফলেট বিলি করে কর্মসূচির প্রচার করা হচ্ছে। পালটা সরব হয়েছে বিজেপি। বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, ঘোলা জলে মাছ ধরার চেষ্টা করছে সিপিএম।

রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতাসীন হতেই বিভিন্ন প্রকল্পে গতি আনতে চাইছে রেল। এর জন্য বিভিন্ন জায়গায় শুরু হয়েছে উচ্ছেদ প্রক্রিয়া। আলিপুরদুয়ার জংশন এলাকাতেও প্রচুর মানুষকে উচ্ছেদ নোটিশ ধরানো হয়েছে। সিপিএমের জেলা সম্পাদক কিশোর দাসের বক্তব্য, এখানে বসতি ও দোকান মিলিয়ে প্রায় দুই হাজার নোটিশ দেওয়া হয়েছে। যে কারণেই তাঁরা পুনর্বাসনের দাবি তুলছেন। আলিপুরদুয়ার জংশন এলাকায় নোটিশ দেওয়া শুরু হলে উচ্ছেদ আতঙ্ক ছড়ায়। সে সময় স্থানীয়দের পাশে দাঁড়িয়ে আন্দোলনের ডাক দেয় সিপিএম নেতৃত্ব। পুজোর পর ফের ক্লাবগুলিকে উচ্ছেদের নোটিশ ধরানোর পাশাপাশি মাইকিং করা হয় রেলের তরফে। সম্প্রতি বিভিন্ন সংগঠনের তরফে এলাকায় মিছিল করা হয়। অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি নেওয়া হয় ডিআরএম অফিসে। ওই কর্মসূচিতে শামিল হতে দেখা যায় বিজেপি নেতাদের। আন্দোলনকারীদের পাশে দাঁড়ান বিজেপি সাংসদ ও বিধায়ক। তাঁরা রেলকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে উচ্ছেদ অভিযান স্থগিত রাখার অনুরোধ করেন। আশ্বস্ত হতেই বিষয়টি সাফল্য হিসেবে সামাজিক মাধ্যমে তুলে ধরা হয় বিজেপির তরফে। আপাতত উচ্ছেদ অভিযান স্থগিত রয়েছে। তারপরেই সিপিএম আন্দোলনের ডাক দেওয়ায় কটাক্ষ করছে বিজেপি। বিজেপির জেলা সম্পাদক অনিমেষ মল্লিক বলছেন, 'সিপিএম ঘোলা জলে মাছ ধরতে চায়। রেলের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য কোনও ব্যবসায়ী বা বাসিন্দা ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাঁদের পুনর্বাসনের দাবি করব আমরা।'



- পুনর্বাসনের দাবিতে ২৭ নভেম্বর ডিআরএম অফিসে স্মারকলিপি দেবে সিপিএম
- রেলকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা বিজেপি নেতৃত্বের, আপাতত উচ্ছেদ অভিযান স্থগিত
- ঘোলা জলে মাছ ধরার অভিযোগে সিপিএমকে কটাক্ষ বিজেপির

'নিষিদ্ধ স্বর্গ'-তে বীরপাড়ার ভিডিও হল

সিনেমা দেখতে এখন আর গলির মুখে দাঁড়িয়ে কারও জন্য অপেক্ষা করতে হয় না, চিরকুটে সময় জানাতে হয় না। কিন্তু বীরপাড়ার সেই ভিডিও হলগুলির ঘর, বেঞ্চ আর অন্ধকার পর্দার সামনে জমে থাকা কিশোর-তরুণদের উচ্ছ্বাস হারিয়ে যায়নি স্মৃতির আড়ালে। আজকের প্রৌঢ়দের কাছে সেগুলি শুধুই পুরোনো বিনোদনকেন্দ্র নয়, বরং কৈশোরের নিষিদ্ধ অভিযানের এক একটি জীবন্ত অধ্যায়।

স্মৃতির শহর

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ২৫ নভেম্বর : একটা অন্ধকার ঘর, সারি সারি বেঞ্চ, সামনে রঙিন টিভির পর্দা। বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই ভিতরে কোন সিনেমা চলছে। তবু গলির মুখে পা রাখলেই বুকের ভিতরটা কেমন যেন দুরদুর করত! বাড়ির কড়া অনুশাসন, বড়দের চোখরাঙানি আর নিষেধের বেড়া পেরিয়ে সেই ঘুপচি ঘরে ঢোকার টান ছিলই আলাদা। নব্বইয়ের দশকে বীরপাড়ার উঠতি প্রজন্মের কাছে ভিডিও হলগুলি ছিল ঠিক এমনই এক 'নিষিদ্ধ স্বর্গ'। আজ সেই হল নেই, নেই সিনেমা দেখার জন্য লুকিয়ে যাওয়ার রোমাঞ্চও। কিন্তু বীরপাড়ার অলিগলিতে পা রাখলে এখনও যেন ফিরে আসে এক প্রজন্মের কৈশোর, প্রথম যৌবন আর সিনেমা দেখার অমলিন স্মৃতি।

সেটা নব্বইয়ের দশক। বীরপাড়ায় দিনবাজার আর বড়বাজার যাওয়ার গলিতে গড়ে উঠেছিল একাধিক ভিডিও হল। তখন বলিউডে একের পর এক সুপারহিট ছবির বন্যা। 'শোলে', 'শাহেনশা', 'ত্রিদেব', 'ঘায়েল', 'এক দুজে কে লিয়ে', 'বেতাব', 'রাম তেরি গঙ্গা মইলি', 'কেয়ামত সে কেয়ামত তক'- সিনেমার পর্দায় তখন রীতিমতো তারকারাজ। বড় শহর কিংবা মেট্রো সিটির সিনেমা হলে মুক্তির কিছুদিন পরই ভিসিআর-এ ক্যাসেট ভরে সেই ছবির পৌঁছে যাওয়া গ্রামগঞ্জের ভিডিও হলগুলিতে।



বীরপাড়ার এই গলিতেই একসময় জমজমাট ছিল ভিডিও হলগুলি।

মিঠুন চক্রবর্তীর ঢেউ খেলানো লম্বা চুল, অমিতাভ বচ্চনের ব্যাগি প্যান্ট কিংবা নীলমের কালো-বাদামি চুলের 'ব্যাংস কাট'- সিনেমার পর্দার ফ্যাশন তখন ছড়িয়ে পড়ছিল পাড়ায় পাড়ায়। সেই উন্মাদনার আঁচ এসে পড়েছিল চা বাগান অধ্যুষিত বীরপাড়াতেও। সেখানে সিনেমা হল ছিল একটিই। আসনসংখ্যা সীমিত, তার ওপর ব্ল্যাকারদের দাপট। ফলে সিনেমাপ্রেমীদের কাছে বিকল্প হয়ে উঠেছিল পাড়ার গলিতে গড়ে ওঠা ভিডিও হলগুলি। ভিডিও হলের অন্ধকার ঘরে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে সিনেমা দেখা ছিল এক অন্য অভিজ্ঞতা। সেই সময় অ্যান্ড্রয়েড ফোন ছিল না, হোয়াটসঅ্যাপ ছিল না। কারও সঙ্গে দেখা করার পরিকল্পনা হলে ভরসা ছিল ছোট্ট এক চিরকুট। সময় মিলিয়ে গলির মুখে দেখা, তারপর টুক করে ঢুকে পড়া ভিডিও হলে। উঠতি বয়সের অনেকের কাছে সিনেমা দেখার পাশাপাশি এই লুকিয়ে দেখা, আড়াল খোঁজা আর নিষেধের বেড়া পেরোনোর রোমাঞ্চও ছিল সমান আকর্ষণীয়। স্বাভাবিকভাবেই রাশভারী বাবাদের চোখে ভিডিও হল ছিল ছেলেদের জন্য নিষিদ্ধ জায়গা। কিন্তু কৈশোরের কৌতূহল আর সিনেমার টান কি আর সহজে আটকে রাখা যায়! পুরোনো বাসস্ট্যান্ডের ব্যবসায়ী দেবাশিস ভগতের বয়স এখন ৪৫ বছর। মিঠুনের একের পর এক সুপারহিট সিনেমা মুক্তির সময়টা ছিল তাঁর শৈশব। কৈশোরে পা রাখার পরও স্কুল পড়ুয়া দেবাশিসের ভিডিও হলে যাওয়ার অনুমতি ছিল না। কিন্তু ইচ্ছেটা ছিল প্রবল। ভিডিও হলগুলির অস্তিত্ব এখনও তাঁর স্মৃতিতে স্পষ্ট। গলির মুখে দাঁড়িয়ে আঙুল তুলে তিনি দেখালেন, 'ওই গলিটায় ছিল হনুমানজির ভিডিও হলটা। আর একটা ছিল ব্যাটারির দোকানের ওপরতলায়। সিনেমা হলের পাশে ছিল থ্রি স্টার নামের ভিডিও হলটা। ভিডিও হলগুলির একটির ঘরে এখন কেক বিকোয়। অনেকদিন বাজারে যাওয়ার পথে উঁকি মেরে ট্রেলার দেখেছি। বাড়িতে টিভি ছিল না। তাই ভিডিও দেখতে ভীষণ ইচ্ছে করত।'

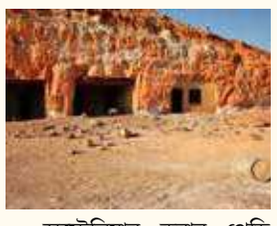
প্রৌঢ় শান্তজ্যোতি বসুর স্মৃতিতেও ভিডিও হল ঘিরে রয়েছে নিষেধের বেড়া আর অপূর্ণ ইচ্ছের গল্প। তাঁর কথায়, 'ভিডিও দেখার জন্য মনটা কাঁদত। কিন্তু বাড়িতে কড়া অনুশাসন ছিল। ভিডিও হলে দু-একটির বেশি ছবি দেখার সৌভাগ্য হয়নি।' তাঁর অভিজ্ঞতায়, সেই সময় 'বড়দের ছবি' দেখার অন্যতম ভরসা ছিল ভিডিও হল।



চলছে উচ্ছেদ অভিযান। আলিপুরদুয়ারে। -ফাইল চিত্র

পৃথিবীর পাঠশালা

মাটির নীচে আস্ত শহর



অস্ট্রেলিয়ার কুবার পেডি শহরের ওপর দিয়ে হেঁটে গেলে মনে হবে কোনও জনমানবহীন রুক্ষ মরুভূমি। অথচ পায়ের ঠিক নীচেই দিব্যি জমজমাট একটা শহর। গ্রীষ্মকালে এখানকার তাপমাত্রা পঞ্চাশ ডিগ্রি ছাড়িয়ে যায়। সেই অসহ্য গরম থেকে বাঁচতেই প্রায় এক শতাব্দী আগে এখানকার ওপাল পাথরের খনিশ্রমিকরা মাটির নীচে ঘর বানাতে শুরু করেন। আজ শহরের অধিকাংশ মানুষই থাকেন মাটির তলায় বানানো বাড়িতে। সেখানে ঘরদোরের পাশাপাশি গির্জা, হোটেল, বইয়ের দোকান এমনকি সংগ্রহশালাও রয়েছে। বাইরের আবহাওয়া যতই চরম হোক, মাটির নীচের এই বাড়িগুলো সারাবছর প্রাকৃতিকভাবেই আরামদায়ক ঠান্ডা থাকে।

মাছের চামড়ায় চিকিৎসা



আগুনে পুড়ে যাওয়া ক্ষত সারাতে ব্রাজিলের চিকিৎসকরা বেছে নিয়েছেন এক অদ্ভুত অথচ দারুণ কার্যকরী উপায়। গজ বা সাধারণ ব্যান্ডেজের বদলে তাঁরা রোগীর পোড়া ত্বকে ব্যবহার করছেন তেলাপিয়া মাছের চামড়া। ভালো করে জীবাণুমুক্ত করা এই মাছের চামড়ায় মানুষের ত্বকের মতোই প্রচুর কোলাজেন আর আর্দ্রতা থাকে। ফলে পোড়া জায়গায় এটি লাগিয়ে দিলে ক্ষত অনেক দ্রুত শুকোয় এবং সংক্রমণের ঝুঁকিও কমে। সবচেয়ে বড় সুবিধা হল, সাধারণ ব্যান্ডেজের মতো এটি রোজ রোজ বদলাতে হয় না, ফলে রোগীর অসহ্য যন্ত্রণা অনেকটাই কমে আসে। খরচ কম হওয়ায় বিশ্বজুড়ে চিকিৎসকরা এখন এই পদ্ধতির প্রশংসা করছেন।

মৌমাছিদের জন্য বাসস্টপ



নেদারল্যান্ডসের উট্রেখট শহরে বাসের অপেক্ষায় দাঁড়ালে শুধু যাত্রী নয়, চোখে পড়বে অসংখ্য মৌমাছির আনাগোনা। শহরের তিনশোর বেশি বাসস্টপের ছাদে বসানো হয়েছে সবুজ ঘাস আর বাহারি বুনোফুলের ছোট্ট বাগান। কংক্রিটের জঙ্গলে মৌমাছিদের খাবার আর আশ্রয় ক্রমশ কমে আসছিল। সেই সংকট মেটাতেই প্রশাসনের এই সুন্দর ভাবনা। এই সবুজ ছাদগুলো যেমন বিপন্ন মৌমাছি আর প্রজাপতিদের বাঁচিয়ে রাখছে, তেমনই বৃষ্টির জল শুষে নিয়ে শহরের ধুলোবালিও অনেকটা কমিয়ে দিচ্ছে। সাধারণ একটা বাসস্টপও যে পরিবেশ রক্ষার বড় হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে, উট্রেখট সেটাই দেখিয়ে দিল।

বর্জ্য প্লাস্টিকের মজবুত ইট

রাস্তাঘাটে জমে থাকা পরিত্যক্ত প্লাস্টিক নিয়ে সারা বিশ্ব যখন জেরবার, তখন কেনিয়ার তরুণী ইঞ্জিনিয়ার এনজাম্বি মাতি বের করে ফেলেছেন এক দারুণ সমাধান। নাইরোবিতে নিজের কারখানায় তিনি ফেলে দেওয়া প্লাস্টিক আর বালি একসঙ্গে গলিয়ে তৈরি করছেন রাস্তা বাঁধানোর ইট। অবাক করা ব্যাপার হল, সিমেন্ট বা কংক্রিটের সাধারণ ইটের তুলনায় এই প্লাস্টিকের ইট অনেক বেশি হালকা এবং কয়েক গুণ বেশি টেকসই। এটি সহজে ভাঙে না এবং দামেও বেশ সস্তা। প্রতিদিন কয়েক টন প্লাস্টিক বর্জ্য এভাবে ইটে পরিণত করে তিনি যেমন শহরকে আবর্জনামুক্ত করছেন, তেমনই বহু মানুষের কর্মসংস্থানের পথও খুলে দিয়েছেন।



শীতে কি ফের ডিলিমিটেশন বিল, প্রশ্ন

নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বর : বুধবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার বৈঠকে শীতকালীন অধিবেশনের দিনক্ষণ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। মনে করা হচ্ছে, আগামী মাসের ১৫ তারিখ বা তার আগে শুরু হতে পারে অধিবেশন। ইঙ্গিতপূর্ণভাবে এদিনের বৈঠকে সদস্যদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বার্তা দিয়েছেন, তার আগে নিজেদের তরফে যাবতীয় প্রস্তুতি সেরে রাখতে হবে। অধিবেশন চলাকালীন মন্ত্রীসভার সদস্যদের বিদেশ সফর সহ বিশেষ কর্মসূচি না রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এখনও সংসদের বাদল অধিবেশনের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা হয়নি। সেই ঘোষণার পরে ক্যাবিনেট বিষয়ক সংসদীয় কমিটি সিদ্ধান্ত নেবে, এবারের শীতকালীন অধিবেশন কবে থেকে শুরু হবে, কতদিন চলবে।

ডিলিমিটেশন এবং বিদেশি অনুদান সংক্রান্ত এফসিআরএ বিল পাশ করানো নিয়ে রীতিমতো চ্যালেঞ্জের মুখে রয়েছে কেন্দ্রের এনডিএ সরকার। গত এপ্রিলে ডিলিমিটেশন বিল পাশ করাতে না পেরে মুখ পুড়েছে শাসকদলের। ফলে এবার আটঘাট বেঁধেই নামতে চাইছেন মোদি-শা'রা। যদিও বিশেষজ্ঞদের মতে, এপ্রিল আর ডিসেম্বরে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে আকাশ-পাতাল ফারাক। তৃণমূলের ২০ সাংসদ এনসিআই হয়ে এনডিএতে মিশেছেন। সমর্থন এসেছে শিরোমণি অকালি দলেরও।

মণ্ডলপাড়ায় রাসমেলা

শালকুমারহাট, ২৫ নভেম্বর : আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শালকুমার-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের মণ্ডলপাড়া গ্রামে বুধবার থেকে শুরু হয়েছে রাসমেলা। ধামসা-মাদলের তালে আদিবাসী নৃত্য হয়। যা দেখতে প্রচুর মানুষ ভিড় করেন।

বচসায় আটক

শামুকতলা, ২৫ নভেম্বর : শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষিকার সঙ্গে বচসার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে আটক করল পুলিশ। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের উত্তর পারোকাটায়। অভিযোগ, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার প্রস্তুতির সময় রাস্তা দিয়ে যাতায়াতে অসুবিধার কথা তুলে প্রতিবেশী বাড়ির লোকজন শিক্ষিকার সঙ্গে বচসায় জড়ান। পরে পুলিশ কথা বলতে ওই বাড়িতে গেলে এক ব্যক্তি মত্ত অবস্থায় তর্কে জড়ালে তাঁকে আটক করা হয়।

প্রতিযোগিতা

কুমারগ্রাম, ২৫ নভেম্বর : কুমারগ্রাম ব্লক প্রশাসন ও পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে আলিপুরদুয়ার জেলা আদিবাসী উন্নয়ন বিভাগের ব্যবস্থাপনায় বুধবার পাগলারহাট কালীপ্রসন্ন মুক্তমঞ্চে অনুষ্ঠিত হল ৩২তম জেলা স্তরের আদিবাসী একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা। ওই প্রতিযোগিতায় হেমাগুড়ি, সংকোশ চা বাগান এবং পূর্ব শালবাড়ির তিনটি আদিবাসী নাটক দল অংশগ্রহণ করে।

বীজ বিতরণ

সোনাপুর, ২৫ নভেম্বর : বুধবার আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পররপার গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩৫০ জন ক্ষুদ্র কৃষককে আলুর বীজ বিতরণ করেছে কৃষি দপ্তর। মনেয়ারপুল এলাকায় অনুষ্ঠান করে সব কৃষককে ১০০ কেজি করে বীজ দেওয়া হয়।

আট বছরের অপেক্ষার অবসান • চার লেনেই যান চলাচল

আজ চালু দ্বিতীয় ফরাক্কা সেতু

সেনাউল হক ও পরাগ মজুমদার



কালিয়াচক ও জঙ্গিপুর, ২৫ নভেম্বর : অবশেষে শেষ হতে চলেছে দীর্ঘ প্রতীক্ষা। বৃহস্পতিবার থেকে ফরাক্কায় গঙ্গার ওপর নবনির্মিত চার লেনের সেতু দিয়ে উভয়মুখী যান চলাচল শুরু হচ্ছে। এত দিন নতুন সেতুর দুটি লেন দিয়ে গাড়ি চললেও বাকি দুটি লেন চালু হয়নি। তাই উত্তরবঙ্গমুখী যানবাহনকে পুরোনো ফরাক্কা ব্যারাজের সেতুর ওপর দিয়েই যাতায়াত করতে হচ্ছিল। বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর চারটি লেনই খুলে দেওয়া হবে। ফলে মালদা ও ফরাক্কার দীর্ঘদিনের যানজটের সমস্যা অনেকটাই কমবে বলে আশা করা হচ্ছে।

পূর্ব মেদিনীপুরের একটি সভা থেকে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়করি ভার্চুয়ালি সেই সেতুর উদ্বোধন করবেন। ওই সভায় উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও। বৃহস্পতিবার রাজ্যের আরও কয়েকটি সেতুর উদ্বোধন হওয়ার কথা। আপাতত সেই উদ্বোধন উপলক্ষ্যে ফরাক্কা ব্যারেজ সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। ব্যারেজের দু'ধারে জাতীয় পতাকা লাগানো হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ফরাক্কা ব্যারেজ প্রকল্পের ম্যানেজার স্বামী রাও সহ কয়েকজন আধিকারিক উপস্থিত থাকবেন।

১২ নম্বর জাতীয় সড়কের মালদা ডিভিশনের প্রজেক্ট ডিরেক্টর শুভেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, '৩১ অক্টোবর সেতুর নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। যানজটের কারণে সেতুর একদিক সাময়িকভাবে খুলে দেওয়া হলেও বৃহস্পতিবার চার লেনের সেতুটি সম্পূর্ণভাবে চালু হবে। দুর্গাপুজোর আগেই চার লেন চালু করার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু কোনও কারণে উদ্বোধন পিছিয়ে যায়। শেষপর্যন্ত ২৬ নভেম্বর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে।'

জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, মূল সেতুর দৈর্ঘ্য ২.৪৬৮ কিলোমিটার এবং দু'দিকের সংযোগ সড়ক সহ প্রকল্পের মোট দৈর্ঘ্য ৫.৪৬৮ কিলোমিটার। অন্যদিকে, প্রকল্পের বিবরণে মূল সেতুর দৈর্ঘ্য ২.৫৮ কিলোমিটার এবং অ্যাপ্রোচ রোড সহ মোট দৈর্ঘ্য ৫.০৮ কিলোমিটার বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সেতুতে রয়েছে প্রায় ১০০টি স্তম্ভ। একদিকে গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। কোনও গাড়ি বিকল হলে সেতুর ওপর নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড় করিয়ে মেরামতির ব্যবস্থা থাকবে।

পুরোনো ফরাক্কা ব্যারাজের সেতু থেকে প্রায় ৫০০ মিটার দূরে গঙ্গার ওপর নতুন সেতু বানানো হয়েছে। প্রাথমিক পরিকল্পনা ছিল তিন বছরের মধ্যে নির্মাণ শেষ করার। কিন্তু করোনা পরিস্থিতি এবং নির্মাণকাজ চলাকালীন দুটি দুর্ঘটনায় ইঞ্জিনিয়ার সহ তিনজনের মৃত্যুতে দীর্ঘদিন কাজ বন্ধ থাকে। ফলে বারবার পিছিয়ে যায় সময়সীমা। প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয় প্রথমে ছিল ৫২১.১৯ কোটি টাকা। পরে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৬২২.০৪ কোটি টাকা।

১৯৭৫ সালে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে গঙ্গার ওপর পুরোনো দু'লেনের সেতুটি চালু হয়। বর্তমানে সেটিই ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের অংশ। বর্তমানে দৈনিক প্রায় ১২ হাজার গাড়ি সেই সেতু দিয়ে চলাচল করে। ফলে ফরাক্কায় যানজট ক্রমশ বাড়ছিল। নতুন সেতু চালু হলে দূরপাল্লার বাস, পণ্যবাহী লরি সহ অন্যান্য যানবাহনের চলাচল অনেক মসৃণ হবে বলে আশা। ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ সূত্রে খবর, নতুন সেতু পুরোপুরি চালু হলে পুরোনো সেতু দিয়ে যান চলাচল বন্ধ করার পরিকল্পনা রয়েছে। তবে নতুন সেতুতে পথচারীদের চলাচলের অনুমতি দেওয়া হবে না। স্থানীয় বাসিন্দা রাজেশ গুপ্ত বলেন, 'ফরাক্কায় যে যানজট হচ্ছিল, তা থাকবে না। গাড়ির গতিও বাড়বে। অফিসের কাজে যাঁরা প্রতিদিন যাতায়াত করেন, স্কুলের বাস, পর্যটক—সকলেরই সুবিধা হবে। উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গে যাঁরা বেড়াতে আসেন, তাঁদেরও উপকার হবে।'



শীতের দুপুরে সাফারির আনন্দ। চিলাপাতায়। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

বন্ধ বোটিং

প্রথম পাতার পর

তবে সেই কাজ আটকে দেওয়া হয়েছে।' গত সোমবার কাজ আটকে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ তাঁদের। যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁরা এলাকায় স্থানীয় বিজেপি নেতা হিসেবেই পরিচিত। তাঁদের মধ্যে বিজেপির স্থানীয় মণ্ডল কমিটির সদস্য তথা উত্তর পানিয়ালগুড়ি জেএফএমসি-র সভাপতি কৃপানাথ বর্মন কাজ আটকে দেওয়ার বিষয়টি মেনে নিলেও সেটার পিছনে অন্য কারণ রয়েছে বলে ব্যাখ্যা তাঁর। ওই নেতার কথায়, 'এতদিন ওই পার্ক নিয়ে প্রচুর আর্থিক দুর্নীতি হয়েছে। এমনকি প্রচুর টাকার নয়ছয় হয়েছে। এখন আবার একইভাবে কাজ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। সেজন্য কাজ আটকানো হয়েছে। ব্লক প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। তারা বিষয়টি দেখছে।' বিজেপি নেতাদের পালটা অভিযোগ, সিকিয়াঝোরায় শুধু কয়েকজন মহিলার আয় হচ্ছে। সবাই আয়ের ভাগ পান না। যদিও সেটা মানতে নারাজ স্থানীয় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা। তাঁদের দাবি, বিগত দিনে অনেক দুর্নীতির অভিযোগ থাকলেও মহিলারা যখন থেকে দায়িত্ব নিয়েছেন, তখন থেকে সব হিসেব রয়েছে। শীতকাল পড়তেই ডুয়ার্সে পর্যটকদের ভিড় দেখা যায়। আলিপুরদুয়ার জেলার সিকিয়াঝোরায় বোটিং করতে অনেকেই মুখিয়ে থাকেন। তবে এবার সেটা হচ্ছে না।

আলিপুরদুয়ার-২ ব্লক প্রশাসনের আধিকারিক এই বিষয়ে বলেন, সিকিয়াঝোরায় বাঁধ সংস্কার সহ আরও কিছু কাজের জন্য পর্যটন দপ্তরকে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। সেখান থেকে সম্মতি পেলেই কাজ হবে।

চার কোটির ক্ষতি

প্রথম পাতার পর

কেশব বলেন, 'মালিকের সঙ্গে অসহযোগিতা করে এবং ঠিকমতো কাজ না করে শ্রমিকরা বাগানকে ৪ কোটি টাকার ক্ষতির মুখে দাঁড় করিয়েছেন। শ্রমিকদের অসহযোগিতার কারণে ৭৫ শতাংশ চা গাছ শেষ হয়ে গিয়েছে। এই বিপুল ক্ষতি শ্রমিকদেরই পুষিয়ে দিতে হবে। আর্থিকভাবে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা বলছি না। মালিকের পাশে থেকে সহযোগিতা করে সেই ক্ষতি পুষিয়ে দেওয়ার কথা বলেছি। বাগান ভালো না থাকলে শ্রমিকরা মজুরি পাবেন কোথা থেকে? তাঁরা সহযোগিতা করলে ক্ষতি পূরণ করতে বেশি সময় লাগবে না।'

মালিকের এই যুক্তি মানতে নারাজ শ্রমিক সংগঠনগুলি। সিটুর আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি বিদ্যুৎ গুনের পালটা অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে শ্রমিকদের প্রাপ্য মেটানো হয়নি। অবসর নেওয়ার পরেও বহু শ্রমিক তাঁদের পাওনা পাননি। নিয়মিত মজুরি দেওয়া হয়নি, পুজোর বোনাস নিয়েও সমস্যা রয়েছে। তাঁর কথায়, 'পুজোর আগেই মালিকপক্ষ বাগান ছেড়ে চলে গিয়েছিল। শ্রমিকদের মজুরি ও অন্যান্য বকেয়া রয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে উলটে মালিকপক্ষ শ্রমিকদের ওপর ক্ষতির দায় চাপাচ্ছে। শ্রমিকদের ঘরে ঘরে খাবার নেই। তাঁদের দুর্দশার কথা মালিকপক্ষ ভাবছে না। প্রশাসন ও সরকারও কার্যত হাত গুটিয়ে বসে রয়েছে।'

বিজেপির শ্রমিক নেতা সুরজ পান্ডেও মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, বাগানের আর্থিক দুরবস্থার জন্য মালিকের ভূমিকা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। বহু শ্রমিক কাজের সন্ধানে ভিনরাজ্যে চলে গিয়েছেন। কেউ দিনমজুরি করে সংসার চালাচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে শ্রমিকদের ওপর ক্ষতির দায় চাপানো অমানবিক। সুরজের দাবি, 'এই মালিককে আমরা আর চাইছি না। বাগানের ফ্যাক্টরির মেশিন বাইরে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। অনেক সম্পত্তিও বিক্রি করেছেন মালিক। সরকারকে পদক্ষেপ করে বর্তমান মালিককে সরিয়ে নতুন মালিকের হাতে বাগানের দায়িত্ব তুলে দিতে হবে।'

অন্যদিকে, মালিকপক্ষের চিঠিতে দাবি করা হয়েছে, গত ৯ অক্টোবর প্রশাসনিক দপ্তরে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী ১৫ অক্টোবর শ্রমিকদের ১০ শতাংশ বোনাস দেওয়া হয়েছিল। তবে পুজোর ছুটির পর দৈনিক কাজ চালু রাখা এবং পাক্ষিক মজুরি প্রদানের বিষয়ে শ্রমিকরা সম্মত ব্যবস্থা মানেননি বলে অভিযোগ। বাগান ও কারখানার পরিচালনায় বহিরাগতদের হস্তক্ষেপ বন্ধ করার দাবিও জানিয়েছে কোম্পানি।

একদিকে শ্রমিকদের বকেয়া প্রাপ্য, অন্যদিকে উৎপাদন ক্ষতির জন্য শ্রমিকদেরই দায়ী করে ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার মালিকপক্ষের দাবি। দুই পক্ষের এই সংঘাতের জেরে কোহিনুর চা বাগানের ভবিষ্যৎ ক্রমশ অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। নতুন মালিকের দাবিতে সরব শ্রমিকদের প্রশ্ন, বাগানের এই পরিস্থিতির দায় কার? প্রশাসনের হস্তক্ষেপে অচলাবস্থা কাটে কি না, এখন সেদিকেই তাকিয়ে কয়েকশো শ্রমিক পরিবার।

রাজ আবেগে

প্রথম পাতার পর

দিয়েছে রাজ্যের নানা প্রান্তের দর্শকের কাছে। সমর্থনের পাশাপাশি বিতর্কও কম নেই। শোয়ের বিচার, প্রতিযোগীদের আচরণ, রাজবীরকে ঘিরে অন্যদের অবস্থান- সব নিয়েই চলছে আলোচনা।

রিয়েলিটি শোয়ের দর্শকপ্রিয়তার অঙ্কে এমন আবেগ নতুন নয়। কিন্তু রাজবীরকে ঘিরে যে প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে, তা নজর এড়ানোর মতোও নয়। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, পরিচালক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কেও সমাজমাধ্যমে নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে হচ্ছে। তাঁর একটি পোস্টে উঠে এসেছে সম্ভাবনার প্রসঙ্গ। বাংলা সিনেমার প্রযোজক রানা সরকারও ধারাবাহিকভাবে রাজবীরকে নিয়ে পোস্ট করছেন। কখনও লিখছেন, 'রাজবীর... রাজবীর... সবার সমস্যা ওকে নিয়ে। সেখানেই ওর জয়।' কখনও আবার প্রশ্ন তুলছেন, রাজবীরকে নিয়ে সিনেমা হলে নায়িকা কে হবেন? একটি ফ্যানবেস ওয়েবসাইটের দাবি, চলতি সপ্তাহে সর্বোচ্চ ভোটও পেয়েছেন তিনি।

এই সমস্ত চর্চা থেকে অবশ্য খানিকটা দূরেই থাকতে চান রিতা। ছেলেকে সমর্থন করেন, কিন্তু অন্য প্রতিযোগীদের বিরুদ্ধে অভিযোগের সুর তাঁর কথায় নেই। বরং বলছেন, 'দেখুন, ওই ঘরে সবাই খেলতে গিয়েছেন। জিততে গিয়েছেন। নিজের মতো করে খেলছেন। সবাই চাইবেন, এগিয়ে থাকতে।' মায়ের এই নির্লিপ্তি খানিকটা আশ্চর্যও করে।

তবে রাজবীরের এই জায়গায় পৌঁছানোর গল্পটা শুধু একটি রিয়েলিটি শোয়ের নয়। শিলিগুড়ির ১১ নম্বর ওয়ার্ডের শুভম, যাঁকে আজ দর্শক রাজবীর নামে চেনেন, ছোট থেকেই ছিলেন দুরন্ত। এক জায়গায় বসিয়ে রাখা যেত না। চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ার সময় বাবাকে হারান। এরপর তাঁকে কোচবিহার রামকৃষ্ণ মিশনে পাঠিয়ে দেন মা। রিতার আশা ছিল, নিয়মের মধ্যে থাকলে হয়তো ছেলের চঞ্চলতা কিছুটা কমবে। দশম শ্রেণি পর্যন্ত সেখানে পড়াশোনা। তারপর শিলিগুড়িতে ফিরে তরাই তারাপদ থেকে উচ্চমাধ্যমিক। শিলিগুড়ি কলেজে মাস কমিউনিকেশন নিয়ে স্নাতক।

পথে অবশ্য একাধিকবার দিক বদলেছে স্বপ্ন। প্রথমে ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার ইচ্ছে। পরে সাংবাদিকতার প্রতি আগ্রহ। শেষপর্যন্ত টান পড়ে বিনোদনের জগতে। মুম্বইয়ে পাড়ি দেন রাজবীর। বেশ কয়েক বছর ধরে সেখানেই রয়েছেন। এর আগে একটি হিন্দি রিয়েলিটি শোয়ে অংশ নিয়েছেন, কাজ করেছেন একাধিক সিরিয়ালেও। কিন্তু যে পরিচিতি এতদিন অধরা ছিল, বিগ বস বাংলা তা এনে দিয়েছে।

এই পথ চলায় মায়ের সমর্থন ছিল বরাবর। কলেজ শেষ করে ছেলের ইচ্ছেতেই নাচ ও স্পোকেন ইংলিশের ক্লাসে ভর্তি করিয়েছিলেন রিতা।

বুধবার দোকানে বসে রিতা বলছিলেন, 'আমি তো আগে এতকিছু জানতামই না। ও মুম্বইয়ে এমন বাড়িতে থাকত, যেখানে ইঁদুর আর আরশোলা গিজগিজ করত। আমাকে বলেনি। জানে, মা কষ্ট পাবে।'

কথাটার মধ্যে মুম্বইয়ের ঝলমলে পর্দার বাইরের একটা ছবি রয়েছে। যে শহরে স্বপ্ন নিয়ে হাজার হাজার তরুণ পৌঁছান, সেখানে জায়গা করে নেওয়ার লড়াই কতটা কঠিন, রাজবীরের জীবনেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

রাজবীর নিজে কিন্তু শিলিগুড়ির সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন করেননি। মাঝেমধ্যে শহরে ফিরলে মায়ের দোকানে হাত লাগান। বিগ বসের একটি পর্বে জলপাইগুড়ির মেয়ে তনুশ্রী দাসকে জানিয়েছেন, শো শেষ হলে মায়ের সঙ্গে ক্রিসমাস কাটাবেন। তারপর ফের মুম্বই। শিলিগুড়ির ব্যাগের দোকানঘরটি নতুন করে বানানোর পরিকল্পনাও রয়েছে।

বিগ বসের দ্বিতীয় শেষ সপ্তাহ চলছে। রাজবীর শেষপর্যন্ত জিতবেন কি না, এই সপ্তাহে টিকে থাকবেন, নাকি বিদায় নেবেন, তা নিয়ে অনুরাগীদের আগ্রহ তুঙ্গে। কিন্তু রিয়েলিটি শোয়ের ফলাফলই কি তাঁর জনপ্রিয়তার একমাত্র মাপকাঠি? অন্তত শিলিগুড়ির এই দোকানে দাঁড়ালে তেমন মনে হয় না। প্রতিযোগিতার ফল ঘোষণার আগেই শহরের বহু মানুষের কাছে রাজবীর ঘরের ছেলে।

কাকু অজয় দে, কাকিমা শিখা দে, বন্ধু সায়ন্তনী কর্মকার ও শর্মিষ্ঠা পাল- পরিচিতদের কথাতেও সেই গর্ব স্পষ্ট। কারও সঙ্গে দেখা হলে, ফোনে কথা হলে ঘুরেফিরে আসছে রাজবীরের প্রসঙ্গ। ফেসবুক-ইনস্টাগ্রাম খুললেই ভেসে উঠছে তাঁর নানা মুহূর্তের ক্লিপিংস।

বিগ বসে যাওয়ার বিষয়টি চূড়ান্ত হওয়ার কথা রাজবীর মাকে জানিয়েছিলেন মাত্র দু'দিন আগে। তারপর থেকে কথা বলা বা দেখা, সবই বন্ধ। মাঝে একদিন অল্প সময়ের জন্য বিগ বসের ঘরে ঢুকেছিলেন রিতা। এখন অপেক্ষা, কবে ছেলে ফিরবে।

ফিরলে ক্রিসমাস কাটবে একসঙ্গে। তারপর হয়তো আবার মুম্বইয়ের পথে রওনা দেবেন রাজবীর। তার আগে মায়ের হাতে খাওয়া চাই। ছেলের পছন্দের তালিকাও তৈরি, চিংড়ি মাছের মালাইকারি আর ধনেপাতা মুরগি।

টেলিভিশনের পর্দায় এখন রাজবীরকে নিয়ে যত আলোচনা, যত বিতর্ক, যত ভোটের অঙ্ক। বিধান মার্কেটের দোকানে বসে রিতার কাছে অবশ্য হিসেবটা অনেক সহজ। ছেলেকে নিয়ে এত মানুষের আগ্রহ, এত ভালোবাসা- এটাই তাঁর প্রাপ্তি।

কড়া শুভেন্দু

প্রথম পাতার পর

ধর্ষণের মতো ঘটনা ঘটেছে। সেই ঘটনাগুলি নিয়ে হুঁশিয়ারি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'একজনও যদি কোনও দিদি, বোন, কন্যার উপরে আঙুল তোলে, তার আঙুলটা ভেঙে দিতে হবে।' মুখ্যমন্ত্রী যতবারই হুঁশিয়ারির সুরে সুর চড়িয়েছেন, ততবারই দর্শকদের মধ্যে থেকে হাততালির বন্যা বয়েছে।

প্রায় ১৮ মিনিটের ভাষণের একেবারে শেষ দিকে তিনি তাঁর ওপরে হামলার ঘটনার উল্লেখ করেন। ২০২৫ সালের ৫ অগাস্ট শুভেন্দু রাজ্যের বিরোধী দলনেতা থাকাকালীন কোচবিহারে তৎকালীন পুলিশ সুপারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। সেই সময় খাগড়াবাড়িতে তাঁর কনভয়ে ভাঙচুর করার অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। পরে সেই ঘটনায় কয়েকজন গ্রেপ্তার হলেও বাকিরা পুলিশের নাগালের বাইরেই থাকেন। এদিন ফের সেই ঘটনার উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর হুঁশিয়ারির পর পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশ ফের ঘটনার তদন্তে নেমে বাকিদেরও গ্রেপ্তার করতে পারে বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

২ ডিসেম্বর থেকে খুলবে জনজাতি হাট

শুভদীপ শর্মা



ছবি : এআই

লাটাগুড়ি, ২৫ নভেম্বর : নতুন বছর শুরুর আগেই ডুয়ার্সের পর্যটকদের জন্য নতুন উপহার। ২ ডিসেম্বর লাটাগুড়িতে উদ্বোধন হতে চলেছে জনজাতি হাট। গরুমারায় জঙ্গল সাফারির পর এবার সন্ধ্যা কাটানোর নতুন ঠিকানা পেতে চলেছেন পর্যটকরা। বোলপুরের সোনাঝুরি হাটের আদলে লাটাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পুকুরপাড়ে তৈরি হচ্ছে এই হাট। এক ছাদের তলায় মিলবে ডুয়ার্সের বিভিন্ন জনজাতির ঐতিহ্যবাহী খাবার, হস্তশিল্প ও লোকসংস্কৃতির স্বাদ। রাজবংশীদের শিদল, নেপালিদের শেলরুটি ও মোমো, আদিবাসীদের ধুসকা থেকে তিস্তার বোরোলি মাছ— থাকবে নানা পদের সম্ভার। পাশাপাশি বাঁশ ও বেতের সামগ্রীর কাজ সরাসরি দেখার সুযোগ পাবেন পর্যটকরা। আদিবাসী নৃত্য ও ভাওয়াইয়া সংগীতের জন্য থাকবে আলাদা মঞ্চ।

হাটের আকর্ষণ বাড়াতে পাশের পুকুরে আসা বিভিন্ন প্রজাতির পরিযায়ী পাখির ছবি ও নামও প্রদর্শিত হবে। বুধবার থেকেই হাট তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। এদিন অতিরিক্ত জেলা শাসক (পর্যটন) মহম্মদ শামসুর রহমান, ট্যুরিজম ওসি থিনলে ভুটিয়া, ক্রান্তির বিডিও রিমিল সোরেন সহ প্রশাসনিক আধিকারিকরা এলাকা পরিদর্শন করেন। লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন, জিপসি ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন এবং স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে হাটটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার পরামর্শ দেন তাঁরা।

প্রাথমিকভাবে সপ্তাহে চারদিন— বুধ, বৃহস্পতি, শনি ও রবিবার হাট বসবে। প্রথম পর্যায়ে তৈরি হচ্ছে ২৫টি স্টল। পর্যটকদের সাড়া বুঝে পরবর্তীতে স্টলের সংখ্যা বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে। লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি পার্থ রায় জানান, ডুয়ার্সের বিভিন্ন জনজাতির খাবার ও সংস্কৃতিকে একই জায়গায় তুলে ধরাই এই উদ্যোগের লক্ষ্য। সংগঠনের সম্পাদক রাজাশিস চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'স্থানীয় শিল্পীরা বাঁশ ও বেতের সামগ্রী তৈরি করে দেখানোর পাশাপাশি তা বিক্রিরও সুযোগ পাবেন।' ডুয়ার্সের ট্যুর অপারেটর উজ্জ্বল শীলের মতে, পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হলে এই হাট পর্যটকদের কাছে নতুন আকর্ষণ হয়ে উঠতে পারে।

গুলিয়ে যায় হালহকিকতে

প্রথম পাতার পর

নির্বাচনে মুখুভেল করুণানিধি স্ট্যালিন ও তাঁর দল দ্রাবিড় মুনেত্র কাজাগম-কে (ডিএমকে) সরিয়ে দিয়েছিল মানুষ। কিন্তু স্ট্যালিন মসনদ আঁকড়ে রাখতে চেয়েছিলেন। বিজেপিকে ঠেকাতে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ দল টিভিকে-র নেতা সি জোশেফ বিজয়কে সমর্থন করায় তাঁর গোসা হয়।

বরাবর তাঁর বাবা ও ডিএমকে-র প্রতিষ্ঠাতা করুণানিধি কট্টর বিজেপি বিরোধী হলেও এখন বিজেপি-র সঙ্গেই তাঁর ঘনিষ্ঠতা নিয়ে জল্পনার শেষ নেই। সংসদে ডিলিমিটেশন বি

টেস্ট অভিষেকের অপেক্ষায় গুরনুর

ক্রাইস্টচার্চ, ২৫ নভেম্বর : বিশ্রাম। আর সেই বিশ্রামের মাঝে আগামীর পরিকল্পনার নীল নকশা চূড়ান্ত করা।

ওয়েলিংটন টেস্ট এখন ইতিহাস। আর সেই ইতিহাস টিম ইন্ডিয়ার জন্য বড়ই তিক্ত। ভারত অধিনায়ক শুভমান গিলের স্ট্র্যাটেজি থেকে শুরু করে প্রথম একাদশ নির্বাচন, সব কিছু নিয়েই রয়েছে বিস্তর প্রশ্ন। বইছে বিতর্কের ঝড়ও।

শুক্রবার থেকে ক্রাইস্টচার্চের হ্যাগলে ওভালের মাঠে শুরু হচ্ছে সিরিজের শেষ টেস্ট। বুধবার ভারতীয় দল বিশ্রামে কাটালেও বৃহস্পতিবার দলের অনুশীলন রয়েছে। সেই অনুশীলনের মাধ্যমেই স্পষ্ট হতে পারে দ্বিতীয় টেস্টে টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশ। হ্যাগলে ওভালের বাইশ গজেও ঘাস রয়েছে। যদিও পিচের ঘাস নিয়ে এখন আর কেউই মাথা ঘামাচ্ছেন না। বরং পিচের ঘাসের তুলনায় অনেক বেশি করে ক্রিকেটপ্রেমীদের আলোচনায় টিম ইন্ডিয়ার সম্ভাব্য প্রথম একাদশ। ক্রাইস্টচার্চে থাকা ভারতীয় দলের অন্দরে খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে, হ্যাগলে ওভাল টেস্টের প্রথম একাদশে কিছু রদবদল হচ্ছেই। অংশুল কম্বোজের বাদ পড়া সময়ের অপেক্ষা বলেই খবর। কিন্তু প্রশ্ন হল, অংশুলের বদলে কে খেলবেন?

স্পষ্ট জবাব এখনও পাওয়া যায়নি। টিম ইন্ডিয়ার অন্দরের খবর, একদিনের সিরিজের সেরা বোলারের তকমা পাওয়া গুরনুর ব্রারের টেস্ট অভিষেকের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। একদিনের সিরিজে চার ম্যাচ খেলে মোট ৯টি উইকেট পেয়েছিলেন গুরনুর। শুধু তাই নয়, কিউয়ি ব্যাটারদের বারবার সমস্যায় ফেলেছিলেন তিনি। উপরি হিসেবে নিউজিল্যান্ডের বাউন্সে ভরা বাইশ গজ থেকে ব্যাটারদের অস্বস্তিতে ফেলা বাড়তি বাউন্সও আদায় করে নিয়েছিলেন ব্রার। এহেন ব্রারকে অংশুলের বিকল্প হিসেবে ভাবনা দলের অন্দরে শুরু হয়ে গিয়েছে বলেই খবর। এখানেও একটি অস্বস্তিকর প্রশ্ন রয়েছে। মহম্মদ সিরাজ কি ফের সাজঘরে বসবেন?

অতীতে বারবার দেখা গিয়েছে, জসপ্রীত বুমরাহর পাশে সিরাজ ভারতীয় দলের ত্রাতা হিসেবে হাজির হয়েছেন। তাছাড়া সিরাজের ৪৮ টেস্ট খেলার অভিজ্ঞতাও রয়েছে।

নিউজিল্যান্ড বনাম ভারত
দ্বিতীয় টেস্ট শুরু কাল
সময় : রাত ৩.৩০ মিনিট
স্থান : ক্রাইস্টচার্চ
সম্প্রচার : সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও সোনি লিভ অ্যাপ

বাদ পড়ছেন অংশুল

১৪৪ টেস্ট উইকেটের মালিক সিরাজকে ক্রাইস্টচার্চ টেস্টে খেলানো নিয়ে আজ সওয়াল করেছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক মহম্মদ আজহারউদ্দিনও। আজহারের কথায়, 'আমরা সবাই সিরাজের পাশেই রয়েছি। চাই সিরাজ নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে খেলুক। ওর অভিজ্ঞতা দলের কাজে লাগতে পারে।' ওয়েলিংটনের বেসিন রিজার্ভ টেস্টের মাঝেই সিরাজের বাদ পড়া প্রসঙ্গে ক্রিকেট ছাপিয়ে 'ধর্মের' তাস সামনে এসেছিল। আজ নয়াদিল্লিতে এক অনুষ্ঠানে সেই ধর্মের বিষয়টিকে বাউন্ডারির বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সহ সভাপতি রাজিব শুক্লা। তিনি জানিয়েছেন, সিরাজের প্রথম টেস্ট না খেলার সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক নেই। ভারত অধিনায়ক ও কোচ কম্বিনেশনের কারণে সিরাজকে দলে নিতে চাননি।

লোকেশ রাহুল, যশস্বী জয়সওয়াল, অধিনায়ক শুভমান, ঋষভ পন্থ, ধ্রুব জুরেলদের সকলেই বড় রান করেছিলেন প্রথম টেস্টে। ছন্দে থাকা ভারতীয় ব্যাটিংলাইনে তেমন কোনও বদলের সম্ভাবনা নেই। যদিও অলরাউন্ডারের ভূমিকায় ওয়াশিংটন সুন্দরকে বসিয়ে অভিজ্ঞ রবীন্দ্র জাদেজাকে খেলানোর সম্ভাবনাও ভারতীয় দলের অন্দর থেকে শোনা যাচ্ছে। জাদেজার খেলা নিয়ে রয়েছে কাঁটাও। কারণ, ভারতীয় ক্রিকেটে সবারই জানা কোচ গৌতম গম্ভীরের 'আশীর্বাদ' রয়েছে ওয়াশিংটনের সঙ্গে। ফলে জাড্ডুর খেলা নিয়েও রয়েছে সংশয়। এমন অবস্থায় ক্রাইস্টচার্চ থেকে স্পষ্টভাবে একটি তথ্যই সামনে আসছে। অংশুল বাদ পড়ছেনই। কিন্তু তাঁর বদলি নিয়েই এখন যত কাণ্ড।

আগামীকাল টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনের মাধ্যমে অংশুল-ওয়াশিংটন রহস্যের যবনিকা পতন হয় কিনা, সেটাই দেখার।



ক্রাইস্টচার্চে দ্বিতীয় টেস্টে ভারতীয় পেস ব্রিগেডের সদস্য হতে পারেন গুরনুর ব্রার।

যুবরাজের ফোনেই বাজিমাত বৈভবের

সূর্যবংশীর রেকর্ড ভাঙতে ফিরতে হবে গেইলকে!

দোহা, ২৫ নভেম্বর : ৫২ বলে দ্বিশতরান। ২৮ ছক্কায় ৫৩ বলে ২০৪! যে ইনিংসের ধাক্কা ভেঙে খানখান একঝাঁক রেকর্ড। বৈভব সূর্যবংশীর দাপট এখানেই থেমে থাকবে না। ওডিআইয়ে প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে তিনশোর মাইলস্টোনও তৈরি করবে 'বস বেবি'। আর বৈভবের এইসব রেকর্ড ভাঙতে হয়তো ফিরতে হবে ক্রিস গেইলকে! দাবি বৈভবের ছোটবেলার কোচ মণীশ ওঝার। আইসল্যান্ড ক্রিকেটের রসিকতা, 'সূর্যবংশীর ব্যাট এনভিডিয়ার এআই চিপ দিয়ে তৈরি।'

সাদা হোক বা লাল, সব ফরম্যাট মিলিয়েও দ্রুততম দ্বিশতরানের নজির। কাতারের রাজধানী দোহায় যে বৈভব-তাণ্ডবের সঙ্গে যোগসূত্র মিলেছে 'সিক্সার কিং' যুবরাজ সিংয়েরও। বিস্ময় বালক স্বয়ং সেই রহস্য ভেদ করেছেন। বলেছেন, 'ম্যাচের আগে আমি চারজনের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। একজন অবশ্যই আমার বাবা। ছোটবেলার কোচ মণীশ ওঝা, আমার বন্ধু এবং চতুর্থজন যুবরাজ স্যর। প্রায় আধঘণ্টা কথা বলেছিলাম।'

> ম্যাচের আগে আমি চারজনের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। একজন অবশ্যই আমার বাবা। ছোটবেলার কোচ মণীশ ওঝা, আমার বন্ধু এবং চতুর্থজন যুবরাজ স্যার। প্রায় আধঘণ্টা কথা বলেছিলাম।
> -বৈভব সূর্যবংশী

সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-তে ১টি ম্যাচ খেললেও রান পাননি। চলতি টুর্নামেন্টে প্রথম দুই ম্যাচে ২৬ ও ১১। বিসিসিআই ওয়েবসাইটে যেকথা উল্লেখ করে বৈভব আরও বলেছেন, 'ম্যাচের আগে চাপে ছিলাম। রাখঢাক না করেই জিজ্ঞাসা করি, 'স্যর, যখন ব্যাট করতে নামছি, সমস্যা হচ্ছে।' জবাবে আধঘণ্টা ধরে আমার সঙ্গে সবকিছু নিয়ে কথা বলেন। বলেছিলেন, তুমি ২০ বল খেলতে পারলে দলের স্কোরের চেহারা আলাদা হবে। যুবরাজ স্যরের টেকনিকাল পরামর্শগুলি আমাকে প্রচুর সাহায্য করেছে।'

অভিষেক শর্মা, শুভমান গিলদের 'গুরু' যুবরাজকে নিজের আদর্শ মানেন বৈভবও। আরও বলেছেন, 'উনি আমার আদর্শ। আর নিজের আদর্শের সঙ্গে কথা বললে, তাঁর কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে হয়। আমার ব্যাটিং নিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ জিনিস বলেছেন। এরপর নিজের ব্যাটিংয়ে পুরোনো ভিডিও দেখি। ভুলগুলি বুঝতে পারছিলাম। গতকাল যা ঠিক করে নিয়েছি। চেষ্টা করেছি যুবরাজ স্যর যা বলেছিলেন, তা মেনে চলতে।'

সাদা বলেই শুধু নয়, সুযোগ পেলেও টেস্টেও ঝড় তুলতে চান। যে ইচ্ছের কথাও উসকে দিয়েছেন। বৈভব বলেন, 'গত আইপিএলের সময় বলেছিলাম, আমি তিন ফরম্যাটেই খেলতে চাই। পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজের ব্যাটিং শৈলী পরিবর্তন করতে পারি। এখানেও গত দুটি ম্যাচে দীর্ঘমেয়াদি ফর্ম্যাটের মতো করে খেলার চেষ্টা করেছি। এদিনও মাথায় সেটাই ছিল। কিন্তু পিচ দেখার পর তা বদলে যায়।'

এদিকে, প্রিয় ছাত্রকে নিয়ে 'বোমা' ফাটিয়েছেন মণীশ। সেঞ্চুরির পর দাবি করেন, শীঘ্রই দ্বিশতরানও করবে। এবার তিনশোর ভবিষদ্বাণী। 'ইউনিভার্স বস' গেইলের কথা মজার ছলে টেনে এনে বৈভবের ছোটবেলার কোচ বলেছেন, 'আমি বিশ্বাস করি, একদিন ঠিক তিনশো করবে ও। অসাধারণ ইনিংস বললে কম হবে। আক্রমণাত্মক, বিনোদন, দুর্দান্ত ব্যাটিং। এই রেকর্ড ভাঙার মতো কাউকে দেখছি না। গেইলকেই হয়তো ফিরতে হবে! বৈভবের রেকর্ড একমাত্র বৈভবই ভাঙতে পারে।'



বৈভবের বিধ্বংসী ইনিংস নিয়ে এখনও ঘোরে ক্রিকেট সমাজ।

নিলামের আগে দলগুলি

ফ্র্যাঞ্চাইজি	হাতে রয়েছে (কোটি)	নিতে পারবে	বিদেশি
চেন্নাই সুপার কিংস	২৮.০৫	৬	২
দিল্লি ক্যাপিটালস	৩৯.৫০	৯	৪
গুজরাট টাইটান্স	৮.৭৫	৩	২
কলকাতা নাইট রাইডার্স	৪১.৬৫	৮	৩
লখনউ সুপার জায়েন্টস	৪৭.৪৫	৭	৩
মুম্বই ইন্ডিয়ান্স	৩০.২৫	৯	২
পাঞ্জাব কিংস	১৮.৬০	৬	২
রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু	১৪.১৫	৫	১
রাজস্থান রয়্যালস	২৭.০৫	৬	৩
সানরাইজার্স হায়দরাবাদ	৪০.১৫	৭	৩

নিলামে শেহবাগ-পুত্র

না 'জুনিয়ার' দ্রাবিড়ের

মুম্বই, ২৫ নভেম্বর : অনূর্ধ্ব-১৯ ভারতীয় দলে একসঙ্গে পা রেখেছেন ইতিমধ্যেই। তারকা পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রতিভার ছাপও রাখতে শুরু করেছেন। এবার আইপিএলেও 'শেহবাগ স্পেশাল'-এর হাতছানি। বীরেন্দ্র শেহবাগের পুত্র আর্যবীর আইপিএলের নিলামের জন্য প্রথমবার নাম নথিভুক্ত করেছেন। বাবার মতোই ওপেনার আর্যবীর। সম্প্রতি অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপে ৯০.২৫ ব্যাটিং গড়ে সবাধিক ৩৬১ রান করেছেন।

অপেক্ষা এবার মেগা আসরে দক্ষতা প্রমাণের। যুব এশিয়া কাপ ফাইনালে দুরন্ত ইনিংসে পাকিস্তানের মুখ থেকে ম্যাচ ছিনিয়ে নেওয়া মোহিত উলভাও আছেন। ৩০ লাখ টাকার বেস প্রাইসে জায়গা পেয়েছেন দুজনে। আছেন যুব দলের অধিনায়ক লক্ষ্য রাইচন্দানি। রাহুল দ্রাবিড়ের পুত্র অনভয় যদিও ভিন্ন পথে হেঁটেছেন। এখনই মেগা লিগের বাইশ গজে নামতে রাজি নন। দেশি-বিদেশি মিলিয়ে ১২২০ ক্রিকেট নাম নথিভুক্ত করলেও 'ধীরে চলো'-র পক্ষে অনভয়।



আর্যবীর শেহবাগ



অন্বয় দ্রাবিড়

সর্বাধিক ২ কোটি ক্যাটিগোরিতে মোট তিনজন। বেন স্টোকস আইপিএলে প্রত্যাবর্তনের কথা গতকালই জানিয়েছিলেন। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের এদিন প্রকাশিত তালিকায় ২ কোটি টাকার বেস প্রাইসে আছেন তারকা অলরাউন্ডার। বাকি দুজন ভারতীয় আবেশ খান ও দীপক চাহার। আকাশ দীপ, জয়দীপ উনাদকাত, তুষার দেশপান্ডে, উমেশ যাদব আছেন ১ কোটির তালিকায়।

তালিকায় ১২ জন বাংলাদেশি ক্রিকেটার!

নথিভুক্তদের মধ্যে ৯৩৯ জন ভারতীয়। এর মধ্যে ১৪ জন 'ক্যাপড' প্লেয়ার। আনক্যাপড ভারতীয় ৯২৫। 'ক্যাপড' বিদেশি প্লেয়ারের সংখ্যা ১৭০। অ্যাসোসিয়েটেড সদস্যভুক্ত দেশের ৪২ জন ক্রিকেটার নাম নথিভুক্ত করেছেন। আছেন ৬৯ জন আনক্যাপড বিদেশিও। অন্যান্য দেশের মধ্যে সবাধিক ৫৩ জন অস্ট্রেলিয়ার। দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজের যথাক্রমে ৪০, ৩৬ জন। আছেন জাপানের দুই ক্রিকেটার বেঞ্জামিন ইতো-ডেভিস ও চার্লি হারা-হিঞ্জ।

গতবছর মুস্তাফিজুর রহমানকে ঘিরে বিতর্কের পর অবাক করে বাংলাদেশের ১২ জন ক্রিকেটার নাম নথিভুক্ত করেছেন! এঁরা হলেন হাসান মাহমুদ, পারভেজ হোসেন ইমন, রিপন মণ্ডল, রিশাদ হোসেন, সইফ হাসান, মাহেদি হাসান, শামিম হোসেন, শরিফুল ইসলাম, তানজিম হাসান সাকিব, তৌহিদ হৃদয়, মহম্মদ রুবেল ও তাসকিন আহমেদ। আইপিএলে সফল সাকিব আল হাসান, মুস্তাফিজুর অবশ্য সেই পথে হাঁটেননি।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট দীর্ঘদিন খেলা ইশান্ত শর্মা 'আনক্যাপড' তালিকায়। শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচের পর (২০২১) ৫ বছর অতিক্রান্ত হওয়ায় এই সুবিধা। একইভাবে এই তালিকায় জায়গা পেয়েছেন সন্দীপ ওয়ারিয়ার, চেতন সাকারিয়া, নভদীপ সাইনি, নীতীশ রানা, মায়াঙ্ক মার্কান্ডে, মনদীপ সিং। ১২২০ জনের থেকে চূড়ান্ত বাছাইয়ের পর সংক্ষিপ্ত তালিকা তৈরি হবে। যার থেকে সবাধিক ৬৬ জন সুযোগ পেতে পারেন। ১৬ ডিসেম্বর গোয়ায় মিনি নিলামে শেষপর্যন্ত কাদের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়বে, সেটাই দেখার।

শীর্ষস্থান দখলের আরও কাছে বুমরাহ

দুবাই, ২৫ নভেম্বর : আইসিসি টেস্ট র‍্যাংকিংয়ে হারানো শীর্ষস্থান ফিরে পাওয়ার আরও কাছে জসপ্রীত বুমরাহ। বুধবার প্রকাশিত তালিকায় তিন ধাপ এগিয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছেন ভারতীয় স্পিডস্টার। ওয়েলিংটন টেস্টে পাটা পিচে ৫ উইকেট নেন বুমরাহ। যৌথভাবে ইংল্যান্ডের পেস তারকা অলি রবিনসনের সঙ্গে র‍্যাংকিং তালিকায় আপাতত 'সেকেন্ড বয়'।

সেরা দশে যশস্বীও

শীর্ষে থাকা অস্ট্রেলিয়ার মিচেল স্টার্কের (৮৮১) থেকে ২৫ পয়েন্ট পিছিয়ে রয়েছেন বুমরাহ।

ঋষভ পন্থ, শুভমান গিল, যশস্বী জয়সওয়ালরা উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটিয়েছেন ব্যাটিং ক্রমতালিকায়। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে তিনজনই সফল। যশস্বী, শুভমান তিন অঙ্কের স্কোর মিস করলেও বিস্ফোরক সেঞ্চুরি ঋষভের। যার সুবাদে এক ধাপ এগিয়ে সাত থেকে ছয়ে উঠে এসেছেন। শুভমান (৭) তিন ধাপ উন্নতি ঘটিয়ে ঋষভের ঠিক পিছনে।

সেরা দশে ঢুকে পড়েছেন বাঁহাতি ওপেনার যশস্বীও। ১৪ নম্বর থেকে ৯-এ উঠে এসেছেন। প্রথম টেস্টে সেঞ্চুরিকারী লোকেশ রাহুল রয়েছেন ২৫তম স্থানে। ব্যাটিং র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষস্থান দখলে রেখেছেন ইংল্যান্ডের হ্যারি ব্রুক (৮৬১ পয়েন্ট)। দ্বিতীয় ব্রুকের 'সিনিয়ার সতীর্থ' জো রুট (৮১৬)। তিনে দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা। পরবর্তী দুই স্থানে যথাক্রমে অস্ট্রেলিয়ার ট্রাভিস হেড ও স্টিভেন স্মিথ। ওয়েলিংটন টেস্টের সেরা হেনরি নিকোলস ১৯ ধাপ এগিয়ে ৩০তম স্থানে। গ্লেন ফিলিপস পৌঁছে গিয়েছেন কেরিয়ার সেরা ১৭ নম্বরে।

শুভমান গিল সহ ওডিআই ব্যাটিং র‍্যাংকিংয়ে তিনজন ভারতীয় সেরা দশে জায়গা করে নিয়েছেন। এক নম্বরে স্বয়ং অধিনায়ক শুভমান। বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা যথাক্রমে ৩ ও ৬ নম্বরে। দলের আরেক সিনিয়ার তারকা লোকেশ রাহুল আছেন ১১তম স্থানে। ওডিআই বোলিং বিভাগে শীর্ষে থাকা রশিদ খান (৭৬০) ১০০ পয়েন্ট এগিয়ে রয়েছেন দ্বিতীয় কেশব মহারাজের থেকে। পরের দুই স্থানে পাকিস্তানের আবরার আহমেদ (৩) ও শাহিন শা আফ্রিদি (৪)।



দ্বিতীয় টেস্টেও ভারতীয় বোলিংয়ের প্রধান ভরসা জসপ্রীত বুমরাহ।

দাঁড়ালেন ব্যর্থ ডাফির পাশে

দ্বিতীয় টেস্টের পিচ নিয়ে ভাবছেন না হেনরি

ক্রাইস্টচার্চ, ২৫ নভেম্বর : ওয়েলিংটন টেস্টে কোনও হিসেব মেলেনি। চিরাচরিত পেস সহায়ক পিচের বদলে পাটা উইকেট, ব্যাটিং স্বর্গ। বোলারদের জন্য বধ্যভূমি। শুক্রবার ক্রাইস্টচার্চের হ্যাগলে ওভারে শুরু দ্বিতীয় টেস্ট। সবার চোখ মাঝের বাইশ গজে। যদিও ওয়েলিংটনে পাওয়া শিক্ষা থেকে পিচ নিয়ে আর মাথা খারাপে রাজি নন ম্যাট হেনরি। ঘরের মাঠে কিউয়ি কন্ডিশনে হেনরি প্রতিপক্ষের জন্য বরাবর আশঙ্কার জায়গা। যদিও ওয়েলিংটনে তিনিও ব্যর্থদের তালিকায়। সেই বিরক্তি নিয়েই এদিন কিউয়ি পেসার বলেছেন, 'প্রতিটি ম্যাচ আলাদা। মাঠ, পিচের চরিত্রেও কিছু না কিছু ব্যবধান থাকে। এখানেও সম্প্রতি শেষ কিছু ম্যাচে প্রচুর রান উঠেছে। সবমিলিয়ে পিচ নিয়ে কাটাছেঁড়া করে চূড়ান্ত ভাবনায় আসার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না।'

হেনরির যুক্তি উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। ভারত-নিউজিল্যান্ড 'এ' দলের চারদিনের ম্যাচে ব্যাটাররা ক্রাইস্টচার্চে সুবিধা পেয়েছেন। ধ্রুব জুরেল ও যশস্বী জয়সওয়াল সেঞ্চুরিও করেন। টেস্ট-দ্বৈরথের আগে যা চিন্তায় রাখছে কিউয়ি পেস অস্ত্র হেনরিকেও। আশা-আশঙ্কার দোলাচল নিয়ে জানান, এখানকার পিচে ঘাস থাকে। কিন্তু যত ম্যাচ এগোয়, ব্যাটিং সহায়ক হতে থাকে। তবে বাউন্স থাকলে পেসাররাও সাহায্য পায়। পাশাপাশি বাউন্সের জন্য দ্রুত রানের সুযোগ থাকে ব্যাটারদের।

ক্রাইস্টচার্চ ম্যাট হেনরির ঘরের মাঠ। এখান থেকেই উত্থান। হাতের তালুর মতো চেনেন মাঠে প্রতিটি ঘাসকে। সেই আবেগ নিয়ে এদিন বলেছেন, 'ঘরের মাঠে যখনই পা রাখি, আলাদা অনুভূতি অনুভব করি। এই মাঠে প্রচুর ক্রিকেট খেলেছি। ফলে একটা স্বাচ্ছন্দ্য থাকবে। ক্রিকেটের জন্য দুর্দান্ত মঞ্চ। আমি বরাবর উপভোগ করি এখানে খেলতে।' ভারতীয় ব্যাটারদের হাতে বেধড়ক মার খাওয়া সতীর্থ জ্যাকব ডাফির পাশেও দাঁড়ালেন। দাবি করেছেন, 'বছরের পর বছর ডাফি নিজের দক্ষতার প্রমাণ রেখেছে। আদ্যোপান্ত টিমম্যান। ব্যক্তিগত সাফল্য, প্রাপ্তিকে কখনও দলের আগে দেখেনি। ম্যাচে প্রভাব রাখার লক্ষ্য নিয়ে সবসময় তৈরি থাকে। একটা ম্যাচ দিয়ে ওর দক্ষতা, চেষ্টাকে বিচার করা অযৌক্তিক।'



অনুশীলনের ফাঁকে ব্যাট পরীক্ষা করে নিচ্ছেন গ্লেন ফিলিপস। ক্রাইস্টচার্চে বুধবার।

তিনদিনে টেস্ট জয় আফ্রিকার

সেঞ্চুরিয়ান, ২৫ নভেম্বর : তিনদিনে টেস্ট জয় দক্ষিণ আফ্রিকার। বুধবার দ্বিতীয় টেস্ট ইনিংস ও ২১৯ রানে বাংলাদেশকে হারিয়ে দুই ম্যাচের সিরিজ প্রোটিয়ারা ২-০ ব্যবধানে জিতে নিল। সৌজন্যে উইয়ান মুল্ডারের অলরাউন্ড পারফরমেন্স। গতকাল শতরান করেছিলেন। এদিন ৭ উইকেট তুলে একাই শেষ করে দিলেন বাংলাদেশ ইনিংস। কেরিয়ারের সেরা বোলিং ফিগার (৩১/৭) নিয়ে দিনটি শেষ করলেন তিনি। যার সুবাদে ৪০৩ রানের ঘাটতি নিয়ে ব্যাট করতে নেমে বাংলাদেশ দ্বিতীয় ইনিংসে গুটিয়ে যায় ১৮৪ রানে। যদিও শুরুটা খারাপ হয়নি তাদের। ওপেনিং জুটিতে ৫৮ রান যোগ করেছিলেন তানজিদ হাসান তামিম (২৯) ও মাহফিজুল ইসলাম (৩৮)। তানজিদকে ফিরিয়ে বাংলাদেশকে ভাঙার কাজটি শুরু করেন মুল্ডার। ৫০ ওভারের মধ্যেই গুটিয়ে যায় বাংলাদেশ ইনিংস।



৭ উইকেট নিয়ে বাংলাদেশকে ভাঙলেন উইয়ান মুল্ডার।

আজ জিতলেই সুপার লিগে বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ নভেম্বর : লড়াই দুই বনাম তিনের। যুদ্ধ সুপার লিগে জায়গা করে নেওয়ার।

আর সেই লক্ষ্যেই বৃহস্পতিবার মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে রাজস্থানের বিরুদ্ধে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ খেলতে নামছে বাংলা দল। জিতলেই সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-র পরের পর্ব সুপার লিগ নিশ্চিত হয়ে যাবে অভিমন্যু ঈশ্বরণদের। দীপক চাহার, মানব সুথারদের মতো প্রতিষ্ঠিত তারকারা রয়েছেন রাজস্থান দলে। লিগ টেবিলে তিন নম্বরে থাকলেও রাজস্থানেরও ছয় ম্যাচে পয়েন্ট ১৬। বাংলারও তাই। শুধুমাত্র রানরেটের কারণে লিগ টেবিলে দুই নম্বরে রয়েছে টিম বাংলা। এমন অবস্থায় আগামীকাল রাজস্থানের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে আজকের দিনটা বিশ্রামে কাটিয়ে দিয়েছেন অভিষেক পোড়েলরা। কালকের মরণ-বাঁচন ম্যাচের আগে আজ সন্ধ্যার দিকে মুম্বই থেকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'বিপক্ষ দলে কে বা কারা রয়েছে, সেই ভাবনায় না গিয়ে মাঠে নেমে আমাদের সেরাটা দিতে হবে। বাকিটা দেখা যাবে।'

মুস্তাকে প্রতিপক্ষ রাজস্থান

SYED MUSHTAQ ALI TROPHY

কর্ণাটকের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে ধাক্কা খেয়েছিল বাংলা। পরে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন করণ লালরা। জয়ের হ্যাটট্রিকের পরও ফের বরোদার বিরুদ্ধে হারতে হয়েছিল বাংলাকে। সেই ব্যর্থতা কাটিয়ে ফের ঘুরে দাঁড়িয়েছেন অভিমন্যুরা। আগামীকাল রাজস্থানের বিরুদ্ধে অগ্নিপরীক্ষা। তার আগে উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধে ম্যাচের মতোই বাংলার ব্যাটিং অর্ডার থাকবে কি না, সেই প্রশ্ন ঘুরছে। অভিষেকের সঙ্গে সুদীপ ঘরামি শেষ ম্যাচে ইনিংস ওপেন করেছিলেন। আর চার নম্বরে ব্যাটিং করে দলকে জিতিয়েছিলেন স্বপ্নের ফর্মে থাকা করণ। আগামীকালও কি সেই ব্যাটিং অর্ডারেই আস্থা রাখবে বাংলা? কোচ লক্ষ্মীরতন বলছিলেন, 'আমরা সবদিক খোলা রাখছি। আগামীকাল খেলা শুরুর আগে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে।' যদিও বাংলা দলের অন্দরের খবর, ব্যাটিং অর্ডারে বদলের সম্ভাবনা কম। বরং অতিরিক্ত স্পিনার নাকি জোরে বোলার খেলানো হবে, তা নিয়ে বাংলা শিবিরে চলছে আলোচনা। সঙ্গে সকাল ১১টায় খেলা শুরু হওয়ার কারণে শুরুর দিকে উইকেটের আর্দ্রতা নিয়েও সতর্ক রয়েছে টিম বাংলা। কারণ, আগামীকাল ফের ব্যর্থতা মানেই আবার এক বছরের অপেক্ষার শুরু।

শুভমানের আবেদনের অপেক্ষায় সৌরভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ নভেম্বর : করোনা এখন ইতিহাস। কিন্তু সেই ইতিহাসের প্রভাব এখনও রয়ে গিয়েছে ক্রিকেট দুনিয়ায়। আর তার ফল ভুগছেন বোলাররা।

ওয়েলিংটন টেস্ট ড্র হওয়ার পর ভারত অধিনায়ক শুভমান গিল সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে বলে থুতু ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্য সওয়াল করেছিলেন। ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি এখনই ভারত অধিনায়কের প্রস্তাবে সাড়া দিতে চলেছে, এমন কোনও খবর নেই। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে ভাবনা অবশ্যই শুরু হয়েছে। আজ সন্ধ্যার দিকে আইসিসি ক্রিকেট কমিটির প্রধান সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের কথাতেই তার ইঙ্গিত মিলেছে। মহারাজ জানিয়েছেন, শুভমান সাংবাদিক সম্মেলনে যা বলেছেন, সেকথা আইসিসির কাছে সরকারিভাবে জানালে ক্রিকেট কমিটির পরবর্তী বৈঠকে তা নিয়ে আলোচনা হতেই পারে। এমনকি শুভমানের কথা মেনে নিয়ে বলে থুতু ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের কথাও ভাবা যেতে পারে। মহারাজের কথায়, 'ক্রিকেট খেলাটা নিয়মিত ক্রিকেট কমিটির কাছে।'

থুতু ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার

করোনার সময়ই বলে থুতু ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল আইসিসি। তখনও ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার চেয়ারম্যানের পদে ছিলেন সৌরভ। এখনও মহারাজই রয়েছেন। সিএবি বদলে চলেছে। আর সেই বদলের পথে পা মিলিয়ে ক্রিকেট মাঠে বলে থুতু ব্যবহার করা নিয়ে নতুনভাবে ভাবা যেতেই পারে। তার জন্য ভারত অধিনায়ক শুভমানকে আবেদন করতে হবে আইসিসির সভাপতির কথায়, 'শুভমানের যুক্তিতে ভুল নেই। সময়ের সঙ্গে ক্রিকেট ব্যাটারদের খেলা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেখানে বলে থুতু ব্যবহার ফেরানো গেলে বোলাররা বাড়তি সাহায্য পেতে পারে। এব্যাপারে আমাদেরও নতুনভাবে ভাবতে হবে।' প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভের মতোই আজ শুভমানের সুরে সুর মিলিয়েছেন হরভজন সিংও। ভাজ্জি আজ শুভমানের সমর্থনে ব্যাট ধরে বলেছেন, 'করোনার সময় বলে থুতু ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা চালু হয়েছিল। সেই সময় এই সিদ্ধান্ত ছিল সঠিক। কিন্তু এখন করোনা নেই। ফলে এবার এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের কথাই ভাবা উচিত। ক্রিকেট খেলাটা ক্রমশ ব্যাটারদের হয়ে উঠছে। সেখানে বোলারদের জন্য কিছু সাহায্য থাকলে ভালোই হবে। এমনটা হলে ক্রিকেটীয় প্রতিযোগিতার মান বাড়বে।'

মহারাজ ও তাঁর একসময় সতীর্থের মন্তব্য সামনে আসার পর বলে থুতু ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার হয় কিনা, সেটাই দেখার। এদিকে, বৈভব সূর্যবংশীর ব্যাটিং বিস্ফোরণ নিয়ে বাকি দুনিয়ার মতো মজে রয়েছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভও। মহারাজের মতে, বৈভব ভারতীয় ক্রিকেটের আগামীর তারকা।

বাংলার দায়িত্বে লালকমল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ নভেম্বর : আসন্ন খেলো ইন্ডিয়া গেমসে বাংলা পুরুষ ফুটবল দলের কোচ হিসেবে লালকমল ভৌমিককে নিযুক্ত করল বঙ্গ ফুটবল নিয়ামক সংস্থা আইএফএ। গত কয়েকটা মরশুমে ঘরোয়া লিগে ইউনাইটেড স্পোর্টস ক্লাবের কোচ হিসেবে বেশ সফল লালকমল। তারই পুরস্কারস্বরূপ বাংলার দায়িত্ব পেলেন মোহনবাগানের এই প্রাক্তন ফুটবলার। বুধবার আইএফএ কোচেস কমিটির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়

চোট গুরুতর নয় র‍্যামিরেজের

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৫ নভেম্বর : ম্যাচ শেষে মিক্সড জোন দিয়ে যখন হেঁটে গেলেন তখন তাঁর চোট আছে বলে মনে হল না। তবু ড্যানি র‍্যামিরেজের চোট নিয়ে একটা রহস্যের বাতাবরণ তৈরি করে রাখলেন আন্তোনিও লোপেজ হাবাস।

প্রথম দল হিসাবে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ পর্যায়ের কোনও ভারতীয় দলের প্রথম জয়। নিঃসন্দেহে বড় কৃতিত্ব। তবু খুশি বা আনন্দ থাকলেও উচ্ছ্বাসের মাত্রাটা কমই ছিল আল হুসেইনকে হারানোর পর। কারণ হয়তো দুটি। এক, অত্যন্ত ছন্নছাড়া ফুটবলের প্রদর্শনী চিন্তায় রাখল ইস্টবেঙ্গল কোচ হাবাসকে তো বটেই, সমর্থকদেরও। সামনেই ডার্বি। রক্ষণের হালেও আতঙ্কিত হওয়ার কারণ আছে। তাই ম্যাচের পর হাবাস বলেই ফেলেন, 'এই ধরনের ম্যাচে ভাগ্যেরও প্রয়োজন হয়। ফুটবলে এবং জীবনে ভাগ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। এ দিন ভাগ্য আমাদের সঙ্গে ছিল। দুই দলই গোল করার সুযোগ পেয়েছিল। শেষপর্যন্ত আমরা একটি গোল করতে পেরেছি যা জয় এনে দেয়।' তবে আল সিব জিতে যাওয়ায় এখনও কঠিন নকআউটে যাওয়ার রাস্তা। তার আগেই আর এক কঠিন ম্যাচ আগামী রবিবার। গত চার ম্যাচের পর মঙ্গলবারও না জিততে পারলে তার প্রভাব ডার্বিতে পড়ত বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তাই এই জয় গোটা দলকে অনেকটাই আত্মবিশ্বাসী করবে বলে মনে করেন হাবাস, 'ডার্বির আগে এই জয় আবেগ ও আত্মবিশ্বাসের দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জিতে ডার্বি খেলতে নামা আর হেরে খেলতে নামার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আমরা এই জয় থেকে আত্মবিশ্বাস ফিরে পাব। তবে দ্রুত রিকভারি করতে হবে। কারণ ডার্বিও অত্যন্ত কঠিন ম্যাচ। সেখানে একই রকম তীব্রতা নিয়ে খেলতে হবে।'

> ড্যানির অবস্থা এখনই নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারছি না। আমার খুব ভালো লাগল না। কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আগামী কয়েক দিনে খেলোয়াড়দের শারীরিক অবস্থা ও রিকভারির দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
> -আন্তোনিও লোপেজ হাবাস

তবে তাঁর দলের এখন রক্ষণের সঙ্গে বড় সমস্যা চোট-আঘাত। আনোয়ার আলি ও এডমুন্ড লালরিনডিকা তো খেলতেই পারবেন না। আল হুসেইন ম্যাচের পর দানিকে নিয়েও তাঁর বক্তব্যে আশঙ্কার বাতাবরণ তৈরি করে দেন হাবাস, 'ড্যানির অবস্থা এখনই নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারছি না। আমার খুব ভালো লাগল না। কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আগামী কয়েক দিনে খেলোয়াড়দের শারীরিক অবস্থা ও রিকভারির দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তারপরই ডার্বির দল ঠিক হবে।' ড্যানি নিজেও বললেন, 'এখনও বুঝতে পারছি না আমার চোট কতটা গুরুতর।' তিনি কুঁচকিতে লাগায় মাঠ ছাড়লেও আপাতদৃষ্টিতে গুরুতর বলে মনে হয়নি। এমনটা হতেই পারে, ডার্বিতে প্রতিপক্ষকে ধাঁধায় রাখতে দানিকে নিয়ে রহস্য তৈরি করে রাখলেন হাবাস। দলসূত্রের খবর, চোট গুরুতর নয়। দলের ডাক্তাররাই নজরে রাখছেন তাঁকে। দিন দুয়েকের বিশ্রামেই সমস্যা কাটবে বলে মনে করছেন ডাক্তাররা।



এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২-এ জয় পেলেও ড্যানি র‍্যামিরেজের চোট চিন্তা বাড়িয়েছে ইস্টবেঙ্গলের।



দাবার চাল দিয়ে দ্বিতীয়দিনের খেলার সূচনা করছেন বিশ্বনাথন আনন্দ।

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে দ্বিতীয় রাউন্ডও ড্র

সিন্দারভকে রুখে স্বস্তিতে গুকেশ

জুরিখ, ২৫ নভেম্বর : সাম্প্রতিক ফর্ম নিয়ে প্রশ্ন ছিলই। তার ওপর খেতাব ধরে রাখার বাড়তি চাপ, আর সামনে ক্যান্ডিডেটস জিতে দারুণ ছন্দে থাকা উজবেক চ্যালেঞ্জার জাভোখির সিন্দারভ। তবে বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম রাউন্ডেই সব সংশয় অনেকটা ঝেড়ে ফেললেন ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ডোম্মারাজু গুকেশ। কালো ঘুঁটি নিয়ে ৩৭ চালের লড়াইয়ে সিন্দারভকে রুখে দিয়ে ড্র করলেন তিনি। শুরুতেই পয়েন্ট ভাগাভাগি করে নিজের পারফরমেন্সে বেশ তৃপ্ত ভারতীয় তারকা। গতকালের মতো বুধবার দ্বিতীয় রাউন্ডেও ড্রয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হল গুকেশকে। ১৮ চালের মাথায় গুকেশকে ড্রয়ের প্রস্তাব দেন সিন্দারভ। জয়ের সম্ভাবনা নেই দেখে প্রস্তাবে সম্মতি দেন গুকেশ। এর ফলে দুই রাউন্ড শেষে দুই দাবাড়ুরই পয়েন্ট দাঁড়াল ১-১।

> প্রতিযোগিতা শুরুর আগে বেশ চাপে ছিলাম। শুরুর দিকে কয়েকটি ছোটখাটো জটও খুলতে হয়েছে। তবে খেলা শুরু হতেই পুরো বিষয়টা উপভোগ করেছি। সার্বিকভাবে কোনও ভুল চাল দিইনি।
> -ডোম্মারাজু গুকেশ

মঙ্গলবার সিন্দারভের রুই লোপেজ ওপেনিংয়ের জবাব বার্লিন ডিফেন্সে দেন গুকেশ। মাঝপথে ভারতীয় দাবাড়ুর হাতে সময় কমে আসায় সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন সিন্দারভ। কিন্তু নিখুঁত রক্ষণাত্মক চালে প্রতিপক্ষের সব ছক বানচাল করে দেন গুকেশ। প্রথম রাউন্ড শেষে গুকেশ বলেছিলেন, 'প্রতিযোগিতা শুরুর আগে বেশ চাপে ছিলাম। শুরুর দিকে কয়েকটি ছোটখাটো জটও খুলতে হয়েছে। তবে খেলা শুরু হতেই পুরো বিষয়টা উপভোগ করেছি। সার্বিকভাবে কোনও ভুল চাল দিইনি।' বার্লিন ডিফেন্স প্রসঙ্গে তাঁর সংযোজন, সাদা ও কালো- দুই ঘুঁটিতেই আগে এই চাল খেলেছেন। তবে এদিনের ম্যাচে এর প্রভাব কতটা ছিল, তা নিয়ে নিশ্চিত নন।

প্রতিপক্ষের ধৈর্যের প্রশংসা শোনা গিয়েছে সিন্দারভের গলায়ও। উজবেক তারকার কথায়, 'গুকেশের হাতে সময় কম থাকার সুযোগ নিতে চেয়েছিলাম। কয়েকটি আকর্ষণীয় চালে ওকে চাপে রাখার চেষ্টাও করেছিলাম। তবে শেষপর্যন্ত দারুণ ডিফেন্স করেছে ও।'

হার বাঁচাল সিটি, আটকাল আর্সেনালও

পিএসভি-কে পাঁচ গোল উপহার রিয়ালের

মাদ্রিদ ও লন্ডন, ২৫ নভেম্বর : উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে টানা পঞ্চম জয় রিয়াল মাদ্রিদের। পিএসভি আইন্দহোভেনকে পাঁচ গোল উপহার মাদ্রিদ জায়েন্টদের। সৌজন্যে কিলিয়ান এমবাপের জোড়া গোল। দর্শনীয় গোল করে আলোচনায় জুডে বেলিংহামও। প্রথমার্ধে বেলিংহামকে নামাননি রিয়াল কোচ হোসে মোরিনহো। দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচের রং বদল হল তিনি মাঠে নামার পরই। এক গোলে পিছিয়ে পড়েও শেষপর্যন্ত ৫-১ গোলে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ল রিয়াল।

মঙ্গলবার রাতে স্যান্টিয়াগো বার্নাব্যুতে ম্যাচের প্রথমার্ধে রিয়ালকে বেশ চাপে রেখেছিল পিএসভি। তারই মধ্যে ডাচ ক্লাবটিকে পেনাল্টি উপহার দেন অরলিয়েন চৌয়ামেনি। স্পটকিক থেকে গোল করে পিএসভি-কে এগিয়ে দেন ইভান পেরিসিচ। বিক্ষিপ্তভাবে সুযোগ পেয়েছিল রিয়ালও। তার মধ্যে ভিনিসিয়াস জুনিয়ারের একটি শট পোস্টে প্রতিহত হয়। দ্বিতীয়ার্ধে বেলিংহাম নামতেই ম্যাচের চেহারা বদলে গেল। ৫০ মিনিটে মাদ্রিদ জায়েন্টদের সমতায় ফেরান ফেডেরিকো ভালভের্দে। দূরপাল্লার শটে লক্ষ্যভেদ করেন রিয়াল অধিনায়ক। ৬০ মিনিটে চমৎকার ভলিতে বল গোলে পাঠান বেলিংহাম। তাঁর এই গোল নিঃসন্দেহে বর্ষসেরার তালিকায় থাকতে পারে। মিনিট চারেকের ব্যবধানে আরদা গুলেরের পাস থেকে তৃতীয় গোল কিলিয়ান এমবাপের। ৮৪ মিনিটে ফের লক্ষ্যভেদ ফরাসি তারকার। ম্যাচের শেষলগ্নে বেলিংহামের পাস থেকে পঞ্চম গোল ভিনির। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ইতিহাসে এই নিয়ে চতুর্থবার প্রথম পাঁচ ম্যাচে জয়ের নজির গড়ল রিয়াল।

ফলাফল

গালাতাসারে	১-০ অ্যাস্টন ভিলা
বোডো/গ্লিমট	১-০ এলএএসকে
ফেনুর্দ	০-১ এফসি পোর্তো
আর্সেনাল	১-১ বরুসিয়া ডর্টমুন্ড
স্লোভান ব্রাতিস্লাভা	০-২ রিয়াল বেটিস
রিয়াল মাদ্রিদ	৫-১ পিএসভি আইন্দহোভেন
আরবি লিপজিগ	৩-১ লেন্স
কোমো	১-০ এইকে আথেন্স
ম্যাঞ্চেস্টার সিটি	২-২ নাপোলি

এদিকে এদিন ম্যাচ শেষে বেলিংহাম প্রশংসায় ভরিয়েছেন রিয়াল কোচ মোরিনহো। তিনি বলেছেন, 'এই মুহূর্তে নিঃসন্দেহে বিশ্বের অন্যতম সেরা মিডফিল্ডার বেলিংহাম। শারীরিক সক্ষমতা, দক্ষতা সবই রয়েছে ওর মধ্যে। এবার ব্যালন ডি'অরের দৌড়ে প্রথম দশে ওর থাকা উচিত ছিল।' দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচের রং বদল প্রসঙ্গে মোরিনহো বলেছেন, 'প্রথমার্ধে পিএসভি আমাদের কঠিন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিল। আমাদেরও অনেক ভুল হচ্ছিল। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে পরিবর্তনগুলোই ম্যাচের গতি বদলে দেয়। ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি আমাদের হাতে ছিল।' এক্ষেত্রে বেলিংহামের অবদানের কথাও আলাদা করে উল্লেখ করেন 'দ্য স্পেশাল ওয়ান'।

মঙ্গলবার রাতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের অন্য ম্যাচে নাপোলির বিরুদ্ধে কোনওক্রমে হার বাঁচিয়েছে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। প্রিমিয়ার লিগে একেবারেই ছন্দে নেই সিটিজেনরা। শেষ চার ম্যাচ জয়হীন এনজো মারেস্কার দল। চ্যাম্পিয়ন্স লিগেও সেই ধারা বজায় রইল। নাপোলির সঙ্গে ঘরের মাঠে ম্যাচ ২-২ গোলে ড্র করল সিটি। ৫৫ মিনিটে গোল হজমের পর আয়ুব বুয়াদ্দি ৬৭ মিনিটে সমতায় ফেরান সিটিকে। ৭৬ মিনিটে ফের ২-১ গোলে এগিয়ে যায় নাপোলি। শেষমেশ রায়ান চেরকির করা গোলে এক পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়ে মারেস্কার দল। অন্য ম্যাচে বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের সঙ্গে ১-১ গোলে ম্যাচ ড্র করেছে আর্সেনাল।



দুরন্ত ভলিতে গোলের পথে রিয়াল মাদ্রিদের জুডে বেলিংহাম।

ডার্বি টিকিটের দাম কমাল ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ নভেম্বর : আগামী রবিবার অর্থাৎ ২৯ নভেম্বর এই মরশুমে ইন্ডিয়ান সুপার লিগে প্রথম লেগের কলকাতা ডার্বি। ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট মহারণের অনলাইন টিকিট বিক্রি শুরু হয়েছে মঙ্গলবার। প্রাথমিকভাবে সর্বনিম্ন টিকিটের দাম রাখা হয়েছিল ৩০০ টাকা। তা নিয়ে তীব্র অসন্তোষ দেখা যায় সমর্থকদের মধ্যে। অভিযোগ, যে টিকিট মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছিল, তা অনেক সাধারণ সমর্থকেরই, বিশেষত ছাত্রছাত্রীদের নাগালের বাইরে। সাধারণ সমর্থকদের সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে অবশেষে টিকিটের দাম কমাল ম্যাচের আয়োজক ইস্টবেঙ্গল।

বুধবার বিবৃতি দিয়ে ক্লাবের তরফে জানানো হয়, 'ছাত্রছাত্রীদের অনুরোধে আইএসএল ডার্বি টিকিটের মূল্য পুনর্বিবেচনা করে কমানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।' রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ-র সঙ্গে আলোচনা করেই নতুন টিকিটের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ক্রীড়ামন্ত্রী বলেছেন, 'ডার্বি টিকিটের দাম নিয়ে বিভিন্ন মাধ্যমে অভিযোগ এসেছিল। যে কারণে এই ম্যাচের আয়োজক ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে যোগাযোগ করে সকল স্তরের সমর্থকদের কথা মাথায় রেখে টিকিটের দাম পুনর্বিবেচনা করার আবেদন জানানো হয়েছিল।' সিদ্ধান্ত বদলের পর সর্বনিম্ন টিকিটের দাম রাখা হয়েছে ২০০ টাকা। এছাড়াও ৩০০, ৪০০, ৫০০ ও ৫৫০ টাকার টিকিট রাখা হচ্ছে। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সদস্যরা ৩০০ টাকা মূল্যের টিকিট ১৫০ টাকায় পাবেন। যাঁরা পূর্বনির্ধারিত অর্থ খরচ করে টিকিট কেটেছেন তাঁদের অতিরিক্ত অর্থ ফেরত দিয়ে দেওয়া হবে বলেও ক্লাবের বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

কল্যাণকে রেখেই ভোটার তালিকাপ্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ নভেম্বর : ভোটদাতাদের তালিকা প্রকাশ করে দিলেন অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের নির্বাচনি আধিকারিক রাজীব শর্মা। এই তালিকায় কর্ণাটক ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের থেকে বর্তমান সভাপতি কল্যাণ চৌবে বৈধ ভোটার হিসাবে থাকছেন এনএ হ্যারিসের সঙ্গে।

মোট ৩৩ রাজ্য থেকে ৬৬ জন ভোটার ভোটদান করবেন ২০ ডিসেম্বর ফেডারেশনের ভোটে। এছাড়া চারজন নিবাচিত এসওএম (স্পোর্টসপার্সন অফ আউটস্ট্যান্ডিং মেরিট) ফুটবলারও ভোট দেবেন। অর্থাৎ মোট ৭০ জন ভোটারের ভোটে নির্বাচিত হবেন ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী কমিটির প্রতিনিধিরা। ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনে এখনও পর্যন্ত নির্বাচন না হলেও বাংলা থেকে ভোটদাতা হিসাবে নাম আছে সুব্রত দত্ত ও অনির্বাণ দত্তের। ভোটার তালিকায় আইএফএ-র নাম থাকলেও বাংলাকে বাদ দেওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ। আর সেটা করছিলেন বর্তমান কমিটির কিছু শীর্ষকর্তাই। তবে শেষপর্যন্ত তাদের সেই চেষ্টা সফল হয়নি। বরং আইএফএ-কে ভোটার তালিকায় রেখে নিজের নিরপেক্ষতার প্রমাণ দিলেন নির্বাচনি আধিকারিক।

কিন্তু নির্বাচন না হওয়ায় এই তালিকা থেকে বাদ পড়েছে জম্মু-কাশ্মীর, হরিয়ানা ও তামিলনাড়ু। এদিন ভোটার তালিকায় নাম থাকার ফলে কল্যাণের আর নির্বাচনে লড়ার ক্ষেত্রে কোনও বাধা থাকল না। তবে তিনি নিজে আর দাঁড়াতে আগ্রহী হবেন কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন থাকছেই। কারণ কেন্দ্রীয় সরকারেরই প্রতিনিধি হতে চলেছেন অরবিন্দ মেনন। সেক্ষেত্রে তাঁর দল যে কল্যাণের পাশে নেই এটা স্পষ্ট। বর্তমান সভাপতি এনএ হ্যারিসের মাধ্যমে কংগ্রেসের হাত ধরে লড়াইয়ের ময়দানে নামার চেষ্টা করতে পারেন বলেও কানাঘুষো। প্রফুল প্যাটেল হয়তো আর ফেডারেশনের সভাপতি পদে দাঁড়াচ্ছেন না। সেক্ষেত্রে তিনি এই কমিটির সঙ্গে কীভাবে থাকবেন নাকি তাঁকে ফিফা প্রতিনিধি করা হবে, সেদিকে নজর থাকবে। ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে তিনি ও মালোজিরাজে সাহু ছত্রপতির নাম আছে ভোটার তালিকায়।

বর্তমান কমিটির এখন বেশিরভাগ সদস্যই অবশ্য অরবিন্দের পক্ষে। নাম উল্লেখ করা যাবে না এই শর্তে অনেক সদস্যই জানাচ্ছেন, 'সরকার যাঁকেই নির্বাচিত করবে আমরা তাঁকেই মেনে নেব।' শুধু কল্যাণ যাতে না ফিরতে পারেন, সেটাই নিশ্চিত করতে চান তাঁরা। বর্তমান সভাপতির নিজের এখন পরবর্তী পদক্ষেপ কী হয় সেদিকেও নজর রাখছে ফুটবল মহল।

ডার্বির আগে সতর্ক বাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ নভেম্বর : ডার্বির আগে লিগশীর্ষে। কিন্তু জেমি ম্যাকলারেনদের পারফরমেন্সে চিন্তার ভাঁজ সবুজ-মেরুন শিবিরে। প্রতি ম্যাচেই ন্যূনতম ব্যবধানে জয়। চাপ বাড়লে রক্ষণও খেই হারিয়ে ফেলছে। মাঝেমধ্যেই খেলা থেকে মনঃসংযোগ হারিয়ে যাচ্ছে বাগান শিবিরের। দলের রোগ সারাতে মঙ্গলবার সহকারীদের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করেছিলেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট কোচ প্যানাজিওটিস ডিলপেরিস। এবার বুধবার ফুটবলারদের নিয়ে বৈঠক করলেন তিনি। এদিন অনুশীলন শুরুর আগে প্রায় এক ঘণ্টা ড্রেসিং রুমে দলের ম্যাচে কোথায় ভুল হচ্ছে, সেটা ফুটবলারদের বুঝিয়ে দেন তিনি। ম্যাচে মনঃসংযোগ ধরে রাখার বিষয়ে জোর দিয়েছেন বাগান কোচ। সামনেই ডার্বি। তার আগে বাড়তি সতর্কতা মোহনবাগান শিবিরে। বুধবার অবশ্য খুব বেশিক্ষণ অনুশীলন করেননি লিস্টন কোলাসো, মনবীর সিংরা। ম্যাকলারেন-মিগুয়েল ফিগুয়েরা জুটিকে সামনে রেখে বড় ম্যাচের নীল নকশা তৈরি করছেন প্যানোস।

'কামিন্সের ব্যক্তি আক্রমণ অপ্রত্যাশিত'

বিতর্কের অবসানে যৌথ বিবৃতির প্রস্তাব দেন খোয়াজা

মেলবোর্ন, ২৫ নভেম্বর : শিরীষ কাগজ বিতর্কের অবসানে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার সিইও-র কাছে যৌথ বিবৃতির প্রস্তাব দিয়েছিলেন উসমান খোয়াজা। যে বিবৃতিতে নাম থাকত ২০১৮ দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে দলে প্রত্যেকের। এর মাধ্যমে ক্রিকেটাররা যেমন সম্মিলিত দায়িত্ব নেওয়ার সুযোগ পেতেন, তেমনই বল বিকৃতি কেলেঙ্কারির অবসান হত বরাবরের মতো। বুধবার গ্রেড ক্রিকেট পডকাস্টে এমনটাই দাবি করলেন প্রাক্তন অজি ওপেনার। সিইও টড গ্রিনবার্গকে ই-মেলে পাঠানো খোয়াজার প্রস্তাবিত বিবৃতিতে লেখা ছিল, 'আমরা স্বীকার করছি, বল বিকৃতির বিষয়টি আমরা জানতাম। শিরীষ কাগজ হোক বা অন্য কিছু ব্যবহার করে, সেটা অপ্রাসঙ্গিক। আমরা নিজেদের কৃতকর্মের দায়িত্ব নিচ্ছি, যেটা আট বছর আগে নেওয়া উচিত ছিল। এছাড়াও স্টিভেন (স্মিথ), ক্যামেরন (ব্যানক্রফট) এবং ডেভিড (ওয়ার্নার) গোটা দলের জন্য বিশাল মূল্য চুকিয়েছে। তার জন্য আমরা দুঃখিত এবং চিরকৃতজ্ঞ।' তবে গ্রিনবার্গ কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি খোয়াজাকে। তিনি বলেছেন, 'আমি নিশ্চিত নই, এটা কাজে আসবে কিনা। বাকিদের সঙ্গে কথা বলে তোমাকে জানাচ্ছি।' এরপর খোয়াজা অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট দলের বর্তমান অধিনায়ক প্যাট কামিন্সকেও মেসেজ করেছিলেন। তার কয়েকদিনের মাথায় সাংবাদিক বৈঠক করে কামিন্স খোয়াজার দাবিকে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দেন। সেখানে কামিন্সের ব্যক্তিগত আক্রমণের প্রসঙ্গ তুলে খোয়াজা বলেছেন, 'ওটা আমার জন্য কঠিন ছিল। আমি বরাবরই মানুষ এবং অধিনায়ক হিসেবে কামিন্সকে ভালোবেসে এসেছি। কখনোই ভাবিনি কামিন্স এভাবে আমাকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করবে। কামিন্সের এই দিক আমি আগে দেখিনি।'

তবে একইসঙ্গে খোয়াজা এটাও জানিয়েছেন, কামিন্স বা কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে কথা বলা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। সামগ্রিকভাবে অস্ট্রেলিয়ার ক্রীড়া সংস্কৃতির ওপরেই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। খোয়াজা বলেছেন, 'আমি চাই না কামিন্সকে নেতৃত্ব থেকে সরানো হোক, ওকে আমি ভালোবাসি। এটা কামিন্সের বিষয় নয়। চেয়েছিলাম বোর্ডের কেউ সামনে আসুক। বোর্ডের যে কোনও মূল্যে জেতার মানসিকতার জন্যই এই কেলেঙ্কারি (স্যান্ডপেপারগেট) হয়েছে। যে মানসিকতা কোচ থেকে ক্রিকেটারদের মধ্যে ছড়ায়।'

১ ঘণ্টা ২১ মিনিটের পডকাস্টে ব্যানক্রফটের মেসেজের কথাও সামনে এনেছেন খোয়াজা। তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে ব্যানক্রফট লেখেন, 'উজি তুমি যা করেছ, সেটা আমার জন্য আশীর্বাদের মতো। সৎ এবং খোলাখুলিভাবে কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছ তুমি। তোমার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ।'

চ্যাম্পিয়ন পতিরাম স্পোর্টস

বালুরঘাট, ২৫ নভেম্বর : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা আম্পায়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রি-সিজন টি২০ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল পতিরাম স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন। বুধবার ফাইনালে তারা ৭ রানে গ্রিনভিউ ইংলিশ অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। বালুরঘাট স্টেডিয়ামে প্রথমে পতিরাম ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৩৮ রান তোলে। সুরজিৎ রায় ৩৮ ও অরিন্দম ঘোষ ২৭ রান করেন। দেবাশিস হালদার ১৬ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেন সোমুজিৎ সেনও (২২/২)। জবাবে গ্রিনভিউ ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৩১ রানে আটকে যায়। প্রতিযোগিতার সেরা ও সেরা ব্যাটার আশুতোষ আগরওয়াল ৩১ রান করেন। সেরা বোলারের পুরস্কারও আশুতোষও পেয়েছেন। সেরা বোলার ঈশান মালির অবদান ২৯। ফাইনালের সেরা গৌতম রায় ১৮ রানে নেন ২ উইকেট।



ট্রফি নিয়ে উল্লাস পতিরাম স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের। -পঙ্কজ মহন্ত

ফের হার মহমেডান স্পোর্টিংয়ের

কলকাতা, ২৫ নভেম্বর : ইন্ডিয়ান ফুটবল লিগে মহমেডানের দুর্দশা বেড়েই চলেছে। বুধবার ঘরের মাঠে রাজস্থান ইউনাইটেডের কাছে ৪-০ গোলে বিধ্বস্ত সাদা-কালো শিবির। ম্যাচের প্রথমার্ধের ফল ছিল গোলশূন্য। দ্বিতীয়ার্ধে রাজস্থানের হয়ে গোল করেন আদ্রিয়ান ক্যাস্টেলানো, ব্রিজেশ গিরি, জুড গার্সিয়া ও থময় সিমরে। এই নিয়ে টানা চার ম্যাচে হার লালথানকিমাদের।

শুভমানের আবেদনের অপেক্ষায় সৌরভ

-খবর এগারোর পাতায়

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১কোটির বিজয়ী হলেন
যশোমন্তপুর-এর এক বাসিন্দা



22.08.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 87C 38574 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারির কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারির প্রশংসা করার মতো ভাষা আমার কাছে নেই, যারা আমাকে কোটিপতি বানিয়েছে। কয়েকটি দশ টাকা খরচ করে ভাগ্য পরীক্ষা করার জন্য এটি যে কোনো ব্যক্তির জন্য একটি আদর্শ মাধ্যম হতে পারে। এই বিশেষ আনন্দের মুহূর্তে আমি ডিয়ার লটারির প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

পশ্চিমবঙ্গ, যশোমন্তপুর - এর একজন বাসিন্দা বুদ্ধদেব সামন্ত - কে

* বিজ্ঞাপনটি তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।





ম্যাচের সেরা হয়ে শংকর কুণ্ডু (বাঁয়ে) ও বিপ্লব সরকার। ছবি : রাহুল দেব

বড় জয় রয়্যাল ও অজয়ের

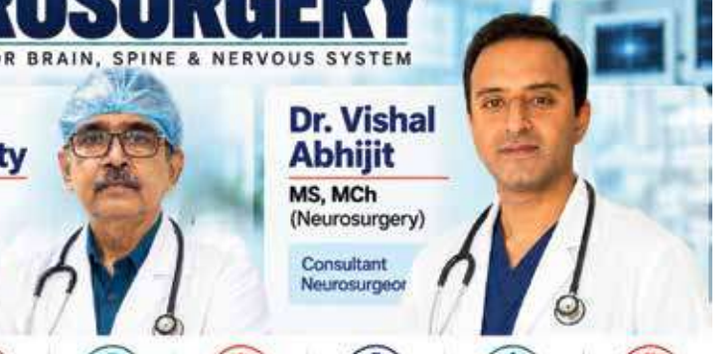
রায়গঞ্জ, ২৫ নভেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটে বুধবার অজয় সংঘ ৬ উইকেটে ডাক্তার একাদশকে হারিয়েছে। রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে টসে হেরে ডাক্তার ৩৯.৪ ওভারে ১৪০ রানে অল আউট হয়। আকাশ বর্মন ২৭ ও শুভজিৎ ঘোষ ২৩ রান করেন। ম্যাচের সেরা শংকর কুণ্ডু ৬ ও রাহুল তান্তিয়া ৯ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে অজয় ৩৫.৩ ওভারে ৪ উইকেটে ১৪১ রান তুলে নেয়। সুরজিৎ পাল ৫৪ ও কিশোর সরকার ৩১ রান করেন। চিন্ময় বসাক ২৮ রানে নেন ২ উইকেট।

মঙ্গলবার রয়্যাল যুব সংঘ ১০৩ রানে কালিয়াগঞ্জ প্রতিবাদ ক্লাবের বিরুদ্ধে জয় পায়। টসে জিতে রয়্যাল ৪০ ওভারে ৭ উইকেটে ২১৯ রান তোলে। ম্যাচের সেরা বিপ্লব সরকার ৪৮ রান করে। অঙ্কিত বিশ্বাস ও গোপাল রক্ষিত নেন ২ উইকেট। জবাবে কালিয়াগঞ্জ ২৮.৩ ওভারে ১৬৬ রানে অল আউট হয়। সুব্রত দাস ৩৯ রান করেন। বিপ্লব সরকার ২৬ ও খোকন বর্মন ২১ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট।

কোয়ার্টারে এনবিইউ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৫ নভেম্বর : পূর্বাঞ্চলীয় আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় মহিলাদের ব্যাডমিন্টনে কোয়ার্টার্স ফাইনালে উঠল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় (এনবিইউ) দল। বুধবার তৃতীয় রাউন্ডে তারা ২-০ ব্যবধানে ধনমঞ্জরি ইউনিভার্সিটিকে হারিয়েছে। প্রথম সিঙ্গলসে অরিত্রি সাহা ১৫-৭, ১৫-১১ পয়েন্টে দেবিকাকে হারিয়েছেন। ডাবলসে অরিত্রি-আরাত্রিকা দে ১৫-৯, ১৫-১২ পয়েন্টে দেবিকা-লেং লেইয়ের বিরুদ্ধে জয় পান। চতুর্থ রাউন্ডে মহেন্দ্র কর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে ২-০ ব্যবধানে জয় পায় এনবিইউ। প্রথম সিঙ্গলসে দেবাদৃতা দে মজুমদার ১৫-৫, ১৫-৮ পয়েন্টে পুষ্পলতা মাঝিকে হারিয়েছেন। ডাবলসে অরিত্রি-আরাত্রিকা ১৫-১০, ১৫-১৩ পয়েন্টে পুষ্পলতা-হেমলতার বিরুদ্ধে জিতেছেন।

Anandaloke Multispeciality Hospital
DEPARTMENT OF
NEUROSURGERY
EXPERT CARE FOR BRAIN, SPINE & NERVOUS SYSTEM



Dr. Anup Chakraborty
MS, MCh
(Neurosurgery)
Consultant Neurosurgeon

Dr. Vishal Abhijit
MS, MCh
(Neurosurgery)
Consultant Neurosurgeon

Brain Tumour Surgery
Spine Surgery (Cervical, Dorsal & Lumbar)
Head Injury Management
Neurovascular Surgery (Aneurysm, AVM)
Disc Surgery & Spine Stabilisation
Stroke Management
Congenital Neurosurgical Conditions

24×7 EMERGENCY 9933100200
2ND MILE, SEVOKE ROAD, SILIGURI – 734001, WEST BENGAL